চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 136 Monday, 17 April, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৩৬ সংখ্যা ❋ ৩ বৈশাখ, ১৪২৯, সোমবার, ১৭ এপ্রিল, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

আতিক হত্যাকাণ্ডের জের

সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করবে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ সাংবাদিক সেজে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল তিন দুস্কৃতি। তারপরেই কুখ্যাত গ্যাংস্টার আতিক আহমেদকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে পালাবার চেষ্টা, যদিও তা সম্ভব হয়নি। ধরা পরে তিনজনই। উত্তরপ্রদেশের এহেন ভয়াবহ ঘটনার পরে সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ করতে চলেছে কেন্দ্র বলে জানতে পারা গিয়েছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আলাদা করে নির্দেশিকা জারি করবে কেন্দ্রীয় সরকার। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, আতিকের

হত্যাকাণ্ডের পরেই বিশেষ আলোচনায় বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মূলত তাঁদের পরামর্শেই সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হবে। সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে বিশেষ পদক্ষেপ করা হবে বলেই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। যদিও ঠিক কী ধরণের নির্দেশিকা জারি করবে কেন্দ্র, সেই নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়েই গুলিবিদ্ধ হন গ্যাংস্টার আতিক। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন আতিক, সেই সময়েই বিশাল সংখ্যক পুলিশবাহিনী ও মিডিয়ার সামনেই পরপর গুলি চালায় তিন অভিযুক্ত। চোখের সামনে এহেন ঘটনা দেখে হতবাক হয়ে পড়েন সাংবাদিকরা। তবে সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে যায় তিনজন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্য সাংবাদিকদের ভিড়েই মিশে ছিল আততায়ীরা। আতিক পৌঁছতেই ক্যামেরা হাতে একজন তাঁর খুব কাছে পৌঁছে যায়। বুম হাতে আরেক ব্যক্তিও এসে যায় আতিকের কাছে। সাংবাদিকদের প্রশ্ন শুরু হতেই তৃতীয় ব্যক্তি গুলি চালাতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গেই ক্যামেরা ও বুম ফেলে দিয়ে গুলি চালায় বাকি দুই ব্যক্তিও।

অপরাধীরা পুলিশ এবং সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতিতে আইন হাতে তুলে নিচ্ছে

‘উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার দৃশ্যে আমি স্তম্ভিত’, আতিক খুন নিয়ে তোপ মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ পুলিশের ঘেরাটোপের মধ্যেই দুষ্কৃতীদের হাতে খুন উত্তরপ্রদেশের কুখ্যাত গ্যাংস্টার আতিক আহমেদ এবং তাঁর ভাই আশরাফ। এই খুনের ঘটনায় সরব হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশ প্রশাসনের সামনে এভাবে বিচারাধীন বন্দিকে গুলি করে ঝাঁঝরা করার ঘটনায় তিনি হতবাক এবং যোগীরাজ্যের আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে বলে টুইট করলেন। টুইট করে নিজের প্রতিক্রিয়া জানালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরপ্রদেশের নৈরাজ্য এবং আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার দৃশ্যে রীতিমতো স্তম্ভিত তিনি! এদিন মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘‘উত্তরপ্রদেশে আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এই নৈরাজ্যের পরিস্থিতি দেখে আমি স্তম্ভিত! অপরাধীরা পুলিশ এবং সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতিতে আইন হাতে তুলে নিচ্ছে। যা চূড়ান্ত লজ্জার। আমাদের সাংবিধানিক গণতন্ত্রে এ ধরনের বেআইনি কাজের কোনও স্থান নেই।’’ শনিবার রাতে একেবারে প্রকাশ্যে পুলিশের হেফাজতে থাকা গ্যাংস্টারদের গুলি করা হয়। প্রয়াগরাজের যে খবরে দেশজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। সাংবাদিকের বেশে ক্যামেরার সামনে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা টপকে গুলি চালানো হয়। এমন পরিস্থিতিতে যোগীরাজ্যের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন বিরোধীরা। উল্লেখ্য, আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে একাধিক বার বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি তুলেছে বিজেপি। কিন্তু আতিক ও তাঁর ভাই খুনের ঘটনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিষয়টি তদারকি করবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। বিশেষ সূত্রে জানা মৃত্যু হয় দুজনের। এই ঘটনায় জখম হয়েছেন এক পুলিশকর্মী ও এক সাংবাদিক। লবলেশ তিওয়ারি, সানি,

আপাতত মুখে কুলুপ বঙ্গের গেরুয়া শিবির। সেই প্রসঙ্গ টেনেই তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ একহাত নিলেন বলেন, এরপরও কি উত্তরপ্রদেশে ৩৫৬ ধারা জারির মতো পরিস্থিতি হয়নি? বিজেপি কী বলে? এবার মুখ্যমন্ত্রীও গোটা ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে উত্তরপ্রদেশের নৈরাজ্যের তীব্র নিন্দা করলেন। এদিকে, প্রয়াগ রাজের ঘটনার পর সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রের তরফে বিশেষ পদক্ষেপ করা হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে নয়া এসওপি(স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর) খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং গিয়েছে, আতিকের হত্যাকাণ্ডের পরেই বিশেষ আলোচনায় বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মূলত তাঁদের পরামর্শেই সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হবে। সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে বিশেষ পদক্ষেপ করা হবে বলেই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, শনিবার উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে পুলিশের সামনেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালানো হয় খুন, অপহরণ সহ ১০০টিরও বেশি মামলায় অভিযুক্ত আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাইয়ের উপরে। ঘটনাস্থলেই অরুণ মৌর্য নামে তিন আততায়ীকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সাংবাদিকের ছদ্মবেশে তারা এসেছিল বলে খবর। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবারই রাতে তিনি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন। বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য তিন সদস্যদের একটি দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, আতিক আহমেদের হত্যাকাণ্ডের পরই থমথমে পরিবেশ গোটা উত্তর প্রদেশ জুড়ে। কোনওভাবে অশান্তি যাতে না ছড়ায়, তার জন্য রাজ্যের ৭৫টি জেলাতেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

সোম থেকে শুক্র স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ প্রচণ্ড গরমের দরুণ সোমবার থেকে বন্ধ রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। রবিবার বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়। শনিবার ইদের জন্য বন্ধ থাকবে সমস্ত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ফলে পুরো সপ্তাহটাই ছুটি থাকছে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই ছুটি দেওয়ার আরজি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, সোমবার থেকে আরও কয়েকদিন রাজ্যজুড়ে তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি চলবে। বাড়বে গরমও। যার জেরে হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।সেই বিপদ এড়াতে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে মানবিক সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, আগেই গরমের জন্য গরমের ছুটি এগিয়ে এনেছিল রাজ্য সরকার। গরমের কথা মাথায় রেখে আগামী সপ্তাহও ছুটি দেওয়ার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন এক বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে একথা জানান তিনি। দ্রুত এই ছুটির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আমাকে কয়েকজন পড়ুয়া জানিয়েছে গরমে স্কুলে গেলে মাথাব্যথা করছে। মাথাব্যথা হিটস্ট্রোকের লক্ষ্মণ। এমন অবস্থায় কী করে অমানবিক হব! আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী দু’দিনে অন্তত দুই ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়বে। একইরকম পরিস্থিতি বজায় থাকবে আরও দুই থেকে তিনদিন। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহ চলবে। তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বা অস্বস্তিকর আবহাওয়া জারি থাকতে পারে শুক্রবার পর্যন্ত। আপাতত চার পাঁচদিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। এমন পরিস্থিতিতে ১১টা থেকে ৪টে পর্যন্ত বাড়ির বাইরে না বেরনো, প্রচুর জলপানের পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্কুল ছুটি নিয়ে শিক্ষকদের একাংশ বলছে, এত ছুটি দিলে পড়ুয়াদের সিলেবাস শেষ করতে সমস্যা হবে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন. প্রয়োজনে পরে অতিরিক্ত ক্লাস করে পরে সিলেবাস শেষ করা হবে।

আদানিরা দুর্নীতিরই প্রতীক, তোপ রাহুলের

কোলার,১৬ এপ্রিল ঃ যেখানে দাঁড়িয়ে মোদি সংক্রান্ত বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন, সেই জায়গা থেকেই কর্ণাটকের নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন রাহুল গান্ধী। আর বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আরও একবার বিতর্কিত মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা। রাহুল বললেন, আদানিরা দুর্নীতিরই প্রতীক। আগামী ১০ মে কর্ণাটকের বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ৫ এপ্রিলই কোলারে সভা করে নির্বাচনী প্রচার শুরু করার কথা ছিল রাহুলের। কিন্তু কোলার কেন্দ্রের প্রার্থী চূড়ান্ত না হওয়ায় সেই সভা বাতিল হয়। আসলে প্রথমে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া কোলার কেন্দ্রটিতে লড়তে চাইছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যান্ড সিদ্ধার সেই অনুরোধ রাখেনি। শেষে জেডিএস থেকে কংগ্রেসে আসা সদানন্দ গৌড়াকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস। রাহুলের সফরের ঠিক আগের দিন তড়িঘড়ি প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। আসলে কোলরে রাহুলকে পাঠিয়ে সহানুভূতি কুড়োতে চাইছিল কংগ্রেস। ২০১৯ সালে এখানেই রাহুল বলেছিলেন, সব মোদিই চোর। এই মন্তব্যের জেরেই দু’বছরের কারাদণ্ড হয় রাহুলের। তাঁর সাংসদ পদও খারিজ হয়। বিজেপি প্রচার করা শুরু করে, সব মোদিকে চোর বলে আসলে দলিতদের অপমান করেছেন কংগ্রেস নেতা। যার জবাব এদিন কোলারে দাঁড়িয়েই দিয়েছেন রাহুল। তিনি বলেছেন, সরকার বারবার ওবিসিদের অপমানের কথা বলে। কিন্তু সরকার কেন জাতিগত সেনসাস করছে না? কেন বলছে না দেশে তফসিলি জাতি, উপজাতি, ওবিসির সংখ্যা কত, আর সরকারে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব কত? কোলারের সভা থেকে বিজেপিকে আক্রমণ করে রাহুল বলেন, বিজেপি এখানে ৪০ শতাংশ কমিশনের সরকার চালাচ্ছে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। দেশে বিরোধীদের কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমাকে সংসদেও বলতে দেওয়া হয়নি। সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির দাবি, কর্ণাটকে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবেই। আর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই সব প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে। হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শনিবার। ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই বিজেপি ছাড়লেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ সেট্টার। বিজেপি নেতার অভিযোগ, শুধু যে তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়নি তাই নয়, উলটে অপমানও করা হয়েছে। তাই বিজেপিকে তিনি নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে দিতে চান। সেট্টার দল ছাড়াই এবার ভালমতোই ধাক্কা খেতে পারে গেরুয়া শিবির। কর্ণাটকের হুব্বলি সেন্ট্রাল কেন্দ্র থেকে ৬ বার বিধায়ক হয়েছেন জগদীশ সেট্টার। একবার কিছুদিনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীও হন। কর্ণাটকের প্রভাবশালী লিঙ্গায়েতদের অন্যতম বড় নেতা সেট্টার। তিনি বিজেপি ছাড়লে গেরুয়া শিবির যে বড়সড় ধাক্কা খেতে পারে, সেটা আগেই মেনে নিয়েছেন সেরাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা। এমনকী সেট্টারকে যাতে টিকিট দেওয়া হয়, সেজন্য হাইকম্যান্ডের কাছে দরবারও করেছেন তিনি। কিন্তু শেষমেশ হাইকম্যান্ডের মন গলানো যায়নি।

পিছন দরজা দিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছে বিজেপি, এবার ফিনিশ হবে ঃ ফিরহাদ

‘অনুব্রতকে বিনা কারণে গরুপাচার মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে’

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ গত শুক্রবার বীরভূমে সভা করে রাজ্য থেকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ৩৫টি আসনের আর্জি জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার তাঁর সেই আবেদনকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিনের সভা থেকে তিনি বলেন, পিছন দরজা দিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছে বিজেপি। কিন্তু এবার ফিনিশ হবে। লোকসভা ভোটে বাংলায় যে সব আসনে অতন্ত্য কম ব্যবধানে বিজেপি হেরেছিল, ২০২৪ সালের ভোটে সেই আসনগুলিকে পাখির চোখ করতে চাইছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আর শুক্রবারের জনসভায় থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেই ৩৫ টি আসন পাওয়ার কথাই বলেন। যার উত্তরে রবিবার সিউড়িতে পাল্টা সভার আয়োজন করে ফিরহাদ বলেন, উনি আগের বার বাংলার এসে বলেছিলেন ২০০ পার। কিন্তু বাংলা ওনাকে পগার পার করে দিয়েছিল। আর এবারে পুরো ফিনিশ করে দেবে। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের মতে, বিজেপি পিছন দরজা দিয়ে বাংলায় ক্ষমতায় আসতে চাইছে। কিন্তু বাংলার মানুষ ফিরিয়ে দিচ্ছে। চেষ্টা করলেও বিজেপি কখনই বাংলায় তাদের রাজত্ব কায়েম করতে পারবে না। কারণ বাংলার মানুষ জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘরের মেয়ে। বীরভূমের মাটিতে দাঁড়িয়ে

গরুপাচারের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শুধু তাই নয়, তিনি সরাসরি অনুব্রত মণ্ডলের পাশে দাঁড়িয়েছেন। অমিত শাহের মন্ত্রককে দোষারোপ করেছেন কলকাতার মেয়র। আজ, রবিবার বীরভূমের মাটিতে সভা করতে গিয়েছিলেন ফিরহাদ হাকিম। আর সেখানেই ফিরহাদ হাকিমের মুখে শোনা যায় অনুব্রত মণ্ডল এবং গরুপাচার প্রসঙ্গ। এখান থেকেই তিনি কেষ্টর পাশে দাঁড়ালেন। বীরভূমের সভা থেকে রবিবার দুপুরে ফিরহাদ বলেন, ‘আমাদের নেতাকে বিনা কারণে গরুপাচার মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।’ এদিন তিনি আরও বলেন, ‘উত্তরপ্রদেশ থেকে গরু আসে। চলে যায় বাংলাদেশে। সীমান্তে পাহাড়ায় থাকে কেন্দ্রের বিএসএফ। এখানে মাঝখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে জুড়লে কী করে হবে? গরুপাচারের টাকা যায় উত্তরপ্রদেশ আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে। আমাদের নেতাকে বিনা কারণে গরুপাচার মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।’ আগেও অনুব্রতর হয়ে সওয়াল করে বলেছিলেন, ‘অনুব্রত মণ্ডল বাঘ। ওঁকে চিরকাল খাঁচায় আটকে রাখা যাবে না।’ প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার বীরভূমের মাটিতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, এখানের এক নেতা গরুপাচারের জন্যই আজ তিহাড় জেলে বন্দি। এছাড়া ছিল শাসকদলকে আক্রমণ করে বহু কথা। এবার সেই বীরভূমের মাটিতে দাঁড়িয়ে গরুপাচারের জন্য পালটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শুধু তাই নয়, তিনি সরাসরি অনুব্রত মণ্ডলের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাকে মিথ্যে বদনাম দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি বলেন।

টানা চারদিন করোনা আক্রান্ত ১০ হাজারের বেশি, মে মাসে আরও বাড়বে সংক্রমণ

দাবি বিশেষজ্ঞদের

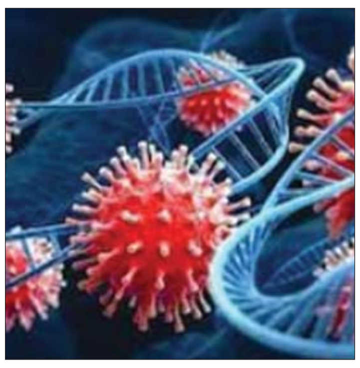

দুরন্ত বার্তা, নয়াদিল্লি, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ দেশের দৈনিক করোনা সংক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ কমছে না। রবিবার শনিবারের থেকে নামমাত্র কমেছে আক্রান্ত। তবুও সংখ্যাটা ১০ হাজারের উপরে। এই নিয়ে টানা চারদিন দেশের দৈনিক করোনা সংক্রমণ ১০ হাজারের উপরেই থাকল। এখানেই শেষ নয়, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগামী দিনে সংক্রমণ আরও বাড়বে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১০ হাজার ৯৩ জন। গতকাল এই সংখ্যাটা ছিল ১১ হাজারের সামান্য কম। একদিনে দৈনিক আক্রান্ত নামমাত্র কমেছে। তবে উদ্বেগজনক বিষয় হল, দেশের দৈনিক পজিটিভিটি রেট বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ৬.৭৮ শতাংশের কাছাকাছি। সাপ্তাহিক পজিটিভিটি রেটও বেড়ে ৪.৪৯ শতাংশ পেরিয়েছে। দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও প্রতিদিন একটু একটু করে বাড়ছে। বর্তমানে অ্যাকটিভ রোগীর সংখ্যা ৫৭ হাজার ৫৪২।গত ২৪ ঘণ্টায় মারণ ভাইরাস প্রাণ কেড়েছে মোট ১৯ জনের। ফলে দেশের মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫ লক্ষ ৩১ হাজার ১১৪। সুস্থতার হারও সামান্য হলেও নিম্নমুখী। বর্তমানে সুস্থতার হার ৯৮.৬৮ শতাংশ। কিছুদিন আগেই এই হার ৯৯ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। মহারাষ্ট্র এবং দিল্লির পরিসংখ্যান বেশ উদ্বেগজনক। স্রেফ দিল্লিতে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ১ হাজার ৩৯৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন। রাজধানীতে পজিটিভিটি রেট বেড়ে হয়েছে ৩১.৯ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পর্বে দেশে করোনা সংক্রমণ শীর্ষে উঠবে মে মাসেই। দৈনিক সংক্রমণ ৫০ হাজার থেকে ৬০ হাজারে পৌঁছে যেতে পারে। যদিও তাতে উদ্বেগের কারণ নেই। কারণ করোনার নতুন এই স্ট্রেন ততটা বিপজ্জনক নয়। এক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তিরও তেমন প্রয়োজন পড়ছে না।

বিভাস অধিকারীকে নিজাম প্যালেসে তলব সিবিআই-র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ এবার বিভাস অধিকারীকে তলব করল সিবিআই। গতকাল নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তল্লাশি চালিয়ে যে নথি উদ্ধার হয়েছে সেই সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই রবিবারই তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার তদন্তে শনিবার মোট ৬ জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে সিবিআই । কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তল্লাশি চালানো এই ছ’টি জায়গার মধ্যে চারটি জায়গাই বিভাসের বলে জানা গিয়েছে। সিবিআই সূত্রে খবর, গতকাল নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তল্লাশি চালিয়ে যে নথি উদ্ধার হয়েছে সেই সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই এ দিনের হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এর আগে ইডি তলব করেছিল বিভাস অধিকারীকে। তবে সিবিআই এই প্রথম তাঁকে ডেকে পাঠাল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা স্পষ্ট করছেন বিভাস অধিকারী অন্যতম মাস্টার মাইন্ড। কারণ ২০১২ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বেঙ্গল টিচার্স ট্রেনিং অ্যাসোসিয়েশনের মাথায় ছিলেন বিভাস। শুধু নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি নয়, বিএড, ডিএলএড, কলেজে অনুমোদন পাইয়েও দিতেন তিনি। সব মিলিয়ে বেশ কয়েক কোটি টাকা নিজের পকেটে পুরেছিলেন বিভাস এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

সিএএ নিয়ে স্পষ্ট আশ্বাস নেই, বঙ্গ বিজেপির ভেতরে ক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ লোকসভার প্রবাস কর্মসূচিতে কার্যত প্রতি মাসেই বাংলায় আসার কথা অমিত শাহর। সেরকমই ৮ ও ৯ মে আবার আসবেন। ওই সময় ২৫ বৈশাখ রয়েছে। আগের দিন কোনও একটি লোকসভা কেন্দ্রে জনসভা করবেন। তারপর ২৫ বৈশাখ ‘খোলা হাওয়া’ নামে গেরুয়া শিবিরে একটি সংগঠনের আয়োজনে রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। যেতে পারেন জোড়াসাঁকোতেও। অর্থাৎ, লোকসভা ভোটের আগে বাংলার সংস্কৃতি বাঙালির আবেগকে ফের বিজেপি যে হাতিয়ার করতে চাইছে শাহর আগামী সফরসূচিতে তা স্পষ্ট। পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে লড়তে হবে, বঙ্গ বিজেপিকে এই বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি অমিত শাহ রাজ্য নেতাদের বুঝিয়ে দিলেন, দিল্লির নজর লোকসভা ভোটেই। পাশাপাশি দলের ঘরোয়া বিবাদ মিটিয়ে একসঙ্গে যে চলতে হবে সেটাও কোর কমিটির নেতাদের নিয়ে বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়ে গেলেন শাহ। পাশাপাশি সিএএ নিয়েও রাজ্য নেতাদের কোনও সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দেননি বলে বৈঠক সূত্রে খবর। বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর জিজ্ঞেস করেছিলেন, সিএএ কবে হবে? শাহ শুধু বলেছেন, হবে। নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। সিএএর বলেই লোকসভায় মতুয়া ভোট পেয়েছিল তারা। কিন্তু সিএএ লাগু না হওয়ায় বিজেপিতে থাকা মতুয়াদের একাংশ প্রকাশ্যে সরবও হয়েছে। এবার শাহর মুখে সিএএ নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট আশ্বাস না শোনায় মতুয়াদের পাশাপাশি শান্তনু ঠাকুরও কার্যত হতাশ বলেই খবর।

দলের কোর কমিটির নেতাদের নিয়ে বৈঠকে লোকসভা ভোটে ৩৮ আসনের টার্গেট দিয়ে হিসাব কষে বুঝিয়েও দিয়েছেন, কেন তিনি ওই আসনগুলিকে নজর দিচ্ছেন। যদিও শাহর এই ৩৮ আসনের টার্গেটে (জনসভায় অবশ্য ৩৫টি বলেছেন) কার্যত বিনা মেঘে বজ্রপাত বঙ্গ বিজেপি নেতাদের কাছে। কারণ, এইমুহূর্তে সংগঠনের যা অবস্থা তাতে তো ২০১৮ সালের লোকসভা আসনই ধরে রাখা সম্ভব নয়। ক’দিন আগেও দলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা রিপোর্ট ছিল, এই মুহূর্তে লোকসভা ভোট হলে পাঁচ থেকে ছয়টি আসন আসতে পারে বঙ্গে পদ্মের ঝুলিতে। একুশের ভোটের পর থেকেই বিজেপির গ্রাফ নিম্নমুখী। লোকসভার টার্গেট পূরণ করার যে লক্ষ্যমাত্রা শাহ দিয়েছেন তা এইমুহূর্তে অসম্ভব। ফলে শাহর এই টার্গেট নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে দলের মধ্যে। শনিবার সকালে দিল্লি রওনা হওয়ার আগে শাহ ফের একপ্রস্থ বৈঠক করেন সুকান্ত শুভেন্দুদের নিয়ে। বৈঠকে বলেছেন, এক, দলের পুরনো নেতা কর্মীদের কাছে টানতে হবে। পুরনোদের কাজে লাগিয়ে তাঁদের মতামত নিতে হবে। দুই, দলের সকলকে নিয়ে চলতে হবে। ইস্যুভিত্তিক আঃে দালন চাই। তিন, ভোটারদের পরিবারের লোক হয়ে উঠুন। চার, দলের সাংসদ বিধায়ক ও সাংগঠনিক নেতারা সমন্বয় রেখে কাজ করুন। পাঁচ, সাংসদ বিধায়কদের আরও সক্রিয় হতে হবে, পাশের এলাকারও দায়িত্ব নিতে হবে। শাহ শুধু বলেছেন, দলের সক্রিয় কর্মী যাঁরা, তাদের পঞ্চায়েতে প্রার্থী তালিকায় অগ্রাধিকার দিতে হবে।

দেনায় জর্জ্জরিত পড়শি দেশ পাকিস্তান

ভিক্ষাবৃত্তি করার জন্য পাকিস্তানের জন্ম হয়নি ঃ পাক প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ টাকা চেয়েও পাচ্ছে না পাকিস্তান! ফলে আরও দেনার দায়ে ডুবে যাচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে শাহবাজ শরিফের সরকার। তবু টালবাহানা করে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সংগঠনটি। মিলছে না এমন পরিস্থিতিতে বিরক্ত পাক প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ভিক্ষাবৃত্তি করার জন্য পাকিস্তানের জন্ম হয়নি। তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির জন্য নিজের পূর্বসূরিদের দায়ী করেছেন শেহবাজ শরিফ। দেনায় জর্জ্জরিত পাকিস্তান। ঋণমুক্ত হতে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের দ্বারস্থ হয়েছে তারা। টাকা দিতে ইসলামাবাদের উপর শর্ত চাপিয়েছে আইএমএফ। পাকিস্তানের দাবি, শর্তপূরণ করা সত্ত্বেও বরাদ্দ দেয়নি তারা। এক অনুষ্ঠান থেকে বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন পাক

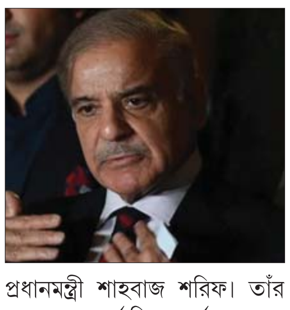

প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তাঁর কথায়, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের তরফে একটা ভাঙাচোরা চুক্তি পেয়েছি। সমস্ত শর্তপূরণ করার পরও টাকা দিচ্ছে না। আমাদের দেশ দেনার বোঝা টানতে তৈরি হয়নি। ভিক্ষা করার জন্যও তৈরি হয়নি। বিভিন্ন প্রজন্মে একাধিক ব্যক্তির আত্মত্যাগের ফসল পাকিস্তান। তাঁর গলায় হতাশার সুর স্পষ্ট।পাক সরকারের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে, মার্চ মাসে মুদ্রাস্ফিতী বৃদ্ধির হার ৩.৭২ শতাংশ। গত বছর এই সময় পাকিস্তানের গড় মুদ্রাস্ফিতীর হার ছিল ২৭.২৬ শতাংশ। যা দেখে ওয়াকিবহাল মহল বলছে, এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে খুব শীঘ্রই ভয়ানক মুদ্রাস্ফিতীর মুখে পড়বে সে দেশে। ইতিমধ্যে গ্রামাঞ্চলে খাবারের দামের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফিতীর হার বেড়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ। সুরা জাতীয় পানীয়র দাম বেড়েছে অন্তত ৪০ শতাংশ। তামাকজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে অন্তত ১৪০ শতাংশ।

বিদ্যুতে আর ভর্তুকি পাবেন না রাজধানী শহর দিল্লির ৪৬ লাখ পরিবার

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ বিদ্যুতে আর ভর্তুকি পাবেন না রাজধানী শহর দিল্লির ৪৬ লাখ পরিবার। গত শুক্রবার ১৪ এপ্রিল থেকে এই ভর্তুকির সুবিধা আর পাবেন না দিল্লিবাসী। দিল্লির বিদ্যুৎমন্ত্রী অতিসী গত শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন। রাজধানীর বাসিন্দাদের বিদ্যুত বিলে ভর্তুকি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে দিল্লির উপরাজ্যপালকে দায়ী করেছে আপ।এদিন আপের তরফে দাবি করা হয়েছে, ২০২৩-২৪ বছরের জন্য বিদ্যুতে ভর্তুকির মেয়াদ বা।ড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আপ সরকার। সেই ফাইল উপরাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনার কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উপরাজ্যপাল সেই ফাইলে সই করেননি। ফলে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছেন ৪৬ লাখ পরিবার।দিল্লির বিদ্যুমন্ত্রী অতিসী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ' থেকে আমরা ৪৬ লাখ মানুষকে যে ভর্তুকি দিচ্ছি তা বন্ধ হয়ে যাবে। সোমবার থেকে, মানুষ ভর্তুকি ছাড়াই বিল পাবেন।' তিনি আরও বলেন, ' সরকার আগামী বছরের জন্য ভর্তুকি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু সেই ফাইলটি দিল্লির উপরাজ্যপালের কাছে রয়েছে এবং সেই ফাইল এখনও ফেরত আসেনি।' প্রসঙ্গত আপ সরকার ২০২৩-২৪ সালের বাজেটে বিদ্যুতে ভর্তুকি বাবদ ৩২৫০ কোটি বরাদ্দ করেছে।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ১৬ এপ্রিলঃরবিবার সকাল থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় মহাসড়কে দুদিকে ছোট যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এদিকে, শ্রীনগর থেকে জম্মু যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র ভারী যানবাহনকে।শ্রীনগর-লেহ হাইওয়েও যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। মুঘল রোড বর্তমানে যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে। মুঘল রোড পরিস্কারের কাজ চলছে।কর্তারা বলছেন, শিগগিরই মুঘল রোডও যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

মণিপুরে ৩.৬ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্প

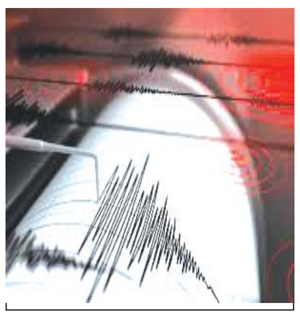

ইম্ফল, ১৬ এপ্রিল ঃ মণিপুরে ৩.৬ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ০৭ঃ২২টায় রাজ্যের নোনে জেলা ৩.৬ প্রাবল্যের ভূমিকম্প অনুভূত হলেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয় গোটা জেলা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায়। তবে ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস) একটি ফটো পোস্ট করে তাদের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেলে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে জানিয়েছে, আজ ১৬ এপ্রিল সকাল ০৭ঃ২২টায় মণিপুরের নোনে জেলা রিখটার স্কেলে ৩.৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎস্থল জেলার উত্তর-উত্তরপূর্বে ভূগর্ভের ১০ কিলোমিটার গভীরে ২৪.৯৪ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৬৯ দ্রাঘিমাংশে ছিল।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সাম্প্রতিককালে ঘন ঘন ভূমিকম্প হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি ৩.৬ প্রবল্যের ভূমিকম্পে কেঁপেছে মণিপুরের তামেংলং জেলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। অনুরূপভাবে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ৩.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলা। এছাড়া ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯-টা ২৬ মিনিট ২৯ সেকেন্ডে কেঁপে উঠেছিল শিলং সহ রাজ্যের পূর্ব খাসি পাহাড় জেলার বিভিন্ন এলাকা। ওই দিন সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্কেলে ৩.৯ ধরা পড়েছিল। এভাবে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮ ঘন্টার মধ্যে ৪.০ প্রাবল্যের দ্বিতীয় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল মধ্য আসমের হোজাই জেলা সদর এবং সিকিমের ইউকসোম শহর।

গৌহাটি হাইকোর্টের প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৬ এপ্রিলঃগৌহাটি হাইকোর্টের প্লাটিনাম জুবিলির সমাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত শুক্রবার গুয়াহাটির শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু, গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সন্দীপ মেহতা, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হৃষিকেশ রাই প্রমুখ বহুজন।প্লাটিনাম জুবিলির সমাপণ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেছেন গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সন্দীপ মেহতা। তাঁর ভাষণে দেশের বিচার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রিজিজু, অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা এবং অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বিচার ব্যবস্থার মানোন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করেন।গৌহাটি হাইকোর্টের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী সহ অন্য বিশিষ্টজনরা। এছাড়া ' কপ' নামে রাজ্য পুলিশের একটি মোবাইল ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনও চালু করেন প্রধানমন্ত্রী। এর মাধ্যমে যানবাহনের নিবন্ধন শনাক্ত করা যাবে। তাছাড়া যে কোনও এফআইআরও এর মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যাবে।

অন্য দলের কর্মীদের যোগদান করাতে সতর্কতা নিতে চায় বিজেপি

কলকাতা ১৬ এপ্রিল ঃ বঙ্গ বিজেপির সংগঠন বাড়াতে অন্য দলের কর্মীদের যোগদান করানো নিয়ে শনিবার রাজ্য বিজেপি-তে কর্মী-নেতাদের একাংশের মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা হয়। নবাগতদের দলে নেওয়া নিয়ে গত লোকসভা নির্বাচনে যথেষ্ঠ মাশুল দিতে হয়েছিল। এবার দল চাইছে যথেষ্ঠ সতর্কতা নিয়ে নবাগতদের নিতে। কিন্তু কিভাবে সেই সতর্কতা নেওয়া হবে, তা নিয়ে সকলে ধন্দে।পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দলের সংগঠনকে মজবুত করতে সংগঠন নিয়ে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও তা পূরণ করতে পারেনি বঙ্গ বিজেপি। বুথ গড়তে ব্যর্থতা। আর একুশের ভোটের পর থেকেই বিজেপির লেখচিত্র নিম্নমুখী। ফলে লোকসভার আগে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য কড়া বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।দলের অন্দরে অমিত শাহর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত সুনীল বনশল এবং মঙ্গল পাণ্ডে। এই দু'জনকেই বাংলার পর্যবেক্ষক করেছেন তিনি। জেলায় জেলায় ঘুরে পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন সুনীল ও মঙ্গল। বঙ্গ বিজেপির সংগঠনে কোথায় গলদ রয়েছে, তার রিপোর্ট শুক্রবার রাতে কোর কমিটির বৈঠকে শাহকে দেন এই দুই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক।এর পর দলের আন্দোলন-কর্মসূচি আরও বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন বৈঠকে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বৈঠকে পঞ্চায়েত ভোটে আধাসেনা দেওয়ার দাবি তোলেন। বিষয়টি কোর্টের বিচার্য বলে নস্যা করে দেন শাহ। তিনি শুভেন্দুদের পালটা বলেন, ' সাংগঠনিক শক্তির উপর ভরসা করুন। সংগঠন গড়ে তুলুন।'' জনসংযোগ বাড়াতে প্রত্যেককে প্রতিটা পরিবারের কাছে পৌঁছনোর বার্তাও দিয়েছেন শাহ।শুক্রবার রাতের বৈঠকে শাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সাংসদ-বিধায়ক ও দলীয় নেতৃত্ব সকলকে একসঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। লোকসভায় কীভাবে আসন বাড়ানো সম্ভব, তা হিসেব কষে বুঝিয়ে দেন। পাশাপাশি দলের সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে অন্য দলের কর্মীদেরও নিয়ে আসার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা আবার সিউড়িতে বীরভূমের জেলানেতাদের নিয়ে বৈঠকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।দলের নিচুতলার সংগঠন নিয়ে পাওয়া রিপোর্টে সন্তুষ্ট নন । বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগেই পঞ্চায়েত ভোট দরজায় কড়া নাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে বুথ সংগঠন নিয়ে যে রিপোর্ট জমা পড়েছে তাতে খুশি নন শাহ। গত শুক্রবার রাতে নিউটাউনের এক হোটেলে দলের কোর কমিটির সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠকে এমনটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।তিনি স্পষ্ট করে রাজ্যনেতাদের বলে দিয়েছেন, খাতায়-কলমে নয়, বাস্তবে সংগঠন গড়ে দেখাতে হবে। ২০১৯'এর লোকসভা ভোটে যে সাফল্য এসেছিল সেই ভোটব্যাংক ধরে রাখতে হবে। বামেরা যেন কোনওভাবেই ' না পায় তা দেখতে হবে। পাশাপাশি বলেছেন, পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে বুথ তৈরি করলে তার লাভ লোকসভা ভোটে পাওয়া যাবে। তাই বুথ শক্তিঃশালী না করলে সাফল্য আসবে না। একইসঙ্গে বলে দিয়েছেন, নিজেদের জোরে লড়তে হবে। সব ক্ষেত্রে দিল্লির উপর ভরসা করলে হবে না।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হন তাহলে এই পৃথিবীতে সৎ কেউ নেই ঃআপ প্রধান

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিলঃদিল্লি আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সমন পাঠিয়েছে সিবিআই। কিন্তু, নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন কেজরিওয়াল। তাঁর মতে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হন তাহলে এই পৃথিবীতে স কেউ নেই। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, রবিবারই সিবিআই দফতরে যাবেন ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হবেন।শনিবার ভিডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেমন, তাঁরা (সিবিআই) আমাকে ডেকেছে এবং আমি অবশ্যই যাব। অরবিন্দ কেজরিওয়াল যদি দুর্নীতিপরাযণ হন তাহলে এই পৃথিবীতে স কেউ নেই... বিজেপি যদি সিবিআইকে আমাকে গ্রেফতার করার জন্য নির্দেশ দেয়, তাহলে সিবিআই অবশ্যই তাঁদের (বিজেপি) নির্দেশ মেনে চলবে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, ১৪টি ফোন নষ্ট করায় অভিযুক্তঃ মণীশ সিসোদিয়া। এখন ইডি বলছে, ৪টি ফোন তাঁদের কাছে রয়েছে এবং সিবিআই বলছে একটি ফোন তাঁদের কাছে আছে, যদি তিনি সেই ফোনগুলি নষ্ট করে থাকেন তাহলে তাঁরা (সিবিআই এবং ইডি) সেই ফোনগুলি কীভাবে পেল। এ সব সংস্থা আদালতে মিথ্যা কথা বলছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্ব ও ডাবল ইঞ্জিন সরকার নিয়ে খুশি কর্ণাটকঃবি ওয়াই বিজয়েন্দ্র

বেঙ্গালুরু, ১৬এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্ব ও ডাবল ইঞ্জিন সরকার নিয়ে খুশি কর্ণাটক। মন্তব্য করলেন কর্ণাটকের শিকারিপুরা আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী বি ওয়াই বিজয়েন্দ্র। বিজয়েন্দ্র হলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ বিজেপি নেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পার ছেলে।শুক্রবার তিনি বলেছেন, বি এস ইয়েদুরাপ্পা কখনোই তাঁর ছেলেদের জন্য টিকিট চাননি। টিকিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত দলের হাইকমান্ডের। তিনি চান পরিবারের সদস্যরা নিজেরাই বেড়ে উঠুক। ইয়েদুরাপ্পার ছেলে হওয়ার কারণে আমার বিলাসিতা নেই।বি ওয়াই বিজয়েন্দ্র আরও বলেছেন, বি এস ইয়েদুরাপ্পা এবং অন্যান্য সিনিয়র নেতাদের কারণে এখন বিজেপি কর্ণাটকের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্ব এবং ডাবল ইঞ্জিন সরকার নিয়ে খুশি কর্ণাটক।

নববর্ষ নানা দেশে সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদন,১৬এপ্রিলঃদেখা যাক পয়লা বৈশাখে কোথায় কোথায় নববর্ষ? বাংলা, এবং বাংলার প্রতিবেশী দেশ- মায়ানমার, তার প্রতিবেশী থাইল্যান্ড, তস্য প্রতিবেশী লাওস ও কাম্বোডিয়া, এছাড়াও- শ্রীলঙ্কা, তামিলনাড়ু, কেরালা, পাঞ্জাব, এবং বাঙালির প্রতিবেশীরা- আসাম, উড়িষ্যা, নেপাল, মিথিলা - এদের সবার নববর্ষ পয়লা বৈশাখ।লক্ষণীয় হল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যে দেশগুলোতে পয়লা বৈশাখে নববর্ষ- মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কাম্বোডিয়া, শ্রীলঙ্কা- এরা সবাই থেরবাদী বৌদ্ধ প্রধান দেশ। থেরবাদী বৌদ্ধ প্রধান দেশের সবকটিতেই পয়লা বৈশাখে নববর্ষ। এর সাথে বৈশাখী পূর্ণিমা- অর্থা বুদ্ধের জন্ম ও নির্বাণের দিনের সাথে কোনো যোগ আছে কিনা জানা নেই। তিব্বত, মঙ্গোলিয়া বা ভূটান- যেখানে বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম প্রধান- সেখানে পয়লা বৈশাখে নববর্ষ নয়। মহাযানীরা যেসব দেশে বড় সংখ্যায় আছে- চীন, কোরিযা, জাপান, ভিয়েতনাম সেসব দেশেও নয়।বুদ্ধের জন্ম ও নির্বাণের দিনের সাথে যোগ থাকতে পারে, না ও পারে, বরং একটি ব্রাহ্মণ্য যোগ আছে। বরাহমিহির রচিত সূর্য সিদ্ধান্ত। এটি মায়ানমার, থাইল্যান্ড এইসব দেশের ক্যালেন্ডারের ভিত্তি। বাংলার ক্যালেন্ডারেরও। অশোকের সময় বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে এবং পরবর্তীকালে বাণিজ্যযাত্রীদের আর পল্লব রাজাদের মাধ্যমে হিন্দু সংস্কৃতির প্রসার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় হয়। স্থানীয় হিন্দুরাজ্যও ওদিকে গড়ে ওঠে- যেমন ফুনান এবং শ্রীবিজয় রাজ্য।মায়ানমারের প্যু নগর - রাজ্যগুলিতে প্রথম শতকে শক ক্যালেন্ডারের ব্যবহার শুরু হয়। তবে তার আগে প্যু নগর- রাজ্যগুলিতে একটা বৌদ্ধ বর্ষপঞ্জী ব্যবহার হত বলে শোনা যায়, যার প্রবর্তক ছিলেন বুদ্ধের মাতামহ অঞ্জন। সপ্তম শতকে শ্রীক্ষেত্র সাম্রাজ্য প্রথম বার্মিজ ক্যালেন্ডারের প্রচলন করে- সেটিও ভারতীয় ক্যালেন্ডারের প্রভাবে। থুরিয় থিদ্দান্ত (সংস্কৃত জ্যোতিষগ্রন্থ সূর্যসিদ্ধান্তর বর্মী অনুবাদ) ছিল এই ক্যালেন্ডারের ভিত্তি। একাদশ শতকে পাগান বা বাগান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুরো মায়ানমারে এই ক্যালেন্ডার প্রসারিত হয়। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরী হলেও মূলতঃ বৌদ্ধদের মাধ্যমে এই ক্যালেন্ডারের প্রসার মায়ানমারে হয়। তবে বাগান সাম্রাজ্য ব্রাহ্মণদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করত যার উদাহরণ হল বাগানের একাদশ শতকের বিষ্ণু মন্দির।আমরা বলি সংক্রান্তি লাওস ও থাইল্যান্ডে বলে সংক্রান। থাইল্যান্ডের রাজারা হিন্দু ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীদের রাখতেন পঞ্জিকা সংক্রান্ত গণনার জন্য। তার ফলে থাইল্যান্ডের থেরবাদী বৌদ্ধ রাজাদের নাম হত রাম আর রাজধানী ছিল অযোধ্যা (অপভ্রংশে অযুথযা)। এই জ্যোতিষীদের ভূমিকা থাকতে পারে সূর্যসিদ্ধান্তকে থাইল্যান্ডে জনপ্রিয় করার পিছনে। এই হিন্দু ব্রাহ্মণরা চতুর্দশ শতক থেকে থাইল্যান্ডে আছে। সংখ্যায় কম, এখন ধর্মে বৌদ্ধ, তবে এখনও রাজকীয় অনুষ্ঠানে এরা পৌরোহিত্য করে। থাই সিনেমা বা সিরিয়ালের মহরতেও এরা পৌরোহিত্য করে। থাই ব্রাহ্মণ দুরকম হয়- ব্রাহ্ম লুয়াং (রাজকীয় ব্রাহ্মণ), ব্রাহ্ম চাও বান (লৌকিক ব্রাহ্মণ)। প্রথম দলটির মূল সম্ভবত তামিলনাডুতে।দক্ষিণ ভারতে তামিলনাডু, কেরালাতেও পয়লা বৈশাখ নববর্ষ। কিন্তু দক্ষিণ ভারতেই অন্ধ্র-তেলঙ্গনা-কর্ণাটকে এবং মহারাষ্ট্রে, সিন্ধীদের মধ্যে ও কাশ্মীরে গুড়ি পড়বার দিন নববর্ষ হয়- মার্চের শেষদিকে বা এপ্রিলের শুরুতে। অন্ধ্র-তেলেঙ্গনা-কর্ণাটকে এই উৎসবের নাম উগাদি বা যুগাদি, কাশ্মীরে নওরুজ আর সিন্ধীদের মধ্যে চেতিচাঁদ। এটা কিন্তু চান্দ্রসৌর বা লুনিসোলার নববর্ষ। অন্য হিন্দু উৎসবের মত এদের নববর্ষের তারিখ গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারে পরিবর্তনশীল। ৩৫৪-৩৫৪-৩৮৪ দিনের সাইকেল হয়। মণিপুর এবং ইন্দোনেশিয়ার বালিদ্বীপেও একই দিনে নববর্ষ। এছাড়া বেশীরভাগ হিন্দীভাষী রাজ্যেও এদিন নববর্ষ, তবে এটি গৌণ উৎসব, বরং এই দিনকে চৈত্র নবরাত্রের প্রথমদিন হিসাবে তারা উদযাপন করে।অর্থা হিন্দুদের নববর্ষ কোথাও চান্দ্রসৌর সম্ব অনুযায়ী, কোথাও সৌর সম্ব অনুসারে। এবার চার রকমের বছরের কথা-১) প্রকৃত সৌরবর্ষ (tropical year)- যেটির দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৯ মিনিট (এটি সঠিক সৌরবর্ষ- সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর একপাক ঘোরার সময়, বা একই সূর্যোদয়ের স্থানে সূর্যের ফিরে আসার সময়। উদাহরণ- গ্রেগরিয়ান বর্ষ)২) নাক্ষত্র-সৌরবর্ষ (ṇidereal year)- যেটির দৈর্ঘ ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ৯ মিনিট (এটি সূর্যের মেষরাশি থেকে মেষরাশিতে ফিরে আসার সময়- উদাহরণ- বাংলা ক্যালেন্ডার। এই কুড়ি মিনিটের পার্থক্য হয় পৃথিবীর তৃতীয় গতি বা অয়নচলনের জন্য। হিন্দু জ্যোতিষে সৌরবর্ষ বলতে নাক্ষত্র-সৌরবর্ষই বোঝায়। যদিও ঐ কুড়ি মিনিটের পার্থক্যটা হিন্দু জ্যোতিষে অজানা ছিল না।)৩) চান্দ্রবর্ষ (lunar year)- ১২টি চান্দ্রমাস মিলে যে বছর। এর দৈর্ঘ মোটামুটি ৩৫৪ দিন। উদাহরণ হিজরি সম্ব।৪) চান্দ্রসৌরবর্ষ (lunisolar year)- কখনও ১২টি চান্দ্রমাস মিলে, কখনও বা ১৩টি চান্দ্রমাস মিলে এই বছর। ১৩ নম্বর মাসটিকে মলমাস বলে। চান্দ্রসৌরবর্ষর দৈর্ঘ্য ৩৫৪ বা ৩৮৪ দিন হয়। হিন্দু উৎসবগুলি এই সম্বত অনুযায়ী হয়। এইজন্য দুর্গাপুজো পরপর দুবছর ১১ দিন করে এগিয়ে আবার মাসখানেক পিছিয়ে আসে। মারাঠি নববর্ষ গুড়ি পড়বা এই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হয়, তাই দুর্গাপুজোর মত তারিখ বদলায়। ইহুদী ক্যালেন্ডারও চান্দ সৌরবর্ষ।নাক্ষত্র-সৌরবর্ষ আর প্রকৃত সৌরবর্ষর যে ২০ মিনিটের ফারাক, সেটা ৭২ বছরে ১ দিনের পার্থক্যে পরিণত হয়। অর্থাৎ বাঙালির পয়লা বৈশাখ বা থাইল্যান্ডের সংক্রান ১৬০০ সালে হত ৯ই এপ্রিল নাগাদ। তৃতীয় শতকে এটি হত বসন্তবিষুবের সময়- ২১ মার্চ নাগাদ- যেদিন দিন-রাতের দৈর্ঘ সমান হয়। মোটামুটি ওরকম সময়েই গ্রীস ও রোমের জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুসরণে ভারতে জ্যোতিষশাস্ত্র লেখার শুরু হয়- পৌলিষসিদ্ধান্ত ও রোমকসিদ্ধান্ত। প্রথম বইটি গ্রীক ও দ্বিতীয়টি রোমান (আসলে বাইজান্টাইন) জ্যোতিষ নিয়ে লেখা। এবং ভারতে নিজস্ব জ্যোতিষশাস্ত্রের রচনাও তৃতীয় শতকের আশেপাশে শুরু হয়েছিল। মোটামুটি ২০০০ বছর পর আমরা ১৫ই মে নাগাদ পয়লা বৈশাখ করব।পয়লা বৈশাখ একসময়ে বসন্তবিষুবের দিনে বা আশেপাশে হত। তাই কেরলে পয়লা বৈশাখকে বলা হয় বিষু। কৃষির সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই একটা গভীর যোগাযোগ পয়লা বৈশাখের ছিল। গুড়ি পড়বাও কৃষির সাথে গভীরভাবে যুক্ত এবং সমযটা বসন্তবিষুবের আশেপাশেই। তবে কেন কিছু ভারতীয় জাতি সৌর নববর্ষ বেছে নিল আর কিছু জাতি চান্দ্রসৌর নববর্ষ সেটা জানা নেই।মজার ব্যাপার তামিল ও বাঙালিরা একই দিনে নববর্ষ করলেও পয়লা বৈশাখের দিন ওদের পয়লা চৈত্র। তবে থাই এবং কম্বোডীয় ক্যালেন্ডারে এই দিন বিসাখ বা পিসাক মাসেরই শুরু হয।সবশেষে একনজরে দেখে নিই কাদের কবে নববর্ষ-১) পয়লা বৈশাখ (সৌরবর্ষ)- বাংলা, আসাম, ওড়িশা, মিথিলা, নেপাল, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, কেরল, কর্ণাটকের তুলু জাতি, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কাম্বোডিয়া, শ্রীলঙ্কা।২) গুড়ি পড়বা (চান্দ্রসৌরবর্ষ) মহারাষ্ট্র, কোংকণ, সিন্ধ, অন্ধ্র-তেলঙ্গনা, কর্ণাটক, কাশ্মীর, মণিপুর, বালি। এছাড়া অধিকাংশ হিন্দীভাষী রাজ্যে এটি গৌণ উসব।অন্য কয়েকটি ছোট আকারের নববর্ষ হল-৩) দীপাবলী (চান্দ্রসৌরবর্ষ) গুজরাত।৪) গুরু নানক জয়ন্তী অর্থা রাসপূর্ণিমা (চান্দ্রসৌরবর্ষ)ঃ শিখদের একাংশ।৫) মকরসংক্রান্তির পরদিন- ১লা মাঘ (সৌরবর্ষ)ঃবাংলা ও ঝাড়খণ্ডের কুডুমি জাতি এবং তামিলদের একাংশ।পয়লা বৈশাখ এমন একটা দিন যেদিন একজন থাইল্যান্ডের বৌদ্ধ, পাঞ্জাবের শিখ, বাংলাদেশের মুসলিম, তামিলনাড়ুর হিন্দু অনেকেই নূতন বছরের আহ্বান জানাচ্ছেন।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক

দেহরাদুন, ১৬ এপ্রিলঃ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে রবিবার দ্বিতীয় দিনে তরুণদের পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করার মতো অনেক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে।রবিবার দুন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকের শেষ দিনে আরএসএস সহ সরকার্যবাহ মুকুন্দ আরসি বিশেষভাবে অংশ নিচ্ছেন। বৈঠকে যোগ দিতে উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতও পৌঁছবেন। এই বৈঠকে আগামী বছরগুলোতে পরিবেশ রক্ষার মতো বিষয়ে তরুণদের যুক্ত করার কথা ভাবা হবে। দেশের সংবেদনশীল বিষয়ের সঙ্গে স্কুল-কলেজের তরুণদের যুক্ত করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। দুই দিনব্যাপী এই কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পাস হবে। সন্ধ্যায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শেষ হবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জাতীয় সভাপতি ডঃ রাজশরণ শাহী, জাতীয় সাধারণ সম্পাদক যাজ্ঞবল্ক্য শুক্লা, জাতীয় সংগঠন মন্ত্রী আশীষ চৌহান, ডাঃ রমাকান্ত শ্রীবাস্তব, অজয় মোহন সেমওয়াল, ঋষভ রাওয়াত, হানি সিসোদিয়া, বিকাশ তমতা প্রমুখ।

মাফিয়া আতিক কি বিরোধীদের কোনো গোপন কথা ফাঁস করতেনঃগিরিরাজ

ভুবনেশ্বর, ১৬ এপ্রিলঃ মাফিয়া আতিক আহমেদ কি বিরোধীদের (সমাজবাদী পার্টি) কোনও গোপন কথা ফাঁস করার কথা ছিল, সে কারণেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। রবিবার এই প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিং।ভুবনেশ্বরে আতিক সম্পর্কিত প্রশ্নে গিরিরাজ সাংবাদিকদের বলেন, আতিক উত্তরপ্রদেশে বিরোধীদের অর্থা সমাজবাদী পার্টির কোনও গোপন কথা প্রকাশ করতে চলেছেন কিনা। কেন এবং কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা এখন তদন্তাধীন। তিনি বলেন, পুরো বিষযটির দুটি দিক রয়েছে, একটি আপনি যা উত্থাপন করছেন এবং অন্য দিকটি তদন্তে জানা যাবে।

লক্ষ্মণ সাভাদি বড় ভুল করেছেন, পরে অনুশোচনা হবে তাঁরঃঅরুণ সিং

বেঙ্গালুরু, ১৬ এপ্রিল ঃ প্রাক্তন বিজেপি নেতা ও কর্ণাটকের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মণ সাভাদি কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় ''বড়'' মন্তব্য করলেন কর্ণাটকে বিজেপির ভারপ্রাপ্ত নেতা অরুণ সিং। তিনি বলেছেন, লক্ষ্মণ সাভাদি বড় ভুল করেছেন, পরে অনুশোচনা হবে তাঁর। প্রসঙ্গত, শুক্রবারই কংগ্রেসের যোগ দিয়েছেন লক্ষ্মণ।এ বিষয়ে কর্ণাটকে বিজেপির ভারপ্রাপ্ত নেতা অরুণ সিং বলেছেন, নির্বাচনে হারা সত্ত্বেও বিজেপি তাকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং তারপরে বিধান পরিষদের সদস্য করেছে, তার পরেও, তিনি এমন একটি দলে (কংগ্রেস) যাচ্ছেন যেখানে নেতারা দু''টি দলে বিভক্ত। তিনি একটি বড় ভুল করেছেন এবং পরে অনুশোচনা করবেন।

কেজরিওয়ালকে বিঁধলেন অনুরাগ ঠাকুর, রাহুল গান্ধীকেও তীব্র সমালোচনা

উনা, ১৬ এপ্রিল ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। কেজরিওয়ালের পাশাপাশি কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করেছেন অনুরাগ। গত শনিবার অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যাঁরা আন্দোলনের কথা বলতেন, তাঁদেরই দুর্নীতির কবলে পড়তে দেখা যাচ্ছে, ৭৫ বছরে এই প্রথম এমনটা হয়েছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মন্ত্রীরা জেলে গিয়েছেন। তদন্তকারী সংস্থাগুলি নিজেদের কাজ করছে। উল্লেখ্য, দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় কেজরিওয়ালকে সমন পাঠিয়েছে সিবিআই।এদিকে, কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করেছেন অনুরাগ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, রাহুল গান্ধী ২০১৮ সালে আদালতে লিখিতভাবে ক্ষমা চেয়েছিলেন। আর এখন তাঁরা বলছেন 'গান্ধী ক্ষমা চান না। উল্লেখ্য, এদিন হিমাচল প্রদেশের উনা-তে একটি বিশাল চক্ষু পরীক্ষা শিবির সফলভাবে আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অনুরাগ সিং ঠাকুর।

ডিএ নিয়ে সোমবার মুখ্যসচিব এবং অর্থসচিবের সঙ্গে আলোচনা

কলকাতা ১৬ এপ্রিল ঃ সরকারি কর্মীদের ডিএ নিয়ে সোমবার রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং অর্থসচিবের উপস্থিতিতে আলোচনায় বসবেন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারী সংগঠনের তিন সদস্য।হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, ১৭ এপ্রিল কর্মচারী সংগঠনের তিন সদস্যের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে রাজ্যকে। সেই আলোচনার আগেই রাজধানীতে গিয়ে ডিএ-র দাবিতে সরব হয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ।গত সপ্তাহের ১০-১১ এপ্রিল দিল্লির যন্তর মন্তরে ধর্না কর্মসূচি পালন করে এসেছেন যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের প্রায় ৫০০ জন সদস্য। রাজধানীতে তাঁদের ওই ধর্না কর্মসূচিকে ভাল চোখে দেখেনি রাজ্য সরকার। কারণ আন্দোলনকারীরা নিজেদের দাবি আদায়ে ধর্নার পাশাপাশি উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর ও কেঃদ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির কাছে স্মারকলিপিও জমা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে ডিএ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি কর্মীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারকে আলোচনায় বসার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট।১৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় বাজেট বক্তৃতায় ৩ শতাংশ ডিএ-র ঘোষণা করেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো একটি চিরকুট পড়ে বাজেট বক্তৃতার একেবারে শেষে ওই ঘোষণা করেছিলেন তিনি। এর পর গত ১ মার্চ নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ডিএ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে রাজ্য। কিন্তু তাতেও কেন্দ্রীয় হারে ডিএর দাবিতে সরব থেকেছে সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নগুলি। কখনও কর্মবিরতি, কখনও প্রশাসনিক ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন তাঁরা।

কর্ণাটকে তৃতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস, টিকিট পেয়েছেন লক্ষ্মণ সাভাদি

বেঙ্গালুরু, ১৬ এপ্রিল ঃ কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তৃতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস। তৃতীয় প্রার্থী তালিকায় নাম রয়েছে মোট ৪৩ জন প্রার্থীর। টিকিট পেয়েছেন লক্ষ্মণ সাভাদি প্রাক্তন বিজেপি নেতা ও কর্ণাটকের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মণ সাভাদি। গত শুক্রবারই কংগ্রেসের যোগ দিয়েছিলেন লক্ষ্মণ, আর গত শনিবার ভোটে ল।ার টিকিট পেয়ে গেলেন তিনি।গত শনিবার কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় প্রার্থী তালিকায় মোট ৪৩ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মণ সাভাদি আথানি আসন থেকে টিকিট পেয়েছেন। কোলার আসন কোথুর জি মঞ্জুনাথকে টিকিট দেওয়া হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৭এপ্রিলঃসোমবার, ৩ বৈশাখ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৭এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৩ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩ বৈশাখ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ৩ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিস্কার আকাশ ।বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৪০.০২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮১শতকরা এবং ৩৩শতকরা। বৃষ্টি হয়নি রবিবার । জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ২৪মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা - ৫৫মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ আপনার দীর্ঘায়িত অসুস্থতার সাথে লড়াই করার সময় উপলব্ধি করুন যে আত্ম বিশ্বাসই হল বীরত্বের সারবত্তা।
বৃষভ রাশিঃ আপনার উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেতে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিন্দা হবে
মিথুন রাশিঃআপনার সন্দেহ প্রকৃতি আপনাকে পরাজয়ের মুখ দেখাতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যা আজই সমাধান হতে পারে এবং আপনি আর্থিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন।
কর্কট রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ
সিংহ রাশিঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার ।
কন্যা রাশিঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। বিবাহের যোগ হবেই।
তুলা রাশিঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন।শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃসংসারে শান্তি। শুভ দিন হতে পারে আজকে দিনে।
ধনু রাশিঃমানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছু দান এবং দাতব্য কাজে নিয়োজিত করুন।শুভ
মকর রাশিঃআপনার নিজের যত্ন নেওয়ার আকাঙ্খায় অন্যদের প্রয়োজন হস্তক্ষেপ করবে- না।
কুম্ভ রাশিঃজীবনের ব্যাপারে উদার মানসিকতা তৈরী করুন। আপনার বর্তমান অবস্থা নিয়ে অভিযোগ করে বা মন খারাপ করে লাভ নেই। এরফলে দৈনন্দিন জীবনের সুগন্ধ নষ্ট হয়ে যায় এবং জীবনে বেঁচে থাকার আশাকেও নষ্ট করে দেয়। কাজের যোগ আছে আজ
মীন রাশিঃআপনার কম জীবনীশক্তিঃ সিস্টেমের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিষের মত কাজ করবে। নিজের কিছু সৃষ্টিশীল কাজে নিয়োজিত রাখা এবং এই রোগের

জগাছার রাস্তা উদ্বোধন ঘিরে বিতর্ক অব্যাহত,অপমানিত বোধ করেছেন সাংবাদিক বৈঠকে মন্তব্য মনোজ তিওয়ারির

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ এপ্রিল ঃ হাওড়ার জগাছার রাস্তা উদ্বোধন ঘিরে বিতর্ক অব্যাহত। বিধায়ক হিসেবে তাঁকে না ডাকায় তিনি অপমানিত বোধ করেছেন সাংবাদিক বৈঠকে মন্তব্য মনোজ তিওয়ারির। নিজের বিধানসভা কেন্দ্র শিবপুরে তাঁকে না জানিয়েই পুর প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারপার্সনের রাস্তা উদ্বোধন করার ঘটনায় যথেষ্টই অপমানিত বোধ করছেন তিনি। সাংবাদিকদের নিজেই জানালেন বিধাযক মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। এনিয়ে শনিবার রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী তথা হাওড়ার শিবপুর কেন্দ্রের বিধায়ক মনোজ তেওয়ারি এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের লালবাবা ক্লাবের কাছে একটা রাস্তা তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল পুরসভার কাছে। সেই রাস্তা তৈরি হচ্ছেও। এখনও পর্যন্ত এই রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্ত, শুক্রবার আমি খবর পাই একটা লোক যিনি এলাকার বাসিন্দাই নন, এমনকি সেখানকার কোনও নেতৃত্বও নন, উনি আমাদের কাউকে না জানিয়েই ওই রাস্তা পুর প্রশাসককে দিয়ে উদ্বোধন করবে। এই খবর পাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে পুর প্রধানকে বিষয়টি জানাই। বিধায়ক হিসেবে আমাকেও কিছু জানানো হয়নি। শনিবার আবার খবর আসে উনি প্রায় ১০০ জন মানুষকে নিয়ে সেখানে পৌঁছান।

সেই লোকেরা আবার অন্য বিধানসভা এলাকা থেকে এসেছিল। খবর পাই পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী ওই অসম্পূর্ণ রাস্তা ওখানে গিয়ে উদ্বোধন করে দিয়েছেন। এই খবর জানার পর কষ্ট হয়েছে। আমি অপমানিত বোধ করেছি। আশা করছি এই সমস্যার সমাধান হবে। অনেক কথা শুনেছি। সেখানে যাব। দেখি কে কি করে। আমার বিধানসভা এলাকায় যা সমস্যা সেই সমস্যা আমি সমাধান করি। এলাকার মানুষদের সমস্ত উন্নয়নের কাজ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এরপরেও যদি এমন ঘটনা হয় তাহলে খারাপ লাগে। ৯৫ শতাংশ নেতৃত্ব আমাদের সঙ্গে আছেন। কিছু আছেন তাঁরা এই বদমায়েশি করছেন। মনে হয় আমাদের দল খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেবে। বিষয়টি দলের নেতৃত্বকেও জানিয়েছি। ফ্লেক্স ছেঁড়া হয়েছে বলে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে এটা মিথ্যা কথা। আর যে বলেছে সে মিথ্যাবাদী লোক। একটাও ফ্লেক্স কেউ ছেঁড়েনি। নামিয়ে নিয়েছে। পুরনিগমের বোর্ড না থাকলেও রাস্তা উদ্বোধন করতে পারে। কিন্ত তা একটা নিয়ম মেনে তো উদ্বোধন করতে হবে। এই রাস্তার প্রস্তাব আমার কাছ থেকেই গিয়েছে। তাছাড়া যাঁদের সেখানে নিয়ে গিয়েছিল তাঁরা এই এলাকার লোকই নয়। ওনাদের দায়িত্ব ছিল আমাকে জানানো। প্রসঙ্গত, জগাছার ধাড়সা গভর্মেন্ট কলোনি এলাকায় একটি পুরানো রাস্তা নতুন করে সংস্কার করা হয় হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে। শুক্রবার বিকেলে রাস্তাটির উদ্বোধন করার কথা ছিল পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারম্যান পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তীর। অভিযোগ, এলাকার কিছু মানুষ প্রথমে তাতে বাধা দেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কয়েকজনকে ধাক্কাধাক্কি করা হয় বলেও অভিযোগ। আরও অভিযোগ ছিঁড়ে দেওয়া হয় ব্যানার। বন্ধ করে দেওয়া হয় মাইক। ওইদিন উদ্বোধন না করেই ফিরে যান পুর প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ার পার্সন। তবে ওই অঞ্চলের কিছু মানুষের অভিযোগ তাদেরকে অন্ধকারে রেখে শুক্রবার রাস্তার উদ্বোধন করা হচ্ছিল। বিধায়ককেও জানানো হয়নি রাস্তা উদ্বোধনের কথা। তাই তারা প্রথমে ওই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে, শুক্রবার ফিরে গেলেও শনিবার সকালে ওই রাস্তা উদ্বোধন করেন ডা সুজয় চক্রবর্তী। সুজয়বাবু জানান, কিছু দুস্কৃতি তাদের অনুষ্ঠানে বাধা দিয়েছিল। সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে ভেবেই উন্নয়নের স্বার্থে রাস্তা তৈরি করেছে পুরসভা।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও বিহারের সংখ্যালঘু ভাইদের নিয়ে দাওয়াতএ-ইফতার পার্টি

দুরন্তবার্তা,ড়া,৬প্রিলরাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও বিহার থেকে আগত

পরিযায়ী সংখ্যালঘু ভাইদের নিয়ে দাওয়াত এ ইফতার পার্টির আয়োজন করা হলো হাওড়ায়। পরিযায়ী সংখ্যালঘু শ্রমিক ভাইদের নিয়ে ওই অভিনব ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার চারাবাগান নেতাজী সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ওই ইফতার পার্টি। যেখানে প্রায় ২৫ জন সংখ্যালঘু ভাই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সংঘের মহিলা সদস্যরা এবং অন্যান্য সদস্যরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সংঘের সম্পাদক তৃণমূল নেতা পিংটু মন্ডল জানান, প্রায় ২৫৩০ বছর ধরে ইসলাম, আসলাম, আসফাক এবং চাচা ক্লাবের সাথে পুরোপুরি জড়িত। ক্লাবের দূর্গাপুজো, কালীপুজো এবং অন্যান্য সব অনুষ্ঠানে ওরা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই প্রথমবার সংখ্যালঘু ভাইদের জন্য এই অনুষ্ঠান করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। চেষ্টা করব আগামী দিনে আরও বড়ো করে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে। এই বাংলা শান্তির বাংলা। এই বাংলা সম্প্রীতির বাংলা। এখানে এই ধরনের অনুষ্ঠান যত হবে ততোই সম্প্রীতির বন্ধন আরও মজবুত হবে।

এবার বারোয়ারি দুর্গাপুজোয় শোনা যাবে মুখ্যমন্ত্রীর 'শুভনন্দন'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ বাঙালির জীবনে নতুন শব্দবন্ধ 'শুভনন্দন'। শব্দবন্ধটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পয়লা বৈশাখের উপহার। চমকের সঙ্গে তাকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে গ্রহণ করতে শুরু করেছেন মানুষ। সেই শব্দবন্ধকেই তাদের অভিধানে জুড়ে নিয়ে 'শুভনন্দন' শপথ নিল উত্তর কলকাতার গৌরীবেড়িয়া সর্বজনীন পুজো কমিটি। পুজো দেখতে এবার থেকে সেখানে পা রাখলেই শোনা যাবে শুভনন্দন! উত্তর কলকাতার গৌরীবেড়িয়া সর্বজনীন পুজো কমিটি পুজোর যাবতীয় কাজ শুরু করে দিল। যেমন তেমনভাবে নয়, একেবারে সমাজের বিশিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা সেরে এই শুভনন্দন শপথ নিয়েছে তারা। সকলকে সেটি ব্যবহারের অনুরোধ করে নোটিসও দিয়েছে ক্লাব। সেই শপথবাক্য এদিন পুজো কমিটির সদস্যদের পাঠ করিয়েছেন শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য ড. জয়ন্ত কুশারি। গোটা বিষয়টির শাস্ত্র উপদেষ্টা বিশিষ্ট অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। পরপর দু'টি কর্মসূচিতে এই নতুন শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন মুখ্যমন্ত্রী। পয়লা বৈশাখ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যার ব্যবহার একপ্রকার শুরু হয়ে গিয়েছে। বাঙালিয়ানার, বাঙালি জাত্যাভিমানে নতুন সংযোজন, নতুন সম্পদ এই শব্দ। যার ব্যবহারকে স্বাগত জানিয়েছেন দুই বিশেষজ্ঞই। দু'জনেই তাঁরা একমত এর ব্যবহার নিয়ে।

উলুবেড়িয়ার আলী পোতার মাঠে এবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়, উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, বাগনানের বিধায়ক অরুনাভ সেন, উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ডা,নির্মল মাজী, হাওড়া জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, সাঁকরাইলের বিধায়ক প্রীয়া পাল, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস, উপ-পৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান প্রমুখ।

ক্যানিংয়ে পাওনা টাকা চাইতেই গিয়ে আক্রান্ত যুবক, ভর্তি হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৬ এপ্রিল ঃ ক্যানিংয়ে পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন যুবক। শনিবার রাত্রিবেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং থানার তালদি পঞ্চায়েতের আঁধলা দাসপাড়া এলাকার ঘটনা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছেন কিশোর দাস নামে ওই যুবক। জানা গেছে, স্থানীয় আঁধলা গ্রামের যুবক রবি দাস। প্রায় দু'বছর আগে প্রতিবেশী যুবক কিশোর দাসের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন হলেও সেই টাকা শোধ দিচ্ছিলেন না। শনিবার রাতে পাড়ার একটি দোকানে সাক্ষাৎ হয় কিশোরের সঙ্গে। সেই সময় কিশোর পাওনা টাকা চেয়ে বসেন কিশোর। অভিযোগ, এরপর অশ্লীলভাষায় গালিগালাজ করে রবি। এখানেই শেষ নয়, রবি তাঁর দুই ভাই রাজা ও রাহুল দাসকে ডেকে নিয়ে আসে। তারপর কিশোরকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ ওঠে তাদের বিরুদ্ধে। এই মারধরের ফলে ওই কিশোরের বাঁ দিকের চোখের নীচে মারাত্মক ক্ষত হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। অন্যান্য প্রতিবেশীরাই আক্রান্ত যুবককে রক্তাক্ত অবস্থা উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আক্রান্ত ওই যুবক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাজ্যের ১৪ জেলায় তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছে ৪০ ডিগ্রিতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। ১০ বছরে উষ্ণতম বৈশাখ দেখল বাংলা। রাজ্যে ১৪ জেলায় তাপমাত্রার পারদ ছুঁয়েছে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহ চলবে বিভিন্ন জেলায়। শুধু তাই নয়, আরও বাড়বে তাপমাত্রা। শুক্রবার পর্যন্ত গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকতে পারে বলে জানা গিয়েছে। রবিবার ফের শুস্ক গরমের সম্ভাবনাও থাকছে। আপাতত চার থেকে পাঁচ দিন বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে নেই। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, তাপমাত্রা আরও বাড়বে ১ থেকে ২ ডিগ্রি পর্যন্ত। রবিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকার কথা ২৯ ডিগ্রির আশপাশে। শনিবার শহরের আপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে তিন ডিগ্রি বেশি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিকে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৮৮ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৪৫ শতাংশ। শুক্রবার পর্যন্ত গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকতে পারে। রবিবার থেকে ফের লু-এর সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রায় এক মাস বিঘ্নিত হবে হাওড়া-বর্ধমান লাইনের ট্রেন চলাচল, প্রভাব দূরপাল্লার ট্রেনেও

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ এপ্রিল ঃ ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লকের কারণে হাওড়া ডিভিশনের ব্যান্ডেল শক্তিগড় শাখায়.বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। কিছু ট্রেনের যাত্রাপথও বদল করা হচ্ছে রেল লাইনে কাজের জন্য। প্রায় এক মাস ধরে (১৭ এপ্রিল থেকে ১৯ মে) পর্যন্ত এই সমস্যা চলবে বলে জানানো হয়েছে। এর ফলে যাত্রীদের আবারও সমস্যার মধ্যে পড়তে হতে পারে বলে মনে করছেন নিত্যযাত্রীদের একাংশ। ১৭ এপ্রিল বর্ধমান থেকে ০৩০৫২ নম্বর ট্রেনটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি, ২৯ এপ্রিল, ৪ মে, ৬ মে, ৮ মে, ১১ মে, ১৩ মে, ১৪ মে, ১৬ মে, এবং ১৮ মে বর্ধমান থেকে ০৩০৫২ এবং হাওড়া থেকে ৩৭৮৫৭ ট্রেনগুলি বাতিল করা হচ্ছে। ১৮ এপ্রিল, ৩০ এপ্রিল, ৫ মে, ৭ মে, ৯ মে, ১২ মে, ১৪ মে, ১৫ মে, ১৭ মে এবং ১৯ মে হাওড়া থেকে বাতিল থাকছে ০৩০৫১ নম্বর ট্রেনটি। ব্যান্ডেল থেকে ৩৭৭৮১ নম্বর ট্রেন বাতিল থাকে ওই দিনে। একই সঙ্গে বর্ধমান থেকেও বাতিল থাকবে ৩৭৭৮২ এবং ৩৭৮১২ নম্বর ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে ওই

দিনগুলিতে। পাশাপাশি রেলের এই কাজের জন্য ব্যাহত হচ্ছে দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবাও। ২৯ এপ্রিল, ৪ মে, ৬ মে, ৮ মে, ১১ মে, ১৩ মে, ১৪ মে, ১৬ মে এবং ১৮ মে আপ ১৩০২৭ হাওড়া - আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস বাতিল থাকছে। একইসঙ্গে ১৩০২৮ ডাউন আজিমগঞ্জ-হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রসও বাতিল থাকছে ৩০ মে, ৫ মে, ৭ মে, ৯ মে, ১২ মে, ১৪ মে, ১৫ মে, ১৭ মে এবং ১৯ মে। বেশ কিছু মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাপথও বদল করা হচ্ছে রেলের কাজের জন্য। হাওড়া মোকামা এক্সপ্রেস এবং মোকামাহাওড়া এক্সপ্রেস মেইন লাইনের বদলে কর্ড লাইন দিয়ে চলাচল করবে। গৌড় এক্সপ্রেসও ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ নিউ ফারাক্কা রুটে চলাচল করবে।

দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে উলুবেড়িয়ায় প্রচার করলেন স্থানীয় বিধায়ক

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১৬ এপ্রিল ঃ দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বহিরা পঞ্চায়েতের একাধিক এলাকায় প্রচার করলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায়, সঙ্গে ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ অজয় মন্ডল, উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ আকবর আলি, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায়,বহিরা পঞ্চায়েতের প্রধান আমিনা বেগম,বহিরা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামানিক,যুবনেতা সেলিম মোল্লা প্রমুখ।

জেনারেল ম্যানেজার ইস্টার্ন রেলওয়ে ঝাঝাড়া খনি পরিদর্শন করেছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ শ্রী অরুণ অরোরা, জেনারেল ম্যানেজারইস্টার্ন রেলওয়ে.আজ আসানসোল ডিভিশনের খানা পান্ডবেশ্বর সেকশনে উইন্ডো ট্রেইলিং পরিদর্শন করেছেন (১৬.৪.২০২৩) এবং রেলওয়ে. ট্র্যাকের অবস্থা, স্থায়ী সম্পদ এবং সেকশনের নিরাপত্তা গিয়ারগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেছেন। মহাব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট সকলকে বিভাগীয় গতি বৃদ্ধির সাথে সাথে ট্রেন চলার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত কিছু করার পরামর্শ দিয়েছেন। শ্রী এ.কে. দুবে, প্রধান প্রকৌশলী এবং পূর্ব রেলের অন্যান্য প্রধান কর্মকর্তা এবং শ্রী পরমানন্দ শর্মা, বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক আসানসোল পরিদর্শনের সময়

মহাব্যবস্থাপকের সাথে ছিলেন। পান্ডবেশ্বরে পৌঁছানোর পর, শ্রী অরুণ অরোরা, জেনারেল ম্যানেজার ইস্টার্ন রেলওয়ে ঝাঝারার কয়য়া খনি পরিদর্শন করেন এবং ইস্টার্ন রেলওয়ের জন্য আরও বেশি সংখ্যক মালবাহী রাজস্ব অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইসিএল (ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড) কর্মকর্তা এবং এমআইসি (মাইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স) কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। উল্লেখ্য যে, মহাব্যবস্থাপক শ্রী অরুণ অরোরার অনুপ্রেরণামূলক নির্দেশনায়, F.Y.তে পূর্ব রেলওয়ের মাল লোডিং ২০২২-২৩ এ দাঁড়িয়েছে ৭৯.৭২ মিলিয়ন টন যা পূর্ব রেলওয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। কয়লা হল পূর্ব রেলওয়ের প্রধান মালবাহী, শ্রী অরোরা, জেনারেল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়েতে মালবাহী ব্যবসার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বজায় রাখার লক্ষ্যে, কয়লা পরিবহন এবং কয়লা সম্পর্কিত পণ্য পরিবহনে বড় অংশ দখলের জন্য খনি কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেছেন। পরে, আসানসোলে, শ্রী অরুণ অরোরা, মহাব্যবস্থাপক বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার আসানসোলের উপস্থিতিতে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন এবং পারফরম্যান্সে একটি স্থির উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রাখতে এবং যাত্রীদের হাসিমুখে সেবা করার জন্য মনোভাব বজায় রাখার পরামর্শ দেন।

সদস্য ইনফ্রা পূর্বপশ্চিম মেট্রোর শিয়ালদহ প্রসারিত হাওড়া ময়দান পরিদর্শন করেছেন

দুরন্তবার্তা,কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ শ্রী রূপ.এন.সুঙ্কর, সদস্য পরিকাঠামো, রেলওয়ে বোর্ড আজ ১৬.০৪.২০২৩ তারিখে পূর্বপশ্চিম মেট্রোর হাওড়া মযদান থেকে শিয়ালদহ প্রসারিত পরিদর্শন করেছেন। এই পরিদর্শনের সময় শ্রী এইচএন জয়সওয়াল, প্রধান প্রধান প্রকৌশলী, মেট্রো রেল এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁর সাথে ছিলেন।শ্রী সুঙ্কর, হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন থেকে এই পরিদর্শন শুরু করেছিলেন যেখানে তিনি বিভিন্ন যাত্রী সুবিধা যেমন লিফট, এসকেলেটর, টিকিট কাউন্টার, টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম, স্টেশন কুলিং ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিদর্শন করেছেন। তিনি হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত হুগলি নদীর তলদেশে ট্রলি পরিদর্শনও করেছেন। . এসপ্ল্যানেড যাওয়ার পথে শ্রী সুঙ্কর হুগলি নদীর তলদেশে সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে যান এবং একটি ক্রস প্যাসেজ পরিদর্শন করেন। হাওড়া মেট্রো স্টেশন পরিদর্শনের সময়, দেশের গভীরতম মেট্রো স্টেশন হতে চলেছে, তিনি স্টেশনের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত পরামিতিগুলি সম্পর্কে

খোঁজখবর নেন এবং সেখানে যাত্রীদের সুবিধার স্টক নেন।ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো শিয়ালদহ থেকে হাওড়া ময়দানে বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু করার পরে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে সদস্য ইনফ্রা যাত্রীদের আন্তঃপরিবর্তন ব্যবস্থা এখানে উপলব্ধ করার জন্য পরীক্ষা করেছেন। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনটি উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্বপশ্চিম করিডোরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হতে চলেছে। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন শেষ করার পর শ্রী সুঙ্কর ব্যক্তিগতভাবে বউবাজার এলাকা দেখতে যান যেখানে দুর্যোগ মেট্রোর কাজের অগ্রগতি ব্যাহত করেছে। তিনি টানেলের ভিতরে পায়ে হেঁটে পরিদর্শন করেন। তিনি শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং সেখানে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে শ্রী সুঙ্কর বউবাজার দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় মেট্রোর কাজের অগ্রগতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বউবাজারের কাজগুলি ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে, তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন। তিনি একটি মেট্রোতে পূর্বপশ্চিম মেট্রো করিডোরের শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত প্রসারিত অংশটিও পরিদর্শন করেছেন।পরে সদস্য, ইনফ্রা অরেঞ্জ লাইনের হেমন্ত মুখোপাধ্যায়. স্টেশনও পরিদর্শন করেন।

মধুবনিতে খুনের পর কলকাতায় গা ঢাকা, তপসিয়া থেকে গ্রেপ্তার বিহারের কুখ্যাত গ্যাংস্টার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ জমির দখলদারি নিয়ে বিহারের রাজনগর এলাকায় গুলি চালিয়ে খুন। তারপর ব্যবসায়ী সেজে কলকাতায় গা ঢাকা এবং তপসিয়ায় এলাকায় বসবাস। কুখ্যাত এই গ্যাংস্টার রোহিত যাদবের মাথার দাম ৫০ হাজার টাকা ধার্য করেছিল বিহার পুলিশ। শেষে কলকাতা পুলিশের সাহায্যে শনিবার রাতে তপসিয়ার ফ্ল্যাট থেকে সেই রোহিতকে গ্রেপ্তার করা হল। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ ১০ লক্ষ টাকা ও একটি মোবাইল। মাস ছয়েক আগে দীপক যাদব নামে পেশায় জমির মাপার কাজে নিযুক্ত থাকা 'আমিন'কে খুন করে মধুবনির গ্যাংস্টারের একটি দল। এই খুনের মূল অভিযুক্ত রোহিত যাদবকে গ্রেপ্তারির জন্য ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে বিহার সরকার। ততক্ষণে অবশ্য রোহিত পলাতক। পুলিশ জানিয়েছে, রোহিতের এক আত্মীয় কলকাতায় থাকেন। সেসময় সে বিহার থেকে পালিয়ে আসে কলকাতায়। ভোল পালটে নিজেকে ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিয়ে পূর্ব কলকাতার তপসিয়ার হিঙ্গন জমাদার লেনে একটি বহুতলের ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে। তাকে দেখে কেউ সন্দেহও করেননি। পুলিশের নজর এড়াতে নিজের মোবাইল ফোন বন্ধ করে নতুন মোবাইলও সিমকার্ড নেয় সে। কিন্তু বিহার পুলিশের এসটিএফ আধিকারিকরা কলকাতায় রোহিতের ওই আত্মীয়ের উপর নজরদারি শুরু করেন। তাতেই গোয়েন্দারা নিশ্চিত হন যে, কলকাতায় লুকিয়ে রয়েছে রোহিত। শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এসে রেইকি করে বিহারের গোয়েন্দারা তপসিয়ার ফ্ল্যাটটি শনাক্ত করেন। শনিবার রাতে তপসিয়া থানার সাহায্যে বিহারের রাজনগর থানা, পান্ডোল থানা ও এসটিএফ আধিকারিকরা ওই বাড়িটি ঘিরে নেন। ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় রোহিতকে। কলকাতায় দীর্ঘদিনের জন্য আরামে থাকার জন্য সে দশ লক্ষ টাকাও সঙ্গে রেখেছিল। উদ্ধার করা হয়েছে সেই টাকাও। এর আগেও রোহিত যাদবের বিরুদ্ধে মধুবনিতে রয়েছে সুপারি কিলিং সহ একাধিক অভিযোগ। ফলে ওই টাকা সুপারি কিলিংয়ের মতো কোনও অপরাধের কি না, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। এবার যে হত্যাকাণ্ডের জন্য রোহিতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা গত বছরের ঘটনা। বিহারের ব্যবসায়ী দীপক যাদবের সঙ্গে তাঁরই সম্পর্কের আত্মীয় রোহিত যাদব ও তার পরিবারের লোকেদের জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গোলমাল বাঁধে। পেশায় আমিন দীপক অভিযোগ করেন, রোহিত তাঁর জমি দখল করার চেষ্টা করছেন। পান্ডোল থানা এলাকার রন্তি মোহনপুরের বাসিন্দা দীপক যাদবকে জমি মাপার কাজের টোপ দিয়ে কাছেই রাজনগর থানা এলাকায় মহীনাথপুরে ডেকে নিয়ে আসা হয়। দীপক ও তাঁর বন্ধু গাড়ি থেকে নামতেই দু'টি বাইকে করে ৬ জন এসে ঘিরে ফেলে তাঁদের। রোহিত যাদব নিজেই ৬ রাউন্ড গুলি চালায় দীপককে লক্ষ্য করে। রক্তাক্ত অবস্থায় দীপককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনা ঘিরে তোলপাড় হয়ে ওঠে বিহারের মধুবনি জেলা। দীপকের পরিজনরা রোহিতের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ দেন। তারপরই গা ঢাকা দেয় রোহিত। এই মামলায় রোহিত সহ ১১ জন অভিযুক্ত। তাদের বেশিরভাগকে পুলিশ আগেই গ্রেপ্তার করেছিল। রবিবার রোহিতকে শিয়ালদহ আদালতে তোলা হলে তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে বিহারে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক। তাকে বিহারে নিয়ে গিয়ে খুনে ব্যবহৃত হওয়া অস্ত্রের সন্ধান চালানো হবে পুলিস জানাচ্ছে।

বিশ্ব বিখ্যাত ধর্মীয় কেন্দ্র খাটুশ্যাম জি পর্যন্ত সরাসরি রেল যোগাযোগ থাকবে

১৬ই এপ্রিল ঃ রেলওয়ে সরাসরি রেল নেটওয়ার্কের সাথে রিঙ্গাস (রাজস্থান) এর কাছে বিশ্ব বিখ্যাত ধর্মীয় কেন্দ্র খাটুশ্যাম জিকে সংযুক্ত করতে চূড়ান্ত অবস্থান সমীক্ষার অনুমোদন দিয়েছে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভক্তরা রেল, রাস্তা এবং পায়ে হেঁটে বিভিন্ন উপায়ে খাটুশ্যাম জিকে দর্শন করতে আসেন। প্রতিদিন প্রায় ৩০,০০০ ভক্ত দর্শনের জন্য আসেন। শুক্রবার শনি ও রবিবার ৪ থেকে ৫ লাখ ভক্ত আসেন এবং একাদশীর সময় ১০ লাখ ভক্ত আসেন। ১৫ দিন ধরে চলা মার্চ মেলায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ ভক্ত আসেন। এই মন্দিরটি ভক্তদের দ্বারা সর্বাধিক পরিদর্শন করা ভারতীয় মন্দিরগুলির মধ্যে একটি। খাটুশ্যাম জি মন্দিরে আসা ভক্তরা রিঙ্গা পর্যন্ত রেলপথে আসেন এবং তারপরে বিভিন্ন উপায়ে খাটুতে পৌঁছান। রিঙ্গাস থেকে খাতু পর্যন্ত যাত্রা সহজ ও নিরাপদ করার জন্য, রেলওয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রগুলিকে সংযুক্ত করার পরিকল্পনার অধীনে রিঙ্গাস থেকে খাটুশ্যামজি পর্যন্ত নতুন রেল লাইনের সমীক্ষার অনুমোদন দিয়েছে। শীঘ্রই জরিপের কাজ শেষ হবে। অনুমোদনের পর, এই নতুন রেললাইনের কাজ শুরু হবে যাতে ভক্তরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাটুশ্যামজি পর্যন্ত রেল সুবিধা পেতে পারেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিরাসত ও বিকাশ মিশনের অধীনে রেলওয়ে দ্বারা ধর্মীয় স্থানগুলিতে রেল সংযোগ প্রদানের কাজ চালানো হচ্ছে।

বাংলার আলপনা' সংস্কার ভারতীর দেওয়ালপঞ্জীতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ আলপনা পৃথিবীর সবচাইতে প্রাচীন চিত্রকলার বিবর্তিত রূপ আদিম গুহাচিত্রের এক উজ্জ্বল ভৌমাঙ্কন। সংস্কৃত 'আলিম্পন' শব্দ থেকে 'আলপনা' কথাটি এসেছে এর অর্থ দেবস্থান লেপন। নামের উৎস সন্ধানের মধ্যেই হিন্দু সনাতনী সংস্কৃতির পরত। কথাটি 'তদ্ভবীকরণ' করে ব্রজবুলিতে হয়েছে 'আলিপন' আর বাংলায় হল 'আলপনা'। ২৮ চৈত্র ১৪২৮ (ইং ১৪ এপ্রিল ২০২৩) শুক্রবার সন্ধ্যায. সল্টলেকের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের পূর্বশ্রী প্রেক্ষাগৃহে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত আযোজিত - বাংলার আলপনা শীর্ষক দেওয়ালপঞ্জীর অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। বাংলার আলপনার মধ্যে সনাতনী সম্পর্কটি যেমন অমোচ্য, তেমনই তার পরতে পরতে থরেবিথরে ছড়িয়ে রয়েছে শিকড় সংস্কৃতি। ব্রতপূজাকে নারীমনের নান্দনিকতা দিয়ে যুক্ত করতে গিয়েই আলপনার অনন্ত সম্ভার। ব্রতিনী নারীর এ সমস্ত আয়োজনই পরমারাধ্য ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন, নানান কামনাবাসনার ছবি। তারপর একসময় বাঙালি তার স্বরূপ ভুলে গেলো নানান ঘাতপ্রতিঘাতে, ব্রতপার্বণের ধারা ক্রমশ ফিকে হতে লাগলো। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনী আলপনার ধারা বলে যা বাঙালি জীবনে প্রচলিত হয়েছে, তার বারো আনাই কিন্তু পূজাপার্বণ ও ধর্মীয় রীতিতে বিবাহের আলপনায় মধ্যে আজও সংযুক্ত হয়ে আছে। বাঙালি নতুন করে জেগে উঠে ব্রতপার্বণের আলপনার মধ্যেও সৌন্দর্য ও শিকড় খোঁজার সাধনায় ব্রতী হয়েছে। আলপনা দুই প্রকার-কামনাত্মক এবং নান্দনিক। নান্দনিক আলপনা আঁকা হয় সৌন্দর্যের প্রয়োজনে যেমন বিবাহ, উৎসব, সমাবর্তন সহ নানান সমাজিকপারিবারিক উৎসবে। কামনাত্মক আলপনা আঁকা হয় ব্রতানুষ্ঠানে, যেখানে পার্থিব কামনাবাসনাই প্রধান। দুইক্ষেত্রেই নান্দনিকতা ও কামনার প্রকাশে ব্যবহৃত হয় কিছু 'মোটিফ', যাকে চিহ্নসংকেত বা প্রতীক বলা যাবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৩৬ সংখ্যা, সোমবার, ৩ বৈশাখ, ১৪২৯

চাই দেশসেবক

সম্পাদকীয়

দেশ সেবক চাই। সেটাই এখন পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সব রাজনৈতিক দলের নেতারা মন্ত্রী হতে চান। কিন্তু তারা দেশসেবক হতে চান না। দেশকে সেবা করা আর দেশ নেতা হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যারা দেশকে প্রথম থেকে সেবা করে নেতা হয়েছেন তারা কিন্তু নেতা হয়েও দেশসেবক হিসাবে বিরাজ করেছিলেন। আর আজকে এর বিপরীত হতে শুরু করেছে। দেশ সেবা নেই। দেশ নেতা প্রচুর রয়েছে। প্রতিটি রাজ্যে এখন বলতে গেলে অজস্র দেশ নতা দেখতে পাওয়া যাবে। তারা বেশ কয়েকজনকে সঙ্গে করে নিয়ে ঘোরে। দলীয় পতাকা নিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করে। মিটিং মিছিল করে রাজনৈতিক দলের হয়ে। দেশ সেবা করতে তারা কিন্তু একবারে নিমরাজি। রাজনীতি করছি মানেই তো দেশ সেবা করা এই রকম একটি ধারনা তৈরি হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি তো জনগণের সেবা করতে গঠন করা হয়েছে। জনগণের দাবি দাওযা আদায় করতে তো দল গঠন করা হয়েছে। জনগণের জন্য রাজনৈতিক দল তৈরি হয়েছে। নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচিত দলকে সরকার গঠন করা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী হয়েছে। কিন্তু তারপরেও প্রশ্ন করছেন দেশ সেবক কোথায়। প্রকৃত দেশ সেবক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। গুজরাতিরা ব্যবসা বোঝে। তারা ব্যবসাকে রক্ষা করে তবেই দেশের দিকে তাকায়। গুজরাতিদের দিয়ে যদি কোনও রাজনৈতিক দল পরিচালনা করানো হয় তাহলে সে আগেই দেখবে সেখানে থেকে কত মুনাফা আসছে। মুনাফা না আসলে সে ব্যাপারে তারা থাকে না। রাজনৈতিক মুনাফা, আর্থিক মুনাফা এবং ক্ষমতার মনুফা থাকার খুবই প্রয়োজন। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিত্তবান শিল্পপতিদের অধিকাংশ হচ্ছে গুজরাতি। তারা ব্যবসাটা আগে বোঝে। আয় কতখানি হবে তার হিসাব কষে। না হলে কিন্তু তার মধ্যে থাকে না। এখন যা কিছু নতুন শিল্প হচ্ছে তার সবই বলতে গেলে আমেদাবাদ। আমেদাবাদে বুলেট ট্রেন চালু করা হবে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। বুলেট ট্রেন চলবে আমেদাবাদ থেকে মুম্বই পর্যন্ত। বিদেশি শিল্পপতিদের আমেদাবাদ সফর করানো হচ্ছে। শিল্পকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা আগে ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা এখন আর হচ্ছে কোথায়। প্রকৃত দেশ সেবক হলে তিনি সব রাজ্যেকে সমান চোখে দেখতেন। কোনও রাজ্যকে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করতো না। কিন্তু এখন সেই সেবক দেশ নেতা কোথায় রয়েছে। কাউকে মানুষ কেন বিশ্বাস করতে পারছে না। অবিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছে দেশ নেতাদের। সেই অবিশ্বাস দেশকে রসাতলে পাঠিযে দিচ্ছে। দেশের উন্নতির প্রধান সহায়ক হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাসের ওপরে ভিত্তি করে দেশ সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে। যে দেশে নেতারা দেশের তরুণদের কাজ থেকে টাকা নিয়ে চাকরি দেয় সেই দেশের কতখানি উন্নতি লাভ করতে পারবে বলে মনে করা যেতে পারে। ভারত ক্রমশ কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে একেবারে বেসামাল হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। কোনও রকমে রোজতাপ্পি দিয়ে চালানো হচেছ। রাশিয়ার কাছ থেকে অল্প মূল্যে অপরিশোধিত তেল সংগ্রহ না করতে পারতো তাহলে ভারত শ্রীলঙ্কা হতে বেশি সময় নিত না। করোনা সংক্রমণ কালে বলা হল যে করোনা টিকা দিতে গেলে টাকা দিতে হবে। দেড়শো টাকা থেকে শুরু করে প্রায় তিনশো টাকা দিতে হবে। তখন লকডাউন চলছে। করোনা সংক্রমণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। কোভিশিল্ড তৈরি করতে বিজ্ঞানীরা তৎপর হতে শুরু করেছে।

ব্যবসায়িক দৃষ্টি নিয়ে দেশ গড়া অসম্ভব

তামিলনাড়ু, কেরল, মাদ্রাজে করোনা কালে বিনামূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দিয়েছিল। প্রায় এক বছর ধরে সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলি মানব সেবা করে এসেছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে দিকে একবারও নজর পারেনি। রাজনৈতিক দলগুলি এগিয়ে এসেছিল। তারাই সেই সময়ে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সরকারি সহযোগিতা বলতে গেলে কেউ পায়ানি। করোনা সংক্রমণ রোগীকে হাসপতালে ভর্তি করতে গেলে কয়েক হাজার টাকা দিতে হয়েছে পরিবারকে। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের সুযোগ গ্রহণ করেছে বহু স্বার্থন্বেষী মানুষেরা। লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছে। মদের দোকান খুলে দেওয়া হয়েছে। বহু গরিব পরিবারের স্বামীরা সংসারে টাকা না দিয়ে মদ কিনে খেয়েছে। চোখের সামনে স্ত্রী পুত্র এবং কন্যাদের পেটে ভাত ছিল না। সেই সব দিনের আতঙ্কের কথা এখন আর ভারতবাসীরা চিন্তা করতে ভয় পায়। করোনাকে মূলধন করে বহু অসৎ ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছে। সরকারের কাছে সব খবর ছিল। এই সব অসৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোনও কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। চুপ করে বসেছিল। মজা দেখছিল। জনগণকে ফাঁকি দিয়ে সরকার গঠন করা যেতে পারে। কিন্তু জনগণের সেবা না করে বেশিদিন সরকারে থাকা একেবারে অসম্ভব। ব্যবসায়ীপন্থীদের হাতে দেশটা চলে গেলে তারা সবার সঙ্গে ব্যবসায়িক মানসিকতা নিয়ে চলতে থাকবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। মনে করা হয় সেবা বলে কোনও কিছুই হতে পারে না। প্রত্যেক সেবার মধ্যে স্বার্থ লুকিয়ে রেয়েছে। করোনা সক্রমণ কাল থেকে আজও পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক এবং আর্থিক পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হতে শুরু করে দিয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুর্নীতি। এটা না করতে পারলে কিন্তু চলবে না। আজকে আদালতে সরকারের দুর্নীতি নিয়ে মামলা চলছে। মন্ত্রীরা পর্যন্ত কারাগারে। এটা নামই দেশ সেবা। দেশের জনগণ ভোট দিয়ে সরকার গঠন করে তার ফল হাতে নাতে পেতে শুরু করে দিয়েছে। অভাবে সুযোগ গ্রহণ করে সবাই বিত্তশালী হয়ে উঠার চেষ্টা করছে। সরকারি অর্থ লুঠ করার একটা গোপন কৌশল ক্রমশ প্রকাশ পেতে শুরু করে দিয়েছে। জাতীয়তাবাদ নিয়ে এখন রাজনীতি করা হচ্ছে। দেশপ্রেমকে নিয়েও এখন কৌশলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে। বলতে গেলে আজকে প্রায় সময়ে আদালত সরকারের সিদ্ধান্তে বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। সরকারকে পরিস্কার করে স্বচ্ছ পথ ধরে এগিয়ে চলার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের সর্বত্র হীরক রাজার দেশে চিত্র বহাল তবিয়তে রয়েছে। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোনও পথ খোলা নেই। 'দড়ি ধরে মরো টান রাজা হবে খান খান' সেই শেষ দৃশ্য দেখার জন্য সবাই অপেক্ষা করে রয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

হে আমার পালনকর্তা তুমি আমার ভেতর থেকে সকল কপটতাকে দুর করে দাও এবং কপট মানুষও যদি আমার সঙ্গ লাভ করে তবে তারা যেন সহজ সরল হয়ে যায়

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে জগতে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা লিপিবদ্ধ করা আছে।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে নোবেল পেল রাশিয়া, ইউক্রেনের সংস্থা

রবীন্দ্রকুমার শীল ঃ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এখনও থামেনি। বরং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেনের বহু অংশকে তাদের মানচিত্রে নিয়ে নিয়েছে। তবুও ইউক্রেন সেই সব স্থানকে দখল করার জন্য মরিয়া হয়ে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার সেনারা ভয়ে পালাতে শুরু করে দিয়েছে। বেলারুসও রাশিয়ার পক্ষে রয়েছে। তা সত্ত্বেও জেলেনস্কি কিন্তু সহজে হার মানছেন না। তিনি কিন্তু সমানভাবে রাশিয়ার সঙ্গে মোলাকাত করতে শুরু করে দিয়েছেন। এই রকম যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এবারে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির বার্তা দিতে নোবেল শান্তি কমিটি বেলারুসের বন্দি সমাজ কর্মী আলেস বিয়ালিয়াতস্কি, ইউক্রেনের মানবাধিকার সংগঠন 'সেন্টার ফর সিভিল লিবার্টিজ' এবং রুশ মানবাধিকার সংগঠন 'মেমোরিয়াল'কে এ বছরের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার দিল রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের পরম বন্ধু বেলারুসের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো।

ইউক্রেন আক্রমণ করার কয়েক ঘটা আগেই তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন পুতিন। ইউক্রেনের উত্তরে অবস্থিত বেলারুসের মানবাধিকার কমিশনের কর্মী আলেস বিয়ালিয়াতস্কি গত বছর ১৪ জুলাই থেকে কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে বন্দি। দেশ বিদেশের মানবাধিকার কমিটিগুলি অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে যে বেলারুসে বিভিন্ন মানবাধিকার ব্যাপারে সরব হওয়ার জন্যই ভুয়ো মামলা দায়ের করা হয়ে তাঁকে জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। ১৯৯৪ সালে ক্ষমতায় এসেছিলেন বেলারুসের প্রেসিডেন্ট লুকাশেঙ্কো। পশ্চিম ইউরোপ তাঁকে ইউরোপের 'শেষ একনায়ক' বলে অভিহিত করে থাকে। বেলারুসের মাটি ব্যবহার করে রাশিয়ার সেনা বাহিনীকে উত্তর ইউক্রেন আক্রমণ করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলেন লুকাশেঙ্কি। ১৯৯৬ সালে একটি মানবাধিকার সংগঠন তৈরি করেছিলেন সদ্য নোবেল পুরস্কার প্রাপক আলেস বিয়ালিয়াতস্কি 'ভিয়াসানা' (বসন্ত)। ২০১১ সালে একবার জেল হয়েছিল তাঁর। ছাড়া পেয়েছিলেন ২০১৪ সালে। তারপরে আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হল ২০২১ সালে। স্বামীর নোবেল পুরস্কার পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। তিনি বলেছেন, আমি বাকরুদ্ধ। কৃতজ্ঞতা জানাই নোবেল কমিটিকে। ৬০ বছর বয়সী নোবেল পুরস্কার জয়ী কেমন আছেন তা জানা যায়নি। তবে তিনি নোবেল নিতে যেতে পারবেন কিনা তা জানা যায় নি। তবে তিনি যেতে না পারলেও তাঁর হয়ে স্ত্রী নোবেল গ্রহণ করতে পারেন। আলেস ছাড়া এবারে আর দুটি নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল শান্তির জন্য। একটি ইউক্রেন এবং অপরটি হল রাশিয়া। যুদ্ধাপরাধের দলিল তৈরি করার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি নিরসলভাবে তৈরি করে চলেছে এই দুটি সংস্থা। ১৯৮৭ সালে তৈরি হয়েছিল 'মেমোরিয়াল' সংস্থা। তারা ভাবতে শুরু করেছিল যুদ্ধাপরাধীদের তলিকা তৈরি করতে না পারলে কিন্তু যুদ্ধাপরাধ ঠেকানো যাবে না। চেচেন নাগরিকদের ওপরে রুশ সেনার আক্রমণে তথ্য তারা সংগ্রহ করেছে। ২০০৯ সালে চেচনিয়ার মেমোরিয়ালের শাখার প্রধান নাতালিয়া এস্তেমিরোভাকে খুন করে রুশপন্থী জঙ্গিরা। ইউক্রেনের 'সেন্টার ফর সিভিল লিবার্টিজ' সংগঠনটি তৈরি করা হয়েছিল গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য। এই বছর রুশ বাহিনীর আক্রমণে ইউক্রেন নাগরিকদের করুণ অবস্থার তথ্য প্রমাণ করতে শুরু করে। নোবেল পুরস্কার যাঁরা দেন তার তালিকা কেউ কোনও সময়ে জানতে পারে না। পুরস্কার কারা মনোনয়ন করেছিলেন তা প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে জানতে পারা যায়। তবে এবারে পুরস্কার মনোনয়ন তালিকায় ছিলেন সুইডিশ পবিবেশবিদ গ্রেটা থুনবার্গ, পোপ ফ্রান্সিস, ভুয়ো খবর ধরা দুইটি ওয়েবসাইট 'অল্ট নিউজ' এর মহম্মদ জুবের এবং প্রতীক সিনহার মতো নামী ব্যক্তিরা।

সাহিত্যে নোবেল পেলেন রবীন্দ্র প্রেমিক আনি এরনো

এবারে সাহিত্যে নোবেল পেলেন রবীন্দ্র প্রেমিক আনি এরনো। আত্মজৈবনিক কথা সাহিত্যিক আনি এরনো। তাঁর নাম ঘোষণা করলো স্টকহলমে ৮২ বছরের লেখিকার নাম ঘোষণা করলো নোবেল কমিটি। উত্তর পশ্চিম ফ্রান্সে নরম্যান্ডির ইভতো নামক একটি ছোট শহরে ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পাশ করে একটি স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করে তারপরে ফ্রান্সের দূরশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিএনইডি) অধ্যাপিকা হিসাবে যোগদান করেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন লেখক হয়ে ওঠার পথটা একেবারে সহজ ছিল না। ২০০০ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা কার করেন। তারপরে তিরিশ বছর বয়সে লেখালেখি শুরু করেন। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লে আরমোয়ার ভিদ'। এটি আত্মজৈবনিক উপন্যাস লিখে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বেড়ে ওঠা এবং কিশোরী বয়সে বেআইনীভাবে গর্ভপাত ঘটানোর ঘটনার কথা লিখে একেবারে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তাঁর চার নম্বর উপন্যাস ' লা প্লাস'। পুরুষ ভূমি। এই আত্মজৈবনিক উপন্যাসটি লেখিকা আনি এরনোকে পাকাপাকি ভাবে লেখিকার জগতে স্থান দিয়ে দিতে থাকলো। আনির বাবার জীবন মৃত্যু এবং তাঁর সঙ্গে পিতার সম্পর্ক নিয়ে এই উপন্যাসটি রচিত। এর চার বছর পরে তাঁর উপন্যাস 'উন ফাম' একটি মেয়ে। এই উপন্যাসে তিনি মায়ের কথাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর মা অতি সাধারণ ঘরে মেয়ে। নরম্যান্ডিতে জন্ম গ্রহণ করেছেন আর মারা গিয়েছেন একটি হাসপাতালে। আমার মা আমাকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন। আর আমি মাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলাম আমার লেখা বইয়ের মধ্যে দিয়ে। ২০০৮ সালে তিনি একটি বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করলেন যা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে গড়ে উঠেছিল। বিশাল ক্যানভ্যাস তিনি রচনা করেছিলেন। সেখানে মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে একটি সুন্দর চিত্র সবার সমানে তলে ধরেন। ফ্রান্সে বহু বছর ধরে লেখালেখি করে গেলেও তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে ছিলেন নব্বইয়ের দশক থেকে। এর আগে তাঁর লেখা সবাই পড়লেও তাঁকে সাহিত্যিক বলে স্বীকৃতি কেউ দিতে চায়নি। সবাই তাঁকে নিছক লেখিকা বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্তু যতদিন যেতে লাগলো ততই তিনি সাহিত্যের জগতে নিজের স্থানকে একেবারে পাকাপোক্ত করতে তুলতে শুরু করলেন। আত্মপ্রচার করার চেয়ে তিনি ছিলেন আত্মবিমুখ। নিজের প্রচার বড় একটা চান নি। সেই কারণে তাঁকে পাদপ্রদীপের সমানে আসতে সময় নিয়েছে বটে। তবে তিনি এখন পাঠক সমাজের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় মহিলা লেখিকা। ১৯০১ সালে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পেয়েছিলেন ফরাসি লেখক সুলি প্রুডওম। ২০১৪ সালে ফরালি লেখক পাত্রিক মোদিয়ানা নোবেল পেয়েছিলেন। এখন আনি এরনাকে নিয়ে ফরাসি ভাষায় নোবেল সাহিত্যেকের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৮ জন। ইংরেজি ভাষায় নোবেল সাহিত্যিকের সংখ্যা ২৯ জন। জার্মান লেখকের সংখ্যা ১৪ জন। এর মধ্যে ফরাসি লেখক জঁ পল সার্ত্রে নোবেল পুরস্কার নিতে অস্বীকার করেছিলেন। কথা উঠতে শুরু করে দিয়েছে যে নোবেল কমিটি এখন ইউরোকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। সারা বিশ্বে বহু সাহিত্যিকরা রয়েছেন যাঁরা নোবেল পাওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম। এর উত্তরে নোবেল কমিটি পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে জাতি ধর্ম ধর্ম বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা নয়, একমাত্র সাহিত্যই হচ্ছে উৎকর্ষ। সেই নিরিখে এবারে আনি এরনোকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ১১১ জন নোবেল সাহিত্যিকদের মধ্যে ১৭ জন মহিলা সাহিত্যক নোবেল লাভ করলেন। এই বছর আগস্ট মাসে নিউ ইর্য়কে সলমন রুশদি নোবেল পুরস্কার তালিকায় ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম বাজি। কিন্তু এবারে তাঁর নোবেল কপালে এলো না। ১৯১৩ সালে সাহি ত্যে নোবেল পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপরে আর কোনও ভারতীয় সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। আনি এরনোর মতো লেখিকা তসলিমা নাসরিনও আত্মজৈবনিক উপন্যাস রচনা বাংলায় করে গিয়েছেন। তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাসগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

আমি কোর্ট-ইন্সপেক্টরের ভুঁড়ির মাপ নিচ্ছি স্যার

এ আপনি কি করছেন ? আমি কোর্ট-ইন্সপেক্টরের ভুঁড়ির মাপ নিচ্ছি স্যার। বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে জানান আসামি। সেই সময়ের মুরারীপুকুর মামলার মতো সবচেয়ে হাইভোল্টেজ মামলা চলাকালীন জীবনমৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে কোর্টের মধ্যে আসামি এমনই মজার কাণ্ডকারখানা করেছিলেন। আসামি দেশপ্রেমে পাগল, প্রাণশক্তিতে পাগল, কারাগারে অত্যাচারে পাগল আর সেইসাথে নিজের স্ত্রী'র প্রেমে পাগল-আসামি পাগল প্রেমিক, বোমা বিশেষজ্ঞ, বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত। ২০২০ সালেও মানে এই আধুনিক যুগেও এক প্রচণ্ড চির রোমান্টিক নায়ক তিনি .. ইংরেজ অধ্যাপক কে আহত করে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছেন, শিবপুরের বাড়ীতে ল্যাবরেটরি বানিয়ে বোমা তৈরি করেছেন, অত্যাচারী দৈত্যের সাথে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করেছেন.. তবু বোমা তৈরির উন্নত শিক্ষার জন্য দেশের বাইরে যেতে চাননি.. কারণ তখন তাঁর চলছে প্রচণ্ড প্রেম.. যে প্রেমের সাথে আর কিছু দিনের মধ্যেই বিয়ের পাকাকথা হয়ে গেছে। আর তারপরেই মুরারীপুকুর বাগান বাড়ী থেকে তাঁর ধরা পরা। মামলার রায়ে তাঁর প্রথমে হ'ল ফাঁসি, পরে দেশবন্ধুর চেষ্টায় সেটাই হয়ে গেল আন্দামানে দীপান্তর। এই খবর শুনে তাঁর প্রেম প্রথমে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন .. আর তারপর .. অন্য ছেলের সাথে তাঁর প্রেমের বিয়ে হয়ে যায়। অন্যদিকে দীপান্তরে তখন তিনি কারাবাসী .. সেখানে প্রচণ্ড অত্যাচারে প্রায় পাগল হয়েছেন .. এই কারণে প্রথমে এলেন আন্দামান পাগলা গারদে, পরে সেখান থেকে মাদ্রাজ পাগলা গারদ। এতো কিছুর পরেও যৌবনের প্রেম'কে ভুলতে পারেননি, সুস্থ হয়ে ফিরে এসে সেই স্বপ্নের রাজকন্যা'কেই বিয়ে করেছেন। কখন কোন পরিস্থিতিতে বিয়ে করেছেন .. যখন তিনি কারাবাসী তখন তাঁর প্রেমের তো অন্য জনের সাথে বিয়ে হয়েগেছিল! আসলে প্রকৃতির চিন্তা ছিল অন্যরকম .. হঠাৎ বিধবা হন তাঁর প্রেম। কারাবাস শেষ করে, সমাজের সব বাধা পেরিয়ে, সেই বিধবা হয়ে যাওয়া প্রেম'কেই বিয়ে করেন তিনি। সাজা কাটিয়ে উল্লাসকর দত্ত ফিরেছিলেন ১৯২০ সালে। শুরু হয়েছিল তাঁর বেঁচে থাকার লড়াই। কিছু বন্ধু বিপ্লবীর চেষ্টায় ব্রাহ্ম সমাজের সিঁড়ির নিচের ঘরে থাকার জায়গা পেলেন। ভুলতে পারেননি দেশপ্রেম। চমকে উঠতে হয় যখন জানা যায় শ্রীঅরবিন্দে'কে আবার দেশের কাজে ফিরিয়ে আনতে তিনি চলে যান সোজা পন্ডিচেরি'তে, আর যাতায়াত করেছিলেন সাইকেলে! আজকের

দিনে কেউ কল্পনা করতেও ভয় পাবে। হতাশ হয়ে পন্ডিচেরি থেকে ফিরে আসেন। এরপরই তিনি তাঁর বিধবা হয়ে যাওয়া প্রেম'কে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কোন অবস্থায়! সেই অবস্থায় যখন তাঁর নিজেরই খাবার কখনও জুটেছে, কখনো জোটেনি। শুয়েছেন মড়ার খাটিয়ায়।চমকে যাওয়ার এখানেই শেষ নয় .. মিল হয়েও যেন মিলন হ'ল না। যখন তিনি বিয়ে করছেন তখন তাঁর প্রেম একপ্রকার শয্যাশায়ী, পরে হয়ে যান পঙ্গু। এদিকে বিধবা বিয়ে .. তাই জায়গাও কেউ দিল না। ব্রাহ্মসমাজে তাঁদের বিয়ে হয়। যৌবন পেড়িয়ে যাওয়া দুই প্রেমিক নব দম্পতি-একজন নিস্ব সমাজ চ্যুত প্রেমিক অপরজন তাঁর পঙ্গু প্রেমিকা। আর যেদিন বিয়ে হ'ল সেইদিনই প্রেমিকাকে ভর্তি করতে হ'ল হাসপাতালে।অসুখ ভালো হবার নয় - তাই কিছুদিন পরে তাঁর স্ত্রী'কে ছুটি দিয়ে দেয় হাসপাতাল। এবারে চিন্তা থাকবেন কোথায়.. ব্রাহ্মসমাজে সংসার পেতে থাকা যায় না। কোথাও স্থায়ী জায়গা না পেয়ে এবারে অসুস্থ স্ত্রী'কে নিয়ে তিনি চলে যান দেশের বাড়ী শ্রীহট্টে। বাসনা-কামনা-মোহরূপ কিছু নেই .. সেদিন হয়েছে দুটি আত্মার মিলন। উল্লাসকর পাগলের মতো সেবা করেছেন অসুস্থ পঙ্গু স্ত্রী'র। কোনও সরকারী সাহায্য তিনি নিতে চাননি। ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদানের জন্য ভাতা মঞ্জুর করলে, তিনি তা গ্রহণে অস্বীকার করেন। তিন বছর পর ১৯৫১ সালে শিলচরে আসেন। শেষ জীবনের ১৪ বছর ওই শহরেই কাটান। তখন তিনি ব্রিটিশের নির্যাতনে মানসিক ভারসাম্য হারানো এক উদাসী, সঙ্গে তাঁর পঙ্গু স্ত্রী। শিলচরের মানুষই তখন তাঁদের থাকা-খাওয়া-চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আর তাঁর বিপ্লবী বন্ধুরাই নিয়মিত অর্থ সাহায্য করে গেছেন। ৬২' সালে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। প্রেমিকা স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও বিশ্বাস করেন নি যে স্ত্রী আর নেই। ঘরের দরজা বন্ধ রাখতেন না, খোলা রাখতেন .. বলতেন, দরজা বন্ধ দেখলে যদি স্ত্রী ফিরে যান। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের খাবার থেকে এক ভাগ স্ত্রীর নামে রাখতেন, যদি স্ত্রী ফিরে এসে খেতে চায়। কোনও সিনেমার চিত্রনাট্য নয়, নয় কোনও লেখকের গল্প, এটা এক বাস্তব ঘটনা। ঘটনার নায়ক উল্লাসকর দত্ত, নায়িকা লীলা পাল। লীলাদেবীর বাবা ছিলেন আরেক স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপিনচন্দ্র পাল। জানি না উল্লাসকর দত্তের এই কাজ মোহ না প্রেম .. জানি না তিনি কাকে বেশি ভালোবেসে ছিলেন - দেশ কে .. না স্ত্রী কে। শুধু জানি শত্রুকে ঘৃণা না করলে সৈনিক হওয়া যায় না, আর মানুষকে ভালো না বাসলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। সত্যি আশ্চর্য মানুষ অগ্নিযুগের বিপ্লবী, প্রেমিক উল্লাসকর দত্ত (১৬ এপ্রিল, ১৮৮৫ - ১৭ মে, ১৯৬৫)।

হেরিটেজ

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

বসুমতীর সামনে একটি পুকুর ছিল। কলকাতার ডাচরা এখানে পাকাপাকিভাবে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে শুরু করে। বাড়িটার পিছনের জমিতে ডাচরা রোগস্থান নির্মাণ করেছিল। কালক্রমে সেই কবরখানা উঠে গিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি হতে থাকে। ডাচরা চলে যাওয়ার পরে এই বাড়িটা খালি পড়ে ছিল। ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতের প্রথম আর্ট কলেজ। ইংরেজ শিল্পী হজনসন প্র্যান্ট ও তাঁর বন্ধু শিল্পানুরাগী পি.এফ রেনল্ডসের আপ্রাণ চেষ্টায় ইংরেজ ব্যাবসায়ীদের আর্থিক সাহায্যে গড়ে ওঠে "" ছাত্রদের শিল্প নির্মাণ শেখানো হতো। ফরাসি শিল্পী রিঁগোর তত্ত্বাবধানে প্লাস্টারের মাধ্যমে বাড়িটিকে কাস্ট শিল্প সম্ভারে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলা হয়েছিল। আর্ট স্কুলের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন হজসন (১৮৫৪-৫৬)। দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ছিলেন রিঁগো (১৯৫৬-৬০) ? রিঁগোর পর অধ্যক্ষ হয়ে আসেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী গ্যারিক। ১৮৬৪ সালে বাংলার সরকার এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। সেই সময়ে বিলেত থেকে লক নামে একজন শিল্পী অধ্যক্ষ হন। ১৮৮৭ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের দাযিত্ব গ্রহণ করেন জবিনস। এখানে বসবাস করতেন ইতালির শিল্পী গিলার্ডি। তিনি অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাগুরু ছিলেন। ভারতীয় অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন শ্যামাচরণ শ্রীমানি এবং অন্নদাচরণ বাগচী। এখান থেকে আর্ট স্কুল ধর্মতলায় চলে যায়। এখানে প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত 'ন্যাশনাল কলেজ'। অরবিন্দ এই শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন। বাড়িটার পিছনে লাঠিে/কা সেখাতেন বিপ্লবী বিপিনি বিহারী গাঙ্গুলী। বিপ্লবী এম এন রায় এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্র যাদবপুরে চলে যাওয়ার ফলে বাড়িটি শূন্য অবস্থায় ছিল। সঞ্জিবনী পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক কৃষ্ণ কুমার মিত্র বাড়িটি বিক্রির করার ব্যবস্থা করেন। বাড়িটি কিনে নিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ ভক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯১৯)। উপেন্দ্রনাথ জীবিত কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই বাড়িতে বহুবার এসেছিলেন। লাটু মহারাজ এই বাড়িতে থাকতেন। উপেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় দৈনিক বসুমতী ৬ আগস্ট ১৯১৪ সাল থেকে বের হতে শুরু করে। তার আগে সাপ্তাহিক বসুমতী বের হতো। মাসিক বসুমতী প্রকাশ হয়েছিল ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে। কিছুচিনের জন্য এই পত্রিকার ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ লাভ করেছিল। দৈনিক বসুমতীর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হেমেন্দ্র প্রসাদ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে। এই পত্রিকার অফিসে এসেছিলেন সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সরোজিনী নাইডু, শরৎ বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সহ আরও অনেকে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের 'নারায়ণ' পত্রিকা এখান থেকেই প্রকাশিত হতো। দেশনেতা বিপিন চন্দ্র পাল এবং গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এই পত্রিকা অফিসে আসতেন। সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রথম সংখ্যা 'তিতুমীরের হাঙ্গামা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল।

!! বাঙালীর নববর্ষের একাল ও সেকাল!!

(লেখার এই অংশটি 'হুতোম প্যাঁচার কড়চা' থেকে অনুপ্রাণিত) আজ বাবুর বাড়ী বড় মোচ্ছব !ভোর হতেই গোয়ালিনীরা হাজির হয়েছে, বাঁকে করে দুধ আর চিনিপাতা দই সাথে নিয়ে। ওদিকে শোভা বাজারের মেছুনীরা গলায়, কানে ভারী ভারী পেতলের গয়না পরে ঝাঁকায় করে গঙ্গার ইলিশ নিয়ে এসে হাজির হয়েচে সক্কাল সক্কাল , 'এক্কেরে টাটকা মাঠাউরুন, সকালেরই ধরা, পাঁচসিকে সের, নিয়ে দ্যাকো, ঠকবে নিকো!' সরকার মশায় নিজে বোটেকখানা বাজার থেকে তরিতরকারি, ফল, মিষ্টি সব কিনে, মুটের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে ঢুকলেন এই মাত্তর , এক্কেরে ঘেমেনেয়ে একশা !! বাড়ীর বৌঝিয়ের দল আজ বড়োই ব্যস্ত.....সক্কাল সক্কাল চান সেরে, পাছাপেড়ে শাড়ি পড়ে, নাকে নথ এঁটে, তারা ইতিউতি দৌড়ে বেড়াচ্ছে, আর মাঠাকুরানীর ধমক খাচ্ছে। তাদের রকম সকম দেকে মেছুনী-গোয়ালিনীরা হেঁসে আর বাঁচে না! মাঠাকরুন আজ নিজে নিচে নেমে এয়েচেন সব তদারকী করতে....বয়েস হয়েচে, শরীরও ভারী হয়েচে, ওটানামাও করতে পারেন না আর আগের মতো, দুজন দাসী দুদিক থেকে ধরে নিয়ে, চৌকি পেতে বসিয়ে দিয়েচে দালানের ওপর, তবু ওকান থেকেই তাঁর কড়া নজর চারদিকে! ইদিকে গিন্নিমায়ের নজর এড়িয়ে খিড়কীর দরজার কাছে চুপি চুপি এসে হাজির হয়েচে চিৎপুর থেকে কালু মিয়াঁ , সাথে তার খবরের কাগজে মোড়া বড় গোস্ত ! বাবু আমাদের নব্য যুবক, পাথুরেঘাটার রামমোহনের চ্যালা! সদ্য সদ্য বেম্মো হয়েচেন , ধম্মকম্ম মানেন না, নেহাৎ বাড়ীতে কুলদেবতা পোতিষ্ঠিত, আর বুড়ী মা টাও এখনো বেঁচে, তাই কালুকে বলে দিয়েচেন একটু আড়াল করে আনতে, পরিবারকেও বলে দিয়েচেন যেন বারবাড়ির দিকেই খানসামা দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা হয় , মা যেন যানতে না পারেন ....যানলে পরে বড় দুঃখু পাবেন, বাবুর আবার মনটা বড় নরম !!আস্তে আস্তে সহরে কাঁসরঘন্টার আওয়াজের সাতে সাতে সন্ধে নেবে এলো। রাস্তায় রাস্তায় 'বেলফুল', 'বরফ', 'মালাই', চীৎকার শুনা যাচ্ছে....এরম সময় একে একে বাবুর ইয়ারবক্সীরা এসে হাজির হলেন ! পায়ে তাদের ইংরেজী জুতো, পরনে শান্তিপুরী ডুরে উড়ুনি আর সিমলের ধুতি, আসার পথে সাহেবী শুঁড়ির দোকান থেকে তুলে নিয়ে এয়েচেন ব্র্যান্ডি , হুইস্কি ইত্যাদি, বাবুর ফরমাইশ মতন। ওদিকে খিদিরপুরের হার্পিট সাহেবের বরফকলে কাল থেকে বরাত দেওয়া আচে, সের দুই বরফ পৌঁছে দিয়ে যাবে আর একটু রাত বাড়লে। বারবাড়িতে ফরাস, আরামকেদারা পেতে ওনাদের বসার ব্যবস্তা, সকাল থেকে দুটা চাকর সেখানে মহা ব্যস্ত, সবকিছু ঠিমতোন গোচগাচ কোরে রাখতে হবে বৈকী! কিছুক্ষণের মদ্ধেই সাহেবসুবোরা সব এয়ে পড়বেন যে !আর আসবে আমুদিনী......বাবুর বাঁধা মেয়েমানুষ! নাচে, গানে, খেয়ালে, ঠুমরীতে, একেবারে জমিয়ে দেবে আসর! বলরাম সহিস বিকেল থাকতেই জুড়িগাড়ী জুতে নিয়ে বেরিয়ে গ্যাচে, সোনাগাজি থেকে তাকে নিয়ে আসতে। আজ বাবুর মনে ফূর্তী আর ধরে না........আজ যে বাঙালীর নববর্ষ !!!!ওঃ ! একটা মাস যেন কান পাতা যাচ্ছিল না...... এদিকে ফুটপাথে লোকে লোকারণ্য , এক পা চলার উপায় নেই, পাবলিক রাস্তায় নেমে পড়ছে, তাতে রাস্তা পুরো জ্যাম, তার ওপর চৈত্র মাসের এই ভ্যাপসা গরম, সেল্ফী তুলতেও ইচ্ছে করে না! আর তার সাথে এই চিৎকার, 'স্যাল, স্যাল ,স্যাল স্যাল.....নিয়ে যান বৌদি, একটা কিনলে দুটো ফ্রী , যা যিনিস্ দেব না, এক্কেরে মাকম!! মনেই হবে না কিছু পড়ে আছেন, দাদা একবার দেকলে পরে পুরো ফিদা হয়ে যাবে!!!' ওদিক থেকে তখন আর এক জন, 'এই যে, এদিকে দেখুন মাসিমা , এমন যিনিস্ আর পাবেন না, আজকে নিজে পড়ে কেচে দিন, কালকে দেখবেন মেয়েও পড়তে পারবে.....এক্কেরে ম্যাজিক মাল!!!'দেখতে দেখতে মাস শেষ হয়, এসে যায় পয়লা বৈশাখ....আজকের ভীড়টা যেন একটু 'অন্যরকম'।

লোকসভা নির্বাচনের আগেই পরিস্থিতি কঠিন হচ্ছে

লোকসভার নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিজেপি দল। তারা এখন সেই আগামি নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে মহড়া করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি বিরোধী দলগুলির রাজনৈতিক শক্তি নষ্ট করে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করেছে। কিন্তু করলে কী হবে প্রধানমন্ত্রীকে মোদিকে আক্রমণ করে কংগ্রেস নেতারা রাহুল গান্ধি ক্রমশ তৎপর হতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি আদানি কাণ্ড থেকে শুরু করে তাঁর সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার নিয়ে জোরদার প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন। তার ওপরে আসে পড়েছে কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের বক্তব্য। প্রাক্তন রাজ্যপাল মালিক বলেছেন যে পুলওয়ামার ঘটনার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তাঁকে মুখ বন্ধ করে রাখতে বলেছিলেন। পুলওয়ামারের জঙ্গি হামলায় চল্লিশজন সেনা মারা গিয়েছিল। এই হামলার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দায়ী। ২০১৯ সালের লোকসভার মুখে পুওয়ামার জঙ্গি হামলার জবাব দিতে কাশ্মীরের বালাকোটে হামলা চালায় ভারতীয় সেনারা। বিজেপি দলের নেতারা তা নিয়ে জাতীয়তাবাদের ঢাক পিটিয়ে ছিলেন। ২০২৪ সালের লোকসভার নির্বাচন হওয়ার আগেই সত্যপালের পুওয়ামার ঘটনার সত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তাকে মুখ বন্ধ করে রাখতে বলেছিলেন একটি মাত্র কারণে মুখ খুললে তা পাকিস্তানের দিকে চলে যাবে। কী করে হামলা হলো তার গভীরে না গিয়ে একে অন্য দিরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের সত্য কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ফলে বিজেপি নেতারা খুবই অস্তিত্বে রয়েছে। বিরোধীরা এর জবাবদিহি করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ ব্যাপরে প্রধানমন্ত্রী বা বিজেপি দলের কোন নেতারা মুখ খুলছেন না। একমাত্র বিজেপি দলের আইটি সেলে থেকে বলা হয়েছে সত্যপাল এক এক সময়ে এক এক রকম কথা বলে থাকে। ২০১৯ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারি করবেট ন্যাশনাল পার্কে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। একটি বেসরকারি চ্যানেলের শুটিং এর অনুষ্ঠান করছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাকে ফোনও করেছিলেন।

ঈদের উপহার

দুরন্ত বার্তা, হিলি, ১৬ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া হিলির এক সমাজসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে হিলি বাসস্ট্যান্ডে রমজান উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারেও হিলি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের দুঃস্থ ও অসহায় নারী, পুরুষ ও ছোট বাচ্চাদের মধ্যে ঈদের উপহার হিসেবে নতুন বস্ত্র ও ঈদের প্রয়োজনীও সামগ্রী তাদের তুলে দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিলি থানার আইসি গণেশ শর্মা, বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী কল্যাণ কুমার কুন্ডু, বিকাশ চক্রবর্তী, আশুতোষ সাহা সহ বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দ। সংগঠনের কর্ণধার সাইফুল আলম রানা বলেন, আমরা আপনজনের সদস্যরা মানবজাতির সেবা করার শপথ গ্রহণ করেছি। আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ খুঁজি না, অসহায় দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের লক্ষ্য। আজ যেমন ঈদের প্রয়োজনীও সামগ্রী মুসলিম মা-বোনদের হাতে তুলে দিচ্ছি ঠিক তেমনই দুর্গা পুজোর সময় হিন্দু বিশেষ ভাবে সক্ষম ও দুঃস্থ মা-বোনদের নতুন বস্ত্র হাতে তুলে দিয়ে তাদের নিয়ে জেলার সেরা পুজো মন্ডপ পরিদর্শন করানো হয়। আমাদের সব সদস্যরা হাত ধরে মন্ডপে মন্ডপে ঠাকুর দেখিয়ে তাদের তৃপ্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। দুপুরে একসাথে মধ্যাহ্নভোজন করা হয়। এছাড়াও আমাদের সদস্যদের নিয়ে হিলি ব্লকের ডুমরণ এলাকার মালোপাড়া পাড়ায় সমীক্ষা করে কিছু ছেলে-মেয়েদের টিউশন পড়ানোর দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি সেখানে পড়াশোনা শুরু করতে চলেছি এবং আগামীতে অন্যান্য গ্রামেও করার ইচ্ছে আছে। সবশেষে বলবো সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে সাধ্যমতো সহযোগিতা করার আবেদন রইল আমাদের এই মহতী কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করার। আর যাদের সহযোগিতা না পেলে আমাদের পক্ষে এই মহতী কাজ করা সম্ভব হতো না তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না। তাঁদের কাছে আমাদের প্রত্যেকটি সদস্য চিরকৃতজ্ঞ।

শাশ্বত ভারত রথ

দুরন্ত বার্তা, মাথাভাঙ্গা, ১৬ এপ্রিল ঃ বেলুড় মঠের শাশ্বত ভারত রথ রবিবার সকালে মাথাভাঙ্গা শহর পরিক্রমা করে। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা যুব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ২০১৩ সাল থেকে ভারত পরিক্রমা করা রথটি শনিবারই মাথাভাঙ্গা শহরের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবাসদনে এসে পৌঁছয়। রথটিকে মাথাভাঙ্গা শহরে স্বাগত জানায় মাথাভাঙ্গা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসদনের সদস্য ও ভক্তরা। সেবা সদনের সম্পাদক সুধাংশু দাস বলেন, ২০১৩ সালে বেলুড় মঠের উদ্যোগে স্বামীজির ভাবধারা গোটা দেশে ছড়িয়ে দিতে রথটি পরিক্রমা শুরু হয়। রথটি এবছর গোটা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা পরিক্রমা করে শনিবার ফালাকাটা হয়ে মাথাভাঙ্গা শহরে পৌঁছায়। রবিবার শহরের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবা সদন থেকে সুসজ্জিত রথটিকে নিয়ে শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। বর্তমান সময়ে যুব সমাজকে সঠিক দিশা দেখাতে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা যুব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। এদিন শোভাযাত্রা শেষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সদনে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে আলোচনায় অংশ নেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী প্রভলানন্দজি মহারাজ ও সুদীপ মহারাজ।

অপরাধীদের কৌশলী পরিকল্পনায় নাজেহাল অবস্থা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৬ এপ্রিল ঃ পুলিশকে ঘোল খাওয়াতে কলিং অ্যাপ আর পাংচার এড়াতে টায়ারে নাইট্রোজেন গ্যাস। খুনিদের নিখুঁত পরিকল্পনার কাছে কার্যতই যেন দিশেহারা পুলিশ। তাই হয়তো রাজ্যের খনি অঞ্চলের বেতাজ বাদশা রাজু ঝাকে খুনের বারো দিন পরেও খুনিরা অধরাই রয়ে গিয়েছে। রাজু ঝা হত্যা কাণ্ডে জড়িত শার্প শুটারদের স্কেচ আঁকিয়ে পুলিশ হন্যে হয়ে তাদের খোঁজ চালাচ্ছে। তারই মধ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য, আততায়ীদের নিয়ে পালানো সাদা রঙের অন্য একটি গাড়ির শেষ লোকেশন পুলিশ পেয়েছে বিহারের ভাগলপুরে। আততায়ীরা রাজুকে এলোপাথাড়ি গুলি করার পর নীল বালেনো গাড়িতে চড়ে তারা শক্তিগড় থানার কিছুটা দূর পর্যন্ত যায়। সেখানে নীল গাড়িটি ফেলে রেখে সাদা রংয়ের অন্য আরেকটি গাড়ি চড়ে চম্পট দেয়। বিভিন্ন টোল প্লাজার ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ এমনটাই তথ্য পেয়েছে। এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও পড়শি রাজ্য চষে বেড়িয়ে পুলিশ খুনিদের ব্যবহৃত গতিবিধির তথ্য উদ্ধার করতে পারলেও কিছুতেই খুনিদের নাগাল পাচ্ছে না। ফোন কলের পরিবর্তে খুনিরা 'কলিং অ্যাপ' ব্যবহার করাতেই পুলিশকে এত বিপাকে পড়তে হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। খুনিদের নাগাল পেতে পুলিশের এখন ভরসা খুনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ঝালমুড়ি বিক্রেতার দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী আঁকা খুনিদের স্কেচ। যা এই রাজ্যের প্রতিটি থানা ও পড়শি রাজ্যের পুলিশের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কয়লা পাচার মামলায় রাজু ঝার গত ৩ এপ্রিল ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার দিন ছিল। তার ঠিক একদিন আগে অর্থাৎ গত ১ এপ্রিল রাত পৌনে ৮টা নাগাদ শক্তিগড়ে কলকাতামুখী ২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি ল্যাংচার দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় সাদা রঙের একটি ফরচুনা গাড়ি। ওই গাড়ির চালকের পাশের সিটে বসে ছিলেন রাজু ঝা। একই গাড়ির পিছনের আসনে বসে ছিলেন রাজু ঝার সহযোগী ব্রতীন মুখোপাধ্যায় ও সিবিআইয়ের তদন্তাধীন গরু পাচার মামলায় ফেরার অভিযুক্ত আব্দুল লতিফ। রাজু ঝায়ের গাড়ি শক্তিগড়ে ল্যাংচার দোকানের সামনে দাঁড়ানোর কিছু সময়ের মধ্যেই সেখানে এসে দাঁড়ায় শার্প শুটাদের নীল রঙের একটি চারচাকা গাড়ি। এরপর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ওই গাড়ি থেকে নেমেই দুই শার্পশুটার পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পর পর গুলি চালিয়ে রাজুর শরীর ঝাঁঝরা করে দিয়ে পালিয়ে যায়। রাজুর পিছনের সিটে বসে থাকা ব্রতীন মুখোপাধ্যায়ের শরীরে গুলি না লেগে বাম হাতে গুলি লাগায় তিনি জখম হন। এমন হাড়হিম করা হামলা চালানোর সময়েই বেপাত্তা হয়ে যান আব্দুল লতিফ। অক্ষত থাকেন রাজু ঝার গাড়ির চালক নূর হোসেন। এই পুরো হত্যাকাণ্ড খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন শক্তিগড়ের ঝালমুড়ি বিক্রেতা আবুজিয়া সেখ। পুলিশ ওই ঝালমুড়ি বিক্রেতার মুখ থেকে গোটা ঘটনার বৃত্তান্ত জানে। এমনকি ওই ঝালমুড়ি বিক্রেতার দেওয়া শারীরিক বর্ণনা অনুযায়ী আততায়ীদের স্কেচও আঁকানো হয়। এছাড়াও রাজু খুন হওয়ার দিন রাজু ঝার সঙ্গে একই গাড়িতে আব্দুল লতিফের উপস্থিত থাকার কথা-সহ গোটা ঘটনা উল্লেখ করে নূর হোসেন শক্তিগড় থানায় এফআইআর দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে খুনের ধারায় মামলা রুজু করে ও সিট গঠন করে পুলিশ। পুলিশ তদন্তে নেমেই আততায়ীদের ব্যবহৃত নীল চারচাকা গাড়িটির সন্ধান শুরু করে। ঘটনার দিন গভীর রাতেই শক্তিগড় থানার কাছে নীল গাড়িটির হদিশ পায় পুলিশ। ওই গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, মদের বোতল ও একাধিক নম্বর প্লেট পায়। তার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিস নিশ্চিত হয় ওই নীল গাড়িতে চেপেই আততায়ীরা শক্তিগড়ে এসেছিল। এরপর থেকেই তদন্তকারী সিটের সদস্যদের যাবতীয় কেন্দ্র বিন্দুতে জায়গা করে নেয় ওই লীল চারচাকা গাড়ি। শার্প শুটাররা কোথা থেকে ওই নীল গাড়িতে চাপে এবং কোন কোন পথ ধরে এসে তারা শক্তিগড়ে পৌঁছায় তার তথ্য অনুসন্ধানে নামে। সেই তথ্য পাওয়ার জন্য সিটের তদন্তকারী দল এই রাজ্যের বাঁকুড়া,পুরুলিয়া-সহ পড়শি রাজ্য বিহার ও ঝাড়খণ্ড চষে বেড়ায়। ওইসব জায়গার বিভিন্ন পয়েন্টের ও দীর্ঘ সড়ক পথের একাধিক টোল প্লাজার সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ আততায়ীদের নীল গাড়িটির যাতায়াতের অকাট্য তথ্য প্রমাণ পেয়েছে বলেই খবর। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার দু'দিন বাদ জেলা পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন আশা প্রকাশ করে বলেছিলেন খুব শীঘ্রই 'ব্রেক থ্রু' পাওয়া যাবে। কিন্তু পুলিস সুপার 'ব্রেক থ্রু' পাবার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করলেও তা এখনও জটেই আটকে রয়েছে। তবে সূত্রের খবর, সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে তদন্তকারীরা একপ্রকার নিশ্চিত হয়েছেন এই হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য আততায়ীরা ঘটনার আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়। বিহার, ঝড়খণ্ড, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া হয়ে আততায়ীদের নীল গাড়িটি যে দুর্গাপুরে আসে সেটাও পুলিশ জানতে পেরেছে। এই দীর্ঘ যাত্রা পথে আততায়ীরা তাদের নীল গাড়ির নম্বর প্লেট যে একাধিক বার বদল করেছে। তদন্তে এও উঠে এসেছে ঝাড়খণ্ডের একটি এমআরএফ শোরুমে আততায়ীরা তাদের নীল চারচাকা গাড়ির টায়ারে 'নাইট্রোজেন গ্যাস' ভরে। মদও কেনে ঝাড়খণ্ডের একটি মদের দোকান থেকে। নীল গাড়িটি ৩০ মার্চ দুপুর ২টোর খানিক পর বাঁকুড়ার কালাপাথর টোল প্লাজায় ১৩০ টাকা টোল মিটিয়ে পার হয়। ওই টোলা প্লাজার সিসিটিভি ফুটেজে নীল গাড়িটিতে চারজন সওয়ার থাকার ছবিও ধরা পড়েছে বলে খবর। এছাড়াও দুর্গাপুরের কাঁকশার বাঁশকোপায় টোল প্লাজার সিসিটিভি ফুটেজেও একই গাড়ির সামনের দিকে চালক-সহ দু'জন বসে থাকার ছবি ধরা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। গত ৩১ মার্চ বিকালে কাঁকশার রাজবাঁধে থাকা রাজু ঝার ফরচুনা হোটেলের সামনে নীল গাড়িটির ঘুরপাকের ছবিও সেখানকার সিসিটিভির ফুটেজে ধরা পড়েছে। এছাড়াও ঘটনার দিন দুপুরে রাজু ঝার হোটেলের সামনে দাঁড়ানো সাদা ফরচুনা গাড়িটিতে একটি ট্রলি ব্যাগ ও অফিস ব্যাগের মত অন্য একটি ব্যাগ তোলা হচ্ছিল। এরপর রাজু-সহ বাকিরা ওই সাদা ফরচুনা গাড়িতে চেপে রওনা হওয়ার পরেই নীল গাড়িটি রাজুদের গাড়ির পথ অনুসরণ করা শুরু করে। এদিকে আততায়ীদের ব্যবহার করা গাড়ির এত তথ্য উদ্ধার করা গেলেও পুলিশকে আততায়ীদের ফোন কলের তথ্য ও টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করতে হিমশিম হচ্ছে। তাই মনে করা হচ্ছে পুলিশকে ঘোল খাইয়ে গোটা শুটআউট প্রক্রিয়া সারতে আগাগোড়া 'কলিং অ্যাপ' ব্যবহার করেছে। তাই দুই শার্প শুটারের নাগাল পেতে পুলিশের এখন বড় ভরসা প্রত্যক্ষদর্শী ঝাল মুড়ি বিক্রেতার দেওয়া বর্ণনা অনুযায়ী আঁকা শুটারদের স্কেচ। যা ইতিমধ্যেই এই রাজ্যের বিভিন্ন থানা ও পড়শি একাধিক রাজ্যের থানায় পাঠানো হয়েছে। এইটুকু করেই অবশ্য হাল ছাড়েনি পুলিশ। শুটারদের জালে পুরতে তদন্তকারীরা সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

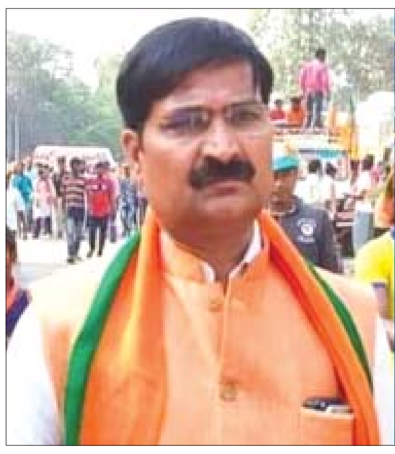

বিপুল আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার কারবারি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক অস্ত্র কারবারিকে গ্রেফতার করে সাফল্য পেল পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে বৈষ্ণবনগর থানার ১৮ মাইল এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই অস্ত্র কারবারিকে গ্রেফতার করেন বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ আধিকারিকরা। ধৃতের থেকে উদ্ধার হযেছে তিনটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, পাঁচটি ম্যাগাজিন ও নয় রাউন্ড কার্তুজ। বেশ কিছুদিন ধরেই পুলিশের কাছে অভিযোগ আসছিল, মালদায় অস্ত্র ঢুকছে। সেই খবর অনুযায়ীই শনিবার গভীর রাতে গোপন সূত্র কাজে লাগিয়ে ১৮ মাইল এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। রাকিমুল শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। রাকিমুলের বাড়ি মালদারই কালিয়াচক থানা এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় দুটি সেভেন এমএম পিস্তল এবং একটি নাইন এমএম পিস্তল। এর সঙ্গে, পাঁচটি ম্যাগাজিন এবং নয় রাউন্ড কার্তুজও উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই আগ্নেয়াস্ত্রগুলো কালিয়াচক থেকে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবনগরে নিয়ে আসা হয়েছিল। রাকিমুল কোথা থেকে এই সব আগ্নেয়াস্ত্রগুলো কিনেছিল এবং কোথায় সেগুলো বিক্রি করত, সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এইভাবে পুলিশের অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় স্বভাবতই খুশি রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের তরফে রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, পুলিশ ও প্রশাসন ভালো কাজ করছে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই অস্ত্র উদ্ধার থেকেই প্রমাণ হয়ে গেল যে পুলিশ ও প্রশাসন নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করছে। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, ধৃতকে আদালতের মাধ্যমে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করা হচ্ছে। তিনি জানান, এই অস্ত্র রাকিমুল কোথা থেকে পেয়েছে, সেটা জানা গেলে, অস্ত্রের আমদানি বন্ধ করতে পুলিশের সুবিধা হবে। মালদা শহরের পাশেই প্রতিবেশী রাজ্য। পাশাপাশি, এই জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তও আছে। আর, সেই সব সীমান্ত দিয়ে এই জেলায় অস্ত্র এবং মাদকের আমদানির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এবার, রাজ্য সরকারের কঠোর নির্দেশে সেসব রুখতে বিশেষভাবে নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ।

অমিতের অনুপ্রবেশ মন্তব্যে ফিরহাদের অভয়বানী

দেবশ্রী মজুমদার, সিউড়ী, ১৬ এপ্রিল ঃ তৃণমুল কংগ্রেস না থাকলে অনুপ্রবেশ থাকবে না এমন মন্তব্য এই সিউড়ীতে এসে করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আমি তাঁকে বলি, বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এখন কেউ ঢোকে না। এখন যাঁরা এখানে থাকেন, তাঁরা সবাই ভারতীয়। তারা ঘুষপেটিয়া নয়। এভাবেই সিউড়ী ইরিগেশন কলোনি মাঠের সভায় অমিত শাহর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে বাংলার মানুষকে আশ্বস্ত করেন ফিরহাদ। তিনি বলেন, আপনি যদি এখন ঘুষপেটিয়ার অভিযোগ তোলেন, তাহলে আমি বলবো কেউ যদি ঘুষপেটিয়া ঢোকায় তার দায়িত্ব আপনার। কারণ আপনার ডিপার্টমেন্ট বিএসএফ এর জন্য দায়ী। এদিনের ঠাঁঠা রোদে সভা মাঠে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। রোজা রেখেও বহু মানুষ সভায় হাজির হন। সভায় মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, চন্দ্রনাথ সিনহা, বিকাশ রায় চৌধুরী, অভিজিৎ সিনহা সহ সমস্ত বিধায়ক এবং বীরভূম লোকসভা সাংসদ শতাব্দী রায় এবং বোলপুর লোকসভা সাংসদ অসিত মাল উপস্থিত ছিলেন। এদিন ফিরহাদ বলেন, শুক্রবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই সিউড়ীতে এসে বেশ কিছু কথা বলেছেন, তার জবাব দেওয়া জরুরি। সেই কাজটার জন্য এসেছি। অমিত শাহ বলেছেন, রামনবমী করার জন্য বিজেপিকে আনুন। আমি বলি, শ্রীরামের বিভিন্ন ভক্তরা তেরোশো মিছিল করেছে এই রাজ্যে। কোথাও কোনো অশান্তি হয় নি। কিন্তু আমার প্রশ্ন গুজরাটের ভদরা, মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ, বিহারের সাসারাম, দিল্লির জাহাঙ্গীর নগরে কেন দাঙ্গা হলো? তার জবাব দিন। হাওড়ার দুই জায়গাই ঝামেলা বাঁধানোর চেষ্টা করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ। সেখানে তারা উস্কানি দিয়েছে। গণ্ডগোল বাঁধানোর চেষ্টা করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক দক্ষতায় তা রুখে দিয়েছেন। দিল্লিতে ৫২ জন দাঙ্গার বলি হলো। উত্তরপ্রদেশে এনকাউন্টার হয়। আমাদের এখানে অভিযুক্তকে আইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়, কোনো হিউম্যান রাইটস লঙ্ঘন হয় না। তাই বাংলা উত্তরপ্রদেশ হোক, গুজরাট হোক বাংলার মানুষ চায় না। এদিন অনুব্রতর নাম না করে ফিরহাদ সাহেব বলেন, গরুপাচার কাণ্ডে আমাদের নেতাকে ধরা হয়েছে। গরু কোথা থেকে পাচার হয়? তার উত্তর হলো উত্তরপ্রদেশ থেকে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগীজী। গরু কোথায় যায়? বাংলাদেশে বর্ডারে হয়ে। সেই বর্ডার পাহারা দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। তাহলে গরু পাচারে মূল অভিযুক্ত কারা? আপনারা টাকা নেবেন, আর তৃণমূলকে দোষ দেবেন? এদিন আক্রমণের সুর চড়িয়ে ফিরহাদ বলেন, অমিতজী! একুশের বিধানসভায় বলেছিলেন, আগলি বার, দুশো পার। আর নিজেরাই হলেন পগার পার। এবার ৩৫টি আসন পাওয়ার কথা বলছেন। এবার আমরা বলছি, পঁইত্রিশ, তোমরা ফিনিশ। বিজেপিকে হুঁশিয়ারী দিয়ে ফিরহাদ বলেন, দিল্লি, উড়িষ্যায় আপনারা নেই। উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ রেডি। কর্ণাটকও হাতছাড়া হলো বলে। মহারাষ্ট্র ও গোয়াতে ব্যাকডোর দিয়ে ঢুকেছো। ভেবেছিলে, সেভাবেই বাংলায় ম্যানেজ হবে। দেড়শো সিট ম্যানেজ হলে, ব্যাক ডোর দিয়ে ঢুকবে। কিন্তু বাংলার মানুষ পগার পার দেখিয়েছে। অমিত শাহের দুর্নীতি নিয়ে কটাক্ষ প্রসঙ্গে জোরদার জবাব দিয়ে ফিরহাদ বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর টালির বাড়ি। কোনো নবান্নে চায়ের বিলটাও নিজে দেন। বিধায়ক ও সাংসদের টাকা কোনোদিন নেন নি। সৎ সাহস থাকলে আপনারা বলতেন, আপনার কাছে সততা শিখতে হবে। তাই তৃণমূল নেতা কর্মীদের বলতে হবে দিদি সততার প্রতীক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাউকে কাউকে বিশ্বাস করেছেন। বিশ্বাস করা তো দোষ নয়। মাঝেমধ্যে প্রেসকে নিয়ে ধাপ্পা দেওয়া হচ্ছে। তারপর কেন্দ্রীয় এজেন্সি ব্যবহার করে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তৃণমূল নেতা কর্মীদের গ্রেফতারী প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেন, অমিতজী! আপনিও একদিন অ্যারেস্ট হয়েছিলেন। ক্ষমতার আগে আপনার গ্রেফতারিকে রাজনৈতিক হিংসা চরিতার্থতা বলেছিলেন। ক্ষমতায় আসার পর সিবিআই আপনাকে ক্লিনচিট দিল। তাহলে আমারটা কেন নয়? সিউড়ীতে এসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন অমিত শাহ। তার প্রত্যুত্তরে ফিরহাদ বলেন, নতুন প্রজন্ম এলে আপনাদের জ্বালা ধরে কেন? কেউ শিল্পপতি হয়েও রাজনীতিতে এলে আপনার জ্বালার কারণ কী? কিন্তু আপনারা নীরব মোদির ব্যাপারে নীরব কেন? সারাদিন টিভিতে টিএমসি চোর, এসব বলে যান। শুভেন্দু অধিকারীর নাম না করে ফিরহাদ বলেন, বিজেপি কি ওয়াশিং মেশিন? বিজেপিতে চোর গেলে সাধু হয়। সিসোদিয়া চোর, কেজরিওয়াল চোর, অখিলেশ চোর, আর আপনারা সাধু। আমার আপনার ট্যাক্সের বারো হাজার কোটি টাকা বাইরে চলে গেল। বিরোধীরা বললো, তদন্ত হোক। দিলেন না। রাজ্যপাল সত্যপালজী বলেছেন, পাঁচটি এয়ারক্রাফট চেয়েছিলাম। দিলে পুলওয়ামায় এত জওয়ান শহীদ হতেন না। কিন্তু তখন আপনারা চুপ থাকলেন। পাবলিসিটি নরেন্দ্র মোদি এখন চুপ মিনিস্টার। ভিক্টোরিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেন, ওখানে কয়েকজন বাঁদর লাফালাফি করেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চুপ থাকলেন। কিন্তু বাংলার সৃষ্টি কৃষ্টির মধ্যে অসভ্যতা নেই। শেষে বামেদের বিঁধতে ফিরহাদ বলেন, সিপিএম তোমরা বলো, টিএমসিকে ভোট দিয়ে কী লাভ? আমি বলি, বিজেপির সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কে লড়াই করতে পারে? বিজেপির সঙ্গে আণ্ডারগ্রাউণ্ড আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং কাদের হয়? বাংলায় ৬৭টি প্রকল্প চলছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলা। তাই বাংলাকে এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট রাজ্য বানাবেন না।

পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব নাগরিকরা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৬ এপ্রিল ঃ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা স্যানিটারি ন্যাপকিন, একই সঙ্গে শ্মশানের মানুষের আধপোড়া মাংস কুকুর কিংবা কাক নিয়ে যাচ্ছে। আবার ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ফেলা আবর্জনায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ায়, বিষাক্ত ধোঁয়ার মধ্যে থাকতে হচ্ছে। শ্মশানে জৈব সার তৈরির যে ঘর রয়েছে, সেখান থেকে প্রচন্ড দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। মশা, মাছির উপদ্রব তো রয়েছেই। এছাড়াও রায়ডাক নদীবক্ষের একাংশে শহরের আবর্জনা ফেলায় নদীর আগামীদিনে গতিপথ পরিবর্তন হতে পারে। এমনই সব অভিযোগ তুলে রবিবার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন তুফানগঞ্জ শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের গোডাউন মোড় ও কামাত ফুলবাড়ী এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার তুফানগঞ্জের রায়ডাক সেতু এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। অবরোধের জেরে বক্সিরহাট কোচবিহার রুটে যানজট সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ও তুফানগঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন। পুলিশ ও ভাইস চেয়ারম্যানের আশ্বাসে পথ অবরোধ তুলে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা শম্পা রায় বলেন, তুফানগঞ্জ শহরের ডাম্পিং গ্রাউন্ড, শ্মশান ও জৈব সার তৈরির কেন্দ্র তুফানগঞ্জ শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের রায়ডাক নদীর চরে অবস্থিত। শ্মশান ও ডাম্পিং গ্রাউন্ডের পাশে ঘন জনবসতি রয়েছে। শহরের যাবতীয় আবর্জনা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হয়। সেখানে দুর্গন্ধে বাড়িতে থাকা যায় না। আবর্জনায় ধরানো আগুনে প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হয়। তুফানগঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন বলেন, আপাতত জৈব সার তৈরির কাজ বন্ধ থাকবে। স্থানীয়দের সমস্যার কথা শুনেছি। তা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

রপ্তানি কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ এপ্রিল ঃ চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত আবহাওয়া অনুকূল আম চাষে। প্রাকৃতিক কোনো বিপর্যয় না হলে জেলায় রেকর্ড পরিমাণ আম উৎপাদনের সম্ভাবনা। তাই ইতিমধ্যে মরশুমের শুরু থেকেই আম বিদেশে রপ্তানি করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে অ্যাপেডা এবং মালদা উদ্যানপালন দপ্তর। মূলত এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে অ্যাপেডার উদ্যোগে এবং মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আম রপ্তানি নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মালদা শহরের সর্বমঙ্গলা পল্লী এলাকায় রবিবার সকালে জেলার আমচাষীদের নিয়ে আম রপ্তানি উপর এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অ্যাপেডার রিজিওনাল হেড সন্দীপ সাহা, হর্টিকালচার দপ্তরে ডেপুটি ডাইরেক্টর সামন্ত নায়েক, মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা সহ রাজ্যের বিভিন্ন রপ্তানিকারকরা। এই বিষয়ে মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, গত বছর অ্যাপেডার মাধ্যমেই মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার ৩৪ টি প্রজাতি আম বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছিল। এবছর মালদায় ব্যাপক হারে আমের ফলন আশা করা হচ্ছে। তাই আমের রপ্তানি নিয়ে এই বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় আম চাষিদের নিয়ে। যাতে চাষীরা লাভের মুখ দেখে।

অনন্ত আশ্বাসবানী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি,১৬ এপ্রিল ঃ নেপালে রাজবংশী সম্প্রদায়ের অনুরোধে সিরুয়া উৎসবে যোগ দিতে দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে নেপালে যান জিসিপিএ সুপ্রীমো অনন্ত মহারাজ। এদিন নেপাল ঢোকার মুখে তিনি জানান এতে দুই দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি মেলবন্ধন হবে। পাশাপাশি ফের আলাদা রাজ্যের প্রসঙ্গকে জোরালো করলেন জিসিপিএ সুপ্রীমো অনন্ত মহারাজ। সিরুয়া উৎসবে যোগ দিতে এদিন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রসঙ্গে মুখ খুলেন তিনি। আলাদা রাজ্য নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। এটাতো ফাইনাল হয়ে গিয়েছে। আলাদা রাজ্য হচ্ছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হবে এতে কোনো দ্বিমত নেই। স্বাধীনতার পর থেকে এখানে তেমন উন্নয়ন হয়নি। তবে শীঘ্রই হচ্ছে। এর ফলে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হবে।

তীব্র দাবদাহে ঘূর্ণিঝড় হলদিয়ার বুকে

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ১৬ এপ্রিল ঃ তীব্র দাবাদহে হাঁসফাঁস সাধারণের জনজীবন। তার মাঝে হঠাৎ ঘূর্ণিঝড়ের দেখা মিলল রবিবার দুপুরে। আতঙ্কিত হলদি নদী তীরবর্তি হলদিয়া শিল্পাঞ্চলের সিটি সেন্টারের পথচলতি মানুষ। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সাধারণ মানুষ প্রকাশ্য দিবালোকে প্রকৃতির এই তাণ্ডব দেখতে পেল। গত কয়েক দিন ধরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তাপমাত্রা দীর্ঘ কয়েক বছরের থেকে অনেকটাই উর্দ্ধে, কখনও ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস আবার কখনও ৪৩ ডিগ্রির ঘর ছাড়িয়েছে। এর মাঝেই হঠাৎই ঘূর্ণিপাক, অতিরিক্ত গরমের ফলেই এই ধরনের ঘূর্ণিপাক দাবি আবহাওয়াবিদদের। এলাকার মানুষজন বেশকিছুটা আতঙ্কিত। পার্শ্ববর্তী হলদি ও হুগলি নদী থেকেই তৈরি হওয়া এই ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ে রবিবার সিটি সেন্টারের বুকে প্রকাশ্য রাস্তার ওপর, এমনটাই দাবি স্থানীয়দের। তবে প্রথমবার টর্নেডো ধরণের এই ঘূর্ণিঝড় বেশ কয়েকটি জায়গায় দেখতে পান পথচারীরা। আকর্ষণের পাশাপাশি ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে এই টর্নেডো টাইপ ঘূর্ণিঝড়। রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ হলদিয়া সিটি সেন্টার বাসস্ট্যান্ডের কাছে প্রায় ১৫-২০ মিনিট ধরে দেখা যায় টর্নেডো। ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরপাক খেয়ে উপরে উঠতে দেখা গেল ধুলোর 'মেঘ'কে। যদিও সেটা ক্ষণস্থায়ী। অতিরিক্ত গরমের ফলেই এই ধরনের ঘূর্ণিপাক বলে দাবি স্থানীয়দের। এলাকার মানুষ বেশ কিছুটা আতঙ্কিত। অনেকেই রবিবার দুপুরে মোটর সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এই ধরনের ঘূর্ণিঝড় দেখে হতচকিত হয়ে পড়েন। কেউ কেউ আবার ভয় পেয়ে ছোটাছুটি শুরু করেন। অনেকে আবার মোবাইল ফোনে সেই ঘূর্ণিঝড়ের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন। বেশ কয়েক মিনিট বিভিন্ন স্থানে এই ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি হয়। তারপর ধীরে ধীরে তা শক্তি হারায়। অতিরিক্ত তাপপ্রবাহের দরুন ভূগর্ভস্থ উত্তপ্ত হয়ে যাওয়ার এই ধরনের ঘূর্ণিঝড় স্থানীয়ভাবে উৎপত্তি হচ্ছে বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা। হলদিয়ার এক শিক্ষক কৃষ্ণেন্দু মাইতি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, চড়া রোদে বাতাস গরম হয়ে যায়। তখন একটা শূন্যস্থান তৈরি হয়। আর সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে দ্রুত ছুটে আসে গরম বাতাস। তখনই এই টর্নেডো সৃষ্টি হয়। তবে প্রথমবার টর্নেডো টাইপ এই ঘূর্ণিঝড় বেশ কয়েকটি জায়গায় দেখতে পান সকলে। আকর্ষণের পাশাপাশি ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে এই টর্নেডো টাইপ ঘূর্ণিঝড়। তবে আগামী দু'দিনে আরও গরম বাড়বে বলেই আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর। এখন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

পড়শি জেলায় বিপুল সম্পত্তি জীবনের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৬ এপ্রিল ঃ আপাতত নিজের বাড়িতে সিবিআই-এর নজরবন্দি তৃণমূলের বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। সূত্রের খবর এদিন সকালেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিবিআই আধিকারিকরা। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলে সম্পত্তির উৎস নিয়ে। এদিকে জীবনকৃষ্ণ সাহার নিজের গ্রামবাসীরাই নেতার শাস্তির দাবি তুলেছেন। প্রসঙ্গে ২০২১-এর নির্বাচনে নিজের গ্রামেই পিছিয়ে ছিলেন বড়ঞার বিধায়ক। তৃণমূলের শিক্ষক নেতা জীবনকৃষ্ণ সাহার বিপুল সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গিয়েছে মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি বীরভূম থেকেও। সিবিআই সূত্রের খবর, নিজের নামেই কোটি কোটি টাকার জমি কিনেছিলেন বড়ঞার বিধায়ক। জমি কেনার সরকারি নথির কিছু অংশ ইতিমধ্যেই সিবিআই আধিকারিকদের হাতে এসেছে। ২০১৮-২২ সালের মধ্যে কয়েক কোটি টাকার জমি কেনা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জমি কিনেছিলেন কেষ্টভূম বীরভূমেও। সিবিআই সূত্রে খবর, প্রাপ্ত নথি অনুযায়ী, বোলপুর পুরসভা এলাকায় সাড়ে পাঁচ কাঠা জমি কিনেছিলেন বিধায়ক। যে এলাকার বিধায়ক জমি কিনেছিলেন, সেই জায়গায় জমির দরটাও অনেকটাই বেশি বলে জানা গিয়েছে। এর পাশাপাশি আরও বেশ কিছু জায়গায় বিধায়কের সম্পত্তি রয়েছে। সূত্রের খবর, শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ এলাকায় চার কাঠা জমি রয়েছে বিধায়কের নামে। শুধু তাই নয়, সাঁইথিয়া পুরসভা এলাকাতেও তাঁর নামে সব মিলিয়ে প্রায় ২৪ কাঠা জমি রয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। সাঁইথিয়া পুর এলাকায় তাঁর একটি তেলকল রয়েছে বলেও সিবিআই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। এছাড়াও তিনি কোল্ড স্টোরেজ ও রাইস মিলের মালিক বলেও সিবিআই সূত্রের দাবি। বীরভূমে বিধায়কের একাধিক ফ্ল্যাটের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বলেও সূত্রের দাবি। বিধায়কের এই বিপুল অঙ্কের সম্পত্তি কীভাবে হল, সেই বিষয়টিও নজরে রয়েছে সিবিআই-এর। নিয়োগ দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করতেই এই বিপুল অঙ্কের সম্পত্তি, তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। এদিকে ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বড়ঞার আন্দি গ্রামে নিজের বুথেই পরাজিত হয়েছিলেন জীবনকৃষ্ণ সাহা। তারপর থেকে তিনি আন্দি গ্রামে কোনও উন্নয়ন করতে চাননি বলেই স্থানীয়দের অভিযোগ। আর সেই কারণেই এবার গ্রামের বাসিন্দারা জীবনকৃষ্ণ সাহার শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন। গ্রামের বাসিন্দা গৌর কর্মকার সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন মানুষের টাকা নিয়ে অনৈতিক কাজ করেছেন।

নিম্নমানের রাস্তার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ১৬ এপ্রিল ঃ রাস্তা তৈরির কাজ মাত্র একমাস হয়েছে, এরই মধ্যে উঠে যাচ্ছে রাস্তার কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী, হাত দিয়ে ঘষলেই উঠে আসছে পাথর-বালি। এমনই অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখালো রায়গঞ্জের বাহিন গ্রামপঞ্চায়েতের মহারাজপুর এলাকার বাসিন্দারা। প্রায় আট লক্ষ টাকার বিনিময়ে দুশো মিটার রাস্তার কাজ করা হলেও সেই রাস্তা সঠিক ভাবে করা হয়নি তাই এদিন সকাল থেকে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। আর এই বিক্ষোভের কথা শুনে স্থানীয় তৃণমূল নেতা হামজাদ আলি ঘটনাস্থলে এলে তাকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। বিধায়কের তহবিল থেকে এই কাজ হয়েছে এবং এই কাজে কারচুপি করা হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। যদিও নিম্নমানের কাজ মানতে নারাজ হামজাদ আলি। ওই তৃণমূল নেতার দাবি, স্থানীয়রা কেউ এই বিক্ষোভে নেই। বিজেপির লোক শাবল দিয়ে রাস্তা খুঁড়ে দল ও বিধায়ককে বদনাম করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে বিজেপি জেলা ওবিসি মোর্চার সভাপতি অজিত কুমার পাল বলেন, কয়েকদিন হলো রাস্তাটির কাজ হয়েছে কিন্তু এরমধ্যেই রাস্তার পাথর বালি উঠে যাচ্ছে রাস্তায় ফাটল ধরেছে। দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তার দাবি ছিল স্থানীয় মানুষের। বিধায়ক ঘনিষ্ঠ লোক এই রাস্তায় ঠিকাদারির কাজ করলেও অতি নিম্নমানের কাজ করেছে যার অর্ধেক টাকা বিধায়কের পকেটে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন অজিতবাবু।

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে পুরানো গানের নস্টালজিয়া

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৬ এপ্রিল ঃ গান্ধর্বী সোসাইটির বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে অশীতিপর রসায়নের অধ্যাপক মলয় মজুমদার বাঙালিকে নস্টালজিক করতে হারমোনিয়ামে সুর তুললেন 'ও আমার মন যমুনার অঙ্গে অঙ্গে ভাব তরঙ্গে কতই খেলা। বধূ কি তীরে বসেই মধুর হেসে দেখবে শুধু সারাবেলা?' আবার কখনও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের 'এই মেঘলা দিনে একেলা ঘরে থাকে না তো মন', 'আকাশ প্রদীপ জ্বলে' কিম্বা গায়ত্রী বসুর গান 'ওই বাজে কিনি কিনি রিনিঝিনি' বাঙালির মনকে বছরের শুরুতেই এক পলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল কোন সুদূরের ঠিকানায়। আবার বাচ্চাদের কণ্ঠে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-'মা সরস্বতী বিদ্যেবতী তোমায় দিলাম খোলা চিঠি কিম্বা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় 'আহা শিব ঠাকুরের গলায় দোলে বৈঁচি ফলের মালিকা' আগত বাঙালির মনোহরণ করে নিল এক মুহূর্তে। এই কোলাজ অনুষ্ঠানে ছিল আবৃত্তি। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেন গান্ধর্বীর কর্ণধার চৈতি মজুমদার। সঙ্গে গান্ধর্বীর একরাশ কুশীলব।

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

বয়স বাড়ার সাথে সাথে জরুরি কিছু স্বাস্থ্য পরীক্ষা

দুরন্ত বার্তা ঃ অসুখ না হলে চিকিৎসকের কাছে সাধারণত কেউ যায় না এবং তেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করারও প্রয়োজন মনে করে না। কিন্তু ছোট হোক বা বড়, সুস্থ হোক বা অসুস্থ-প্রত্যেক মানুষের জন্যই বিভিন্ন বয়সে মেডিক্যাল চেক আপ বা রুটিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। নিয়মিত মেডিক্যাল চেক আপের মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা অসুখগুলো নিরূপণ করে সঠিক চিকিৎসা দিয়ে জটিলতা এড়ানো যায়। রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা স্ক্রিনিংয়ের সাহায্যে রোগের উপসর্গ দেখা দেওয়ার আগেই রোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু কার জন্য কোন স্ক্রিনিং, তা নির্ভর করে লিঙ্গ, বয়স, পারিবার, রোগের ইতিহাস ইত্যাদির ওপর। এই ধরনের পরীক্ষা পুরুষ-নারীভেদে কিছুটা আলাদা। এ জন্য ভবিষ্যতে জটিলতা এড়াতে বিভিন্ন বয়সে প্রত্যেকের কিছু না কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত।

২০ বছর বয়সের পর

সিবিসি ঃ সিবিসি মানে হলো কম্প্লিট ব্লাড কাউন্ট। ব্লাড সেল টাইপ এবং ব্লাড সেলের কাউন্ট বা পরিসংখ্যান জানতে পরীক্ষাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা দেখে চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন ব্লাড সেল স্বাভাবিক কি না, শরীরে কোনো ইনফেকশন আছে কি না, রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কত ইত্যাদি। এই পরীক্ষা অনেক সার্জারি বা অপারেশনের আগেও করতে বলা হয়। নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বা রুটিন চেক আপে এই পরীক্ষাটি করা দরকার।

প্রি-ডায়াবেটিস চেক ঃ ২০ বছর বয়সের পর প্রি-ডায়াবেটিস চেক করানো দরকার। বিশেষ করে ওজনাধিক্য থাকলে বা বংশে কারোর ডায়াবেটিস থাকলে এ ব্যাপারে বেশি সতর্ক হতে হবে।

দাঁতের পরীক্ষা ঃ দাঁতকে বলা হয় সার্বিক স্বাস্থ্যের জানালা। এ জন্য নিয়মিত দাঁতের পরীক্ষা ও ক্লিনিং বা স্কেলিং গুরুত্বপূর্ণ। দন্ত চিকিৎসকরা তাই প্রতি ছয় মাস পর পর ক্লিনিং বা স্কেলিং ও মুখের পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

৩০ বছর বয়সের পর

লিপিড প্রোফাইল ঃ রক্তের কোলেস্টেরল নির্ণয় করার পরীক্ষা এটি। ফাস্টিং কোলেস্টেরল টেস্ট বা খালি পেটে পরীক্ষাটি করা ভালো। এর মাধ্যমে এইচডিএল, এলডিএল, ট্রাইগ্লিসারাইড, ভিএলডিএল এবং টোটাল কোলেস্টেরলের মাত্রা দেখা হয়। এইচডিএল হালো ভালো কোলেস্টেরল, যার মাত্রা বেশি থাকলে ভালো। কম হলে বিপত্তি ঘটতে পারে। আর এলডিএল হলো মন্দ কোলেস্টেরল, যার পরিমাণ কম থাকা ভালো।

কিডনি ও মূত্রসংক্রান্ত ঃ কারো কিডনি ভালোভাবে কাজ করছে কি না, প্রস্রাবে অ্যালবুমিন যাচ্ছে কি না, মূত্রনালিতে ইনফেকশন রয়েছে কি না-এসব জানতে ইউরিন আরএমই, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ইলেকট্রোলাইট, ইউরিক এসিড পরীক্ষাগুলো মাঝেমধ্যে করা দরকার। এ ছাড়া রুটিন আল্ট্রাসনোগ্রাম করলে পিত্তথলি বা কিডনির পাথর, কিডনি ফুলে যাওয়া, প্রস্টেট বড় হওয়া, জরায়ুর টিউমার বা ডিম্বাশয়ের সিস্ট ইত্যাদি ধরা পড়ে।

কারো কিডনি রোগ হোক বা না হোক, পূর্ণবয়স্ক প্রত্যেকের বছরে অন্তত একবার পরীক্ষাগুলো করা উচিত। আর যাদের উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস রয়েছে এবং বংশে কিডনি রোগী ছিল বা আছে, তাদের বছরে দুইবার এই পরীক্ষাগুলো করা উচিত।

লিভার ফাংশন টেস্ট ঃ নানা কারণে যকৃৎ বা লিভারের কার্যকারিতা হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু এটি বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। রক্তের SGPT পরীক্ষা করালে কিছুটা বোঝা যায়। এর মাত্রা প্রায়ই অনেকের বেশি থাকে কিন্তু বেশির ভাগ কারণ থাকে ফ্যাটি লিভার বা যকৃতের কোনো গোপন সংক্রমণের কারণে। SGPT স্বাভাবিকের তুলনায় আড়াই গুণ বেশি হলে অবশ্যই সজাগ হতে হবে। আবার পেটের আল্ট্রাসনোগ্রাম দেখেও বোঝা যাবে, লিভারে চর্বি জমেছে নাকি কোনো দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ, লিভার সিরোসিস ইত্যাদি হয়েছে। এ ছাড়া HBs-Ag পরীক্ষার মাধ্যমে হেপাটাইটিস ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে কি না বা হেপাটাইটিস পজিটিভ বা নেগেটিভ বোঝা যায়।

থাইরয়েড ঃ থাইরয়েড হরমোনের যেকোনো ধরনের পরিবর্তনের কারণে শরীরে মারাত্মক পরিবর্তন হতে পারে। যেকোনো বয়সে থাইরয়েডজনিত সমস্যা হতে পারে, তবে সাধারণত ৩০ বছর বয়সের পর থেকে থাইরয়েড হরমোনের পরিবর্তন শুরু হয়। এ জন্য ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন বা T3, থাইরক্সিন বা T4, TSH নামের থাইরয়েডের কিছু পরীক্ষা করা দরকার। এর মাধ্যমে জানা যাবে অতিরিক্ত ওজন বাড়া, চুল পড়ে যাওয়া, নখ ভাঙা, অবসাদ অথবা অন্য কোনো রোগের কারণ সম্পর্কে। সাধারণত T4 হরমোনের বড় অংশ আবার T3 রূপান্তরিত হয়ে কাজ করে। ৩৫-উর্ধ্ব বয়সী, বিশেষ করে নারীদের চিকিৎসকের পরামর্শে এই পরীক্ষাগুলো করা দরকার।

রক্তচাপ নির্ণয় ঃ রক্তচাপ বেড়ে গেলে বা কমে গেলে এর তেমন কোনো উপসর্গ থাকে না। তবে রক্তচাপ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক হতে পারে। নিয়ন্ত্রণে রাখলে বরং হার্টের নানা রোগ, কিডনি রোগের ঝুঁকি ইত্যাদি কমানো যায়। একজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপের মাত্রা ১২০/ ৮০। তবে রক্তচাপ যদি ১৪০/৯০ বা এর ওপরে হয়, তবে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলা হয়। এ জন্য প্রত্যেকেরই নিয়মিত রক্তচাপ মাপা উচিত। একটা বিপি মেশিন কিনে বাড়িতে রাখলে পরিবারের সবার জন্যই উপকার হয়।

৪০ বছর বয়সের পর

চক্ষু পরীক্ষা ঃ গ্লুকোমা, ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথিসহ অনেক চক্ষুরোগে প্রাথমিক পর্যায়ে তেমন উপসর্গ থাকে না। এ জন্য মাঝেমধ্যে চক্ষু পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। চক্ষু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চোখের কোনো সমস্যা আগেভাগে নির্ণয় করে চিকিৎসা নিলে ভবিষ্যৎ জটিলতা এড়ানো যায় বা দৃষ্টিশক্তি হারানো থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বয়স ৪০ হলেই চোখ পরীক্ষা করতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

ডায়াবেটিস ঃ কারো ডায়াবেটিস আছে কি না বা থাকলেও মাত্রা কত-এটা জানতে আট ঘণ্টা বা এর অধিক সময় খালি পেটে থেকে রক্ত পরীক্ষা করতে হয়। এ ছাড়া রক্তের HbA1c পরীক্ষা এবং গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট বা GTT পরীক্ষা করা উচিত। ৪০ বছরের উর্ধ্বে সবারই ডায়াবেটিস নির্ণয়ে প্রতিবছর অন্তত দুইবার রক্ত পরীক্ষা করা উচিত। বিশেষ করে পরিবারের অন্য কারো ডায়াবেটিস থাকলে বা অন্য কোনো ঝুঁকি থাকলে আরো আগেই এই পরীক্ষাগুলো করা উচিত। একান্ত সম্ভব না হলে, ডায়াবেটিস মাপার মেশিনে এক ফোঁটা রক্ত দিয়েও পরীক্ষাটি করে জেনে নেওয়া যায় কারো ডায়াবেটিস হয়েছে কি না।

রেক্টাল টেস্ট ঃ ৫০ বছরের পর থেকে প্রতিবছর এই স্ক্রিনিংটা করা জরুরি। বিশেষ করে পায়ুপথে রক্ত গেলে রেক্টাল টেস্ট করা জরুরি হয়ে পড়ে। অবহেলায় তা কোলন ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে। বৃহদন্ত্রে বা কোলনের ভেতরের দেওয়ালের পর্দা থেকে অস্বাভাবিক আঙুরের থোকার মতো গোটা বা পলিপ থেকেই বেশির ভাগ কোলোরেক্টাল সমস্যা বা ক্যান্সার হয়। এ জন্য রোগীকে অজ্ঞান করে পায়ুপথে নমনীয় ক্যামেরাযুক্ত টিউব ঢুকিয়ে কোলোনোস্কোপি পরীক্ষার মাধ্যমে অন্ত্রের ভেতরটা দেখা হয় এবং পলিপ পাওয়া গেলে ওই সময়ই ফেলে দেওয়া যায়। আবার রোগীকে অজ্ঞান না করেও অন্ত্রের নিচের দিকটি দেখা যায়। এর নাম ফ্লেক্সিবল সিগময়ডোস্কোপি পরীক্ষা।

ভিটামিন ডি ঃ হাড়ের প্রয়োজনীয় গঠন, বৃদ্ধি ঠিক রাখার জন্য শরীরের অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান ভিটামিন ডি। কম মাত্রায় থাকলে ভিটামিন ডি ডিফিসিয়েন্সি দেখা দেয়। শরীরে সঠিক মাত্রায় ভিটামিন ডি থাকলে ডায়াবেটিস, কিডনি রোগ, হৃদরোগ এবং নির্দিষ্ট কিছু ক্যান্সার থেকে শরীর সুরক্ষা দেয়। ইমিউন সিস্টেমের উন্নতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভিটামিন ডি এই পরীক্ষাটি যেকোনো বয়সেই করানো যেতে পারে।

প্রস্টেট স্ক্রিনিং ঃ কারো প্রোস্টেট ক্যান্সার হোক বা না হোক, ৫০ বছরের পর থেকে যেকোনো পুরুষের বছরে একবার চিকিৎসকের পরামর্শে কিছু স্ক্রিনিং করে পরামর্শ নেওয়া উচিত। এই পরীক্ষাগুলো হলো-প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন (পিএসএ), আল্ট্রাসাউন্ড, বায়োপসি, কম্পিউটারাইজড টোমোগ্রাফি (সিটি স্ক্যান), ম্যাগনেটিক রেসোলেন্স ইমেজিং (এমআরআই), লিম্ফনোড বায়োপসি, প্রোস্টেট ক্যান্সার গ্রেডিং, স্টেজিং ইত্যাদি।

আরও কিছু পরীক্ষা ঃ উপরোক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও রুটিন চেক আপের জন্য ইসিজি, আল্ট্রাসনোগ্রাম (হোল অ্যাবডোমেন) ইকোকার্ডিওগ্রাম, মল পরীক্ষা, বুকের এক্স-রে, বিএমআই ইত্যাদি করা যেতে পারে। পাশাপাশি দাঁতের চিকিৎসক, ইএনটি বিশেষজ্ঞ, পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

বিভিন্ন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় মুখে

দুরন্ত বার্তা ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রায় দুশো রোগের প্রাথমিক লক্ষণ মুখ গহ্বরে দৃষ্টি গোচর হয়। বর্তমানকালের মরণঘাতী রোগ এইডস থেকে শুরু করে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এমনকি গর্ভাবস্থায় অনেক লক্ষণ মুখের ভিতরে প্রকাশ পায়। যেমন একটি রোগীর মুখ পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে, তার মাড়িতে তীব্র সংক্রমন রয়েছে, মাড়ি ফুলেছে, তাতে পূঁজ জমা হয়েছে, মাড়ি থেকে দাঁত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং সামান্য আঘাতে রক্ত বের হয়ে আসছে তবেই তাকে আমরা পেরিওডেন্টাল ডিজিজ বা মাড়ির রোগ হিসেবে বলতে পারি। অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্ত রোগীর ইতিহাস নিয়ে দেখা যায় যে, কয়েক বৎসর যাবত তাদের ডায়াবেটিস এবং তারা নিয়মিতভাবে ইনসুলিন নেন। এই সমস্ত রোগীদের ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন থেকে একটি সুন্দর বই দেওয়া হয়, তাতে তার একটা মোটামুটি ইতিহাস পাওয়া যায় যেমন- তার রক্তচাপ, অন্যান্য রোগের উপস্থিতি, খাদ্যাভাস সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং নিয়মিতভাবে তার রক্তের শর্করা পরীক্ষার ফলাফল-দেখা যায় প্রতিমাসেই তার শর্করা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রায়ই রক্তের শর্করা স্বাভাবিকের চাইতে বেশি। জেনে রাখা প্রয়োজন রক্তের শর্করার স্বাভাবিক পরিমাণ হচ্ছে-অভুক্ত অবস্থায় ৬.৪ মিঃ মোল এবং খাবার দু'ঘন্টা পর ৭.৮ মিঃ মোলের কম। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, যে সমস্ত ডায়াবেটিক রোগী ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখেন না তাদেরই মাড়ির সংক্রমন বা পেরিওডেন্টাল ডিজিজ অধিকমাত্রায় । তবে তার অর্থ এই নয় যে যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদেরই এই রোগ বেশি হবে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যাদের মুখে ডেন্টাল প্লাক রয়েছে এবং জিনজিভাইটিস রয়েছে তাদের ডায়াবেটিস-এর কারণে মুখের এবং মাড়ির রোগ আরও বেড়ে যায় এবং সংক্রমন আরও তীব্রতর আকার ধারণ করে পরবর্তীতে দাঁতগুলো পড়ে যায় এবং ফেলে দিতে হয়। তাছাড়া আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে মাড়ির সংক্রমনের কারণেই ডায়াবেটিস রোগটিকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় না এবং রক্তের শর্করাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে। সুতরাং ভালোভাবে খাদ্যদ্রব্য চিবিয়ে খাওয়ার জন্য যেমন সুস্থ্য মাড়ি ও দাঁতের প্রয়োজন তেমনি ডায়াবেটিস রোগটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেও মাড়িকে সংক্রমনমুক্ত বা সুস্থ্য রাখা প্রয়োজন। মুখের আরও একটি বিশেষ রোগ মুখের ঘা। মুখের এই ঘা নানা কারণে হতে পারে- যাদের বিভিন্ন রোগ রয়েছে যেমন- ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, রিউমাটিক, রক্তস্বল্পতা, ক্যান্সার, এইডস ইত্যাদি। যে সমস্ত ঘা হতে পারে সেগুলোর মধ্যে লিউকোপ্লাকিয়া, লাইকেন প্লানাস ইত্যাদি রয়েছে। যারা নিয়মিতভাবে অন্যান্য রোগের চিকিৎসার সাথে ওষুধ খান তাদের মুখেও ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা রোগ প্রতিরোধক শক্তি কম হওয়ায় মুখের ঘা সাময়িকভাবে দেখা দিতে পারে- যা ওষুধ বন্ধের সাথে সাথেই নিরাময় হতে পারে। যেমন গর্ভবর্তী মায়েদের গর্ভাবস্থায় মাড়ির সংক্রমন দেখা যায় এবং গর্ভপাতের সাথে সাথেই তা নিরাময় হয়। তবে এটি সাধারণতঃ হয় হরমোনের তারতম্যের কারণে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মাড়িতে প্লাক জমা রয়েছে কিনা, যদি থাকে তবে তা অবশ্যই স্কেলিং করিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। মুখে আরও একটি ঘা সব বয়সেই হতে পারে এর নাম 'এপথাস আলসার'। বিশেষ কোনো (বি) ভিটামিন স্বল্পতা, কোনো দুঃচিন্তা, অনিদ্রা মুখের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, মানসিক অস্থিরতা ইত্যাদির কারণে এপথাস আলসার বেশী হয়। অনেক সময় এই ঘা আরও প্রকট হয়ে দেখা যায়। তবে উপযুক্ত সময়ে এই ঘায়ের চিকিৎসা করাতে পারলে ভালো। এই রোগের চিকিৎসা হলো দুশ্চিন্তা দূর করা, ঘুম যাতে স্বাভাবিক হয় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া এবং এক ধরণের ষ্টেরয়েড জাতীয় মলম ব্যবহার করলে স্থানীয়ভাবে ঐ স্থানে লেগে থেকে ঘা তাড়াতাড়ি শুকাতে সহায্য করে। আরও একটি কারণে মুখের ঘা দেখা দিতে পারে, সেটি ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের ধারালো অংশ ক্রমাগতভাবে যদি জিহ্বাতে অথবা গালের মাংসে ঘষতে থাকে তবে ঐ স্থানে ঘা হতে পারে। তাছাড়া কৃত্রিম দাঁত, ক্রাউন বা মুকুট, ফিলিং মেটিরিয়াল ইত্যাদির ধারালো অংশের ঘর্ষণেও ঘা হতে পারে। সুতরাং প্রয়োজন হবে খুব তাড়াতাড়ি ঐ সমস্ত ধারালো দাঁতের চিকিৎসা করা। সম্প্রতি আমাদের দেশে গবেষণায় দেখা যায় যে, যাদের ধূমপান এবং জর্দ্দা পান ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে তাদের মধ্যে মুখের ঘা খুব বেশী হয় এবং সেই সাথে মুখের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাও বেশী। তবে, যাদের রক্ত পরীক্ষার পর ভিটামিন স্বল্পতা পাওয়া যাবে, তাদেরকে সেই ভিটামিন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেওয়া যেতে পারে।

মুখের শুষ্কতায়

দুরন্ত বার্তা ঃ মুখের ভেতরটা শুকিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হলো মুখে লালা ঠিকমতো তৈরি না হওয়া। অনেক সময় ঠোঁট ও জিভ এত বেশি শুকিয়ে যায় যে রীতিমতো ফেটে যায়। ঠোঁটের কোনাও ফেটে যায় এবং খাবার গিলে খাওয়া ও কথা বলা কষ্টকর হয়ে ওঠে। মুখের লালা তৈরি না হলে মুখের ভেতর খাদ্যকণা চূর্ণ হয় না ও পরিষ্কারও হয় না। সে জন্য মুখের দুর্গন্ধ হওয়াটাও স্বাভাবিক। অনেক ক্ষেত্রে গলার স্বরেরও পরিবর্তন হতে পারে। মুখ শুকিয়ে গেলে ব্যাকটেরিয়া অধিক পরিমাণে বেড়ে যাওয়াতে সংক্রমন তৈরি হয়। লালাগ্রন্থির সংক্রমন বা অন্য কোনো সমস্যায় মুখ শুকিয়ে যেতে পারে। অনেক ধরনের ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মুখের শুষ্কতা দেখা দিতে পারে। যেমন অ্যালার্জি বা ঠান্ডা জ্বরের ওষুধ বা কফ-সিরাপ, ঘুমের বা টেনশনের ওষুধ, মানসিক রোগের ওষুধ, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের ওষুধ ইত্যাদি। রেডিয়েশন বা রেডিওথেরাপির ফলে লালাগ্রন্থির কার্যক্রম ব্যাহত হয়। কেমোথেরাপি অনেক সময় মুখের লালাকে শুকিয়ে ফেলে। এতে মুখের ভেতর শুষ্ক হয়ে যায়। কোনো কারণে মাথা ও ঘাড়ের স্নায়ুগুলো আক্রান্ত হলে মুখে শুষ্কতা দেখা দিতে পারে। কিছু কিছু স্নায়ু সরাসরি মস্তিষ্ক ও লালাগ্রন্থির বার্তা বহন করে। স্নায়ুগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে লালা শুকিয়ে যেতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, জলশূন্যতা, জ্বর বা সংক্রমণের কারণেও মুখ শুকিয়ে যায়। ধূমপান, তামাক, গুল বা জর্দা, সাদাপাতাও মুখের শুষ্কতার জন্য দায়ী।

গরমে খাবার থেকে সমস্যা

দুরন্ত বার্তা ঃ ফুডপয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়া সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা। তবে রোগটিকে মামুলি মনে করার কোনো অবকাশ নেই। সাধারণত রাস্তা বা হোটেলের বাসি খাবার, পচা খাবার, অস্বাস্থ্যকর, জীবাণুযুক্ত খাবার, অনেকক্ষণ গরমে থাকার ফলে নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবার খেলে ফুডপয়জনিং হওয়ার আশঙ্কা থাকে। গরমের সময় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, পচা মাছ খাওয়ার কারণে ফুডপয়জনিং জটিল আকার ধারণ করে। এই অবস্থাকে আমরা পেটের পীড়া বলে থাকি। বিজ্ঞানের পরিভাষায় যদি কোনো খাবার খেয়ে বারবার বমি, পাতলা পায়খানা, জ্বর, পেট ব্যথা শুরু হয় তাহলে তাকে 'ফুডপয়জনিং' বলে। ছোট-বড় সবাই এই ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে খাবার স্বাস্থ্যসম্মত থাকলেও যেসব পাত্রে পরিবেশন করা হয় তা অপরিষ্কার থাকায় জীবাণুমুক্ত হয় না। এসব পাত্রে খাবার পরিবেশন করা হলেও ফুডপয়জনিং হতে পারে।

গরমের কারণে দেহের ভেতরে জলের চাহিদা বেড়ে যায়। এ জন্য হয়তো অনেকেই রাস্তার তৈরি শরবত খেয়ে ফেলেন। এর থেকে ফুডপয়জনিং হতে পারে। এ ছাড়া গরমে নিজের ঘরের খাবারও যদি অনেকক্ষণ ধরে বাইরে রাখা থাকে, তাহলে সেগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় মাইক্রোওয়েভে গরম করলেও ক্ষতিকর জীবাণু বিনষ্ট হয় না। এ থেকেও ফুডপয়জনিং হতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের জীবাণু দ্বারাও ফুডপয়জনিং হতে পারে। তবে খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণ যাই হোক না কেন লক্ষণগুলো অনেকটা একই থাকে। ফুডপয়জনিং হলে সাধারণত পেটে ব্যথা, হজমে সমস্যা, ডায়রিয়া, বমি-অনেক ক্ষেত্রে জ্বর হতে পারে। অনেক সময় ফুডপয়জনিং ও ডায়রিয়া আলাদা করা যায় না।

চিকিৎসা ঃ ফুডপয়জনিং হলে প্রথমত খাবারদাবার খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে নরম খাবার দেওয়া ভালো। এ ছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া উচিত। যেমন-জ্বর হলে প্যারাসিটামল, বমি ও পাতলা পায়খানা হলে খাবার স্যালাইন দেওয়া যায়। পাশাপাশি ফুডপয়জনিংয়ের তীব্রতা অনুযায়ী উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণুনাশক ওষুধ সেবন করলে দ্রুত ফুডপয়জিংয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি নিরাময় লাভ করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে এক ধরনের টক্সিন (এনথ্রাক্স, বোটুলিমিনাস টক্সিন) থেকেও ফুডপয়জনিং হতে পারে। সময়মতো এই রোগের চিকিৎসা করা না হলে শরীরে তীব্র জলশূন্যতা দেখা দিতে পারে। এ থেকে রোগীর কিডনি অকেজো হয়ে পড়তে পারে। যা কিনা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়

-রাস্তার খোলা খাবার খাবেন না।

-জল ফুটিয়ে খেতে হবে।

-বাসন-কোসন ভালোভাবে ধুতে হবে।

-খাওয়ার আগে হাত ভালো করে ধুতে হবে।

-দুধ, কলা, ফলমূল বেশি দিন পুরোনো হয়ে গেলে খাবেন না।

-গরমের সময় হোটেলের খাবার এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। কেননা অনেক হোটেলেই স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়টি লক্ষ্য রাখা হয় না।

-যতটা সম্ভব টাটকা খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন।

ভুল ডায়েটের জন্য বিশ্বে প্রতিদিন মরছে অসংখ্য মানুষ

দুরন্ত বার্তা ঃ ভুল ডায়েটের কারণেই প্রতি পাঁচ জনে একজনের জীবনের আয়ু কমে যাচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, প্রতি বছর এক কোটিরও বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে শুধু খাবারের কারণেই। ল্যানচেটে প্রকাশিত এক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে দৈনন্দিন যে খাদ্য তালিকা সেটিই ধূমপানের চেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটায় এবং বিশ্বব্যাপী প্রতি পাঁচটি মৃত্যুর মধ্যে একটির জন্য এই ডায়েট বা খাবারই দায়ী। যেমন ধরুন লবণ-তা রুটি, সস বা মাংস- যেটার সাথেই দেওয়া হোক না কেন- এটিই জীবনের আয়ু কমিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। গবেষকরা বলছেন, এই গবেষণা শুধু মাত্র স্থূলতার বিষয়ে নয় বরং দেখা হয়েছে কিভাবে নিম্নমানের খাদ্যাভ্যাস (পুওর কোয়ালিটি) হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করছে বা ক্যান্সারের কারণ হচ্ছে।

কোনো খাবার নিয়ে চিন্তার কারণ আছে?

দ্যা গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজেস স্টাডি হলো গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যবেক্ষণ যেখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে বিশ্বের প্রতিটি কর্নারে মানুষ মারা যাচ্ছে। বিপদজনক খাদ্য হিসেবে যেসব উপাদানের কথা বলা হচ্ছে-

১. অতিরিক্ত লবণ- ৩০ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ

২. কম দানাদার শস্য খাওয়া- ৩০ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ

৩. ফলমূল কম খাওয়া- ২০ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ

এছাড়া বাদাম, বীজ, শাক-সবজি, সমুদ্র থেকে পাওয়া ওমেগা-৩ এবং আঁশ জাতীয় খাবারের পরিমাণ কম হওয়াটাও মৃত্যুর বড় কারণগুলোর অন্যতম। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রিস্টোফার মুরে বলছেন,'ভুল ডায়েটকেই আমরা স্বাস্থ্যের অন্যতম প্রধান পরিচালক হিসেবে পেয়েছি। এটা সত্যিই অনেক গভীর।'

কিভাবে মানুষকে হত্যা করছে?

এক কোটি দশ লাখ ডায়েট সম্পর্কিত মৃত্যুর মধ্যে এক কোটির মৃত্যু হচ্ছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। অতিরিক্ত লবণ উচ্চ রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয় যা স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। হার্টে ও রক্ত বহনকারী ধমনীর ওপর লবণের প্রভাব পড়ে সরাসরি যা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধের ঝুঁকি তৈরি করে।

সঠিক ডায়েট থেকে কত দূরে বিশ্ব?

আমরা কি সঠিক খাবার সঠিক পরিমাণে খাচ্ছি- এটিই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, বাদাম ও বীজ জাতীয় খাবার দিনে ২৫ গ্রাম খাওয়ার কথা বলা হলেও গড়ে মানুষ খাচ্ছে মাত্র ৩ গ্রাম। আবার দুধ খাওয়া উচিত ৪৪৩ গ্রাম অথচ মানুষ গ্রহণ করছে ৭১ গ্রাম। একইভাবে দানাদার শস্য জাতীয় খাবার ১২৬ গ্রামের জায়গায় ২৯ গ্রাম খাচ্ছে। অথচ লাল মাংস ২২ গ্রাম খাওয়া উচিত হলেও সেটি খাচ্ছে ২৭ গ্রাম, লবণ ৩.২ গ্রামের ওপর খাওয়া উচিত নয় কিন্তু সেটি গ্রহণ করছে ৬ গ্রাম আর প্রক্রিয়াজাত মাংস ২.১ গ্রামের স্থানে ৪ গ্রাম।

এই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী যে স্বাস্থ্যকর খাবার খাদ্য তালিকা থেকে বেশি বাদ যাচ্ছে তা হলো- বাদাম ও বীজ জাতীয় খাবার। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নিতা ফরোউহি বলছেন, ধারণা করা হয় যে এসব খাবারের ছোট একটি প্যাকেটে একজনকে মোটা বানাতে পারে অথচ এগুলো সব ভালো ফ্যাটে ভর্তি। আর বেশিরভাগ লোকই এটাকে প্রধান খাবার ভাবতে পারে না, তিনি বলেন। রেড মিট বা লাল মাংস আর প্রক্রিয়াজাত করা মাংসের সাথে ক্যান্সারের সম্পর্ক নিয়ে প্রতিবছর অনেক সংবাদ হয়। প্রফেসর মুরে বলছেন, কিন্তু সেটা শস্য, দানাদার ও আঁশজাতীয় খাবার ও ফলমূল কম খাওয়ার চেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ। গবেষকরা তাই মনে করছেন, স্বাস্থ্য নিয়ে যারা সচেতনতা তৈরি করেন তাদের চর্বি কিংবা সুগারের কথা কম বলে স্বাস্থ্যকর খাবারের কথা বেশি বলা উচিত। খারাপ ডায়েট মানুষের আয়ু কমিয়ে দিচ্ছে বিশ্বজুড়ে এটি এখন গবেষণায় পাওয়া যাচ্ছে বলে বলছেন গবেষকরা।

কোনো দেশ ভালো করছে?

ফ্রান্স, স্পেন এবং ইসরায়েলের মতো কিছু দেশে ডায়েট সম্পর্কিত মৃত্যুর সংখ্যা তুলনামূলক অনেক কম। আর দক্ষিণ পূর্ব, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার চিত্র উল্টো। ইসরায়েলে যেখানে প্রতি এক লাখে এই ধরণের মৃত্যুর হার মাত্র ৮৯, সেখানে উজবেকিস্তানে ৪৯২ জন। তবে প্রফেসর মুরে বলছেন, জাপানে আগে ব্যাপক লবণ খাওয়ার প্রবণতা থাকলেও সেটি এখন নাটকীয়ভাবে কমে এসেছে। তবে চীনারা প্রচুর পরিমাণে লবণ খায় এবং খাদ্য তালিকায় লবণ দিয়ে সস বেশি পছন্দ করে তারা। আর ইংল্যান্ড এখনও ফ্রান্স, ডেনমার্ক ও বেলজিয়ামের পেছনে আছে। তবে এজন্য ফলমূল বা দানাদার ও শস্যজাতীয় খাবারের স্বল্পতাও কম দায়ী নয়।

গরমের মধ্যে থাকুন সাবধানে

দুরন্ত বার্তা ঃ প্রকৃতিতে এরই মধ্যে গরমের তীব্রতা বেড়েছে। কড়া রোদের দাপটে সবারই হাঁসফাঁস অবস্থা। গরমে যে শুধু কষ্টই হয় এমনটা নয়, গরমের তীব্রতায় মানুষ অসুস্থও হয়ে পড়ে। এই সময় সুস্থ থাকতে পোশাক থেকে শুরু করে খাদ্যাভাস, জীবনযাপন পদ্ধতি সবকিছুতেই বিশেষভাবে নজর রাখা প্রয়োজন। এই সময় সুস্থ থাকতে যা করবেন-

১. গরমের কারণে কিছু ক্ষেত্রে শরীরে সোডিয়াম-পটাসিয়ামের পরিমাণ কমে সমস্যা দেখা দেয়। কাজেই রোদের মধ্যে খুব বেশি ঘোরাঘুরি না করাই ভালো। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত সূর্যের তাপ সব চেয়ে বেশি থাকে। ওই সময়ে বাইরে বের না হওয়াই উচিত। তবে বের হলে দুটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। শরীরে জলের ঘাটতি যেন না ঘটে। ঘামের সঙ্গে যেহেতু শরীর থেকে জল বেরিয়ে যায়, তাই শরীরে জলের পাশাপাশি লবণও যাওয়া দরকার। এজন্য ডাবের জল, চিঁড়া-মুড়ি ভেজানো জল খেতে পারেন।

২.শরীর ক্লান্ত লাগলে বিশ্রাম নিন। খালি পেটে ঘুরবেন না। প্রচুর পরিমাণে জল, ফলের রস খান। রাস্তার পাশের কাটা ফল, মশলাযুক্ত খাবার ও জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে চলুন।

৩. সুতির জামা পড়ুন। ত্বক বাঁচাতে সানগ্লাস, সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। এই সময় টুপি অথবা ছাতা ব্যবহারও করা প্রয়োজন।

৪. রোদ থেকে ঘেমে এসি ঘরে ঢুকবেন না। গরমঠান্ডার হেরফেরে সর্দি, কাশি ও জ্বরে আক্রান্ত হতে পারেন । অনেকে ১৬, ১৮, ২০ ডিগ্রিতেও এসি চালান। এটা ঠিক নয়। এসি অন্তত ২৪ ডিগ্রির উপরে থাকা উচিত। প্রয়োজনে ২৭ ডিগ্রিতে এসি চালিয়ে ফ্যান চালান।

৫. শিশুরা অনেক সময় রোদের মধ্যে দৌড়ঝাঁপ করেই এসির মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ঘাম শুকোনোর পরেই এসির মধ্যে যাওয়া উচিত। তা না হলে গলা ব্যথা, সর্দি, কাশি, জ্বর হতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ আমি নববিবাহিত। বয়স ৩১। আমি স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশায় ব্যর্থ হচ্ছি। আমার দ্রুত স্খলন হয়ে যাচ্ছে। আমি দুর্বলতা বোধ করছি।

উত্তর ঃ আপনার সমস্যাটি মানসিক অথবা পুরুষত্বহীনতা। আপনার দেহের সেক্স-হরমোন এনালাইসিস প্রয়োজন। একজন যৌনরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। তিনি আপনার স্থায়ী চিকিৎসা দিতে সক্ষম হবেন। আপনাকে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। টাটকা শাক-সবজি ও ফলমূল নিয়মিত খাবেন। ধূম পান ও অ্যালকহল সেবন থেকে দূরে থাকবেন। কোনো রকম মানসিক চাপ যেন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

প্রশ্ন ঃ গত কয়েক দিন ধরে সবুজ পায়খানা হচ্ছে। এর কারণ কী?

উত্তর ঃ পিত্তথলি বা যকৃতের সমস্যায় এমন হতে পারে। আবার কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়ও হতে পারে। বাচ্চাদের ভাইরাস সংক্রমণের কারণে সবুজ পায়খানা হয়।

প্রশ্ন ঃ বয়স ২২ বছর, হাত ও পায়ের তালু খুব ঘামে। কাজ করতে গেলে বারবার ঘামের সমস্যায় পড়তে হয়।

উত্তর ঃ থাইরয়েডের সমস্যার জন্য হতে পারে কিন্তু সঙ্গে ওজন কমা, বুক ধড়ফড়, ডায়রিয়া ইত্যাদি থাকার কথা। তা না হলে অতিরিক্ত উদ্বেগ এই বয়সে বেশি হাত-পা ঘামার জন্য দায়ী। আপনি একজন মেডিসিন বা হরমোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৩ বছর ৯ মাস, উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, ওজন ১০৫ কেজি। ব্যস্ততার কারণে খাওয়ার শিডিউল ঠিক রাখা কিংবা ডায়েট করা সম্ভব হয় না। প্রতিদিনের খাবার থেকেই কীভাবে ডায়েট করা যায়?

উত্তর ঃ প্রতিদিনের খাবার ক্যালরি মেপে সারা দিনে অল্প অল্প করে খেতে হবে। শর্করা ও চর্বিযুক্ত খাবার কমান। আমিষ, সবজি, তাজা ফলমূল, দুধ বা দই, বাদাম খান। একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে ক্যালরি অনুযায়ী খাবার তালিকা নিন।

প্রশ্ন ঃ আমার মুখে অনেক তিল দেখা দিয়েছে। মলম ব্যবহার করেও কাজ হয়নি।

উত্তর ঃ লাল বাদামি তিল মুখ থেকে সরানো এখন সম্ভব। কোনো পার্শ্বক্রিয়া ছাড়াই এটি নির্মূল করা যায়। আপনি একটি সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। যে কোনো ধরনের কসমেটিকস ব্যবহারের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

প্রশ্ন ঃ আমার মাথার চুল পড়ে একদিকে ফাঁকা হয়ে গেছে। চুল গজানোর কোনো চিকিৎসা আছে কি?

উত্তর ঃ টাক মাথায় চুল গজানোর অনেক আধুনিক চিকিৎসা এখন আমাদের হাতের নাগালে রয়েছে। পিআরপি, মেসো থেরাপি বেশ কার্যকর। হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টেশনে করা হচ্ছে। ভিটামিন ডি-র অভাব আছে কিনা দেখতে হবে। মাথায় খুশকি থাকলে চিকিৎসা করতে হবে। স্টেমসেল থেরাপি কোনো পার্শ্বক্রিয়া ছাড়াই টাক মাথায় চুল গজাতে পারে। এছাড়াও মুখে খাওয়ার ওষুধ, মাথায় লাগানোর জন্য ওষুধ ও শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ বেশ কিছুদিন থেকে আমার দেহের ত্বক লাল হয়ে চাকা চাকা হয়ে চুলকানি হচ্ছে। চুলকানির ওষুধ খেয়ে কমছে না।

উত্তর ঃ আপনার রোগটির নাম এলার্জিক আরটিক্যারিয়া। কোন পরিবেশে গেলে বা কোনো কিছু লাগালে এটি হয় কিনা সে ব্যাপারে আপনাকে সজাগ থাকতে হবে। কোনো কোনো সময় এই সমস্যার সঙ্গে চোখ-মুখ লাল হয়ে ফুলে যায় এবং শ্বাস কষ্ট হয়। এটি প্রতিরোধের জন্য কি করতে হবে সে ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

প্রশ্ন ঃ বয়স ২২ বছর, ওজন ৭৬ কেজি, উচ্চতা ৫.৬ ফুট। আমার বাবা ৫.৭ ফুট ও মা ৫.৬ ফুট লম্বা। আমি কি আর লম্বা হতে পারব?

উত্তর ঃ ১৮ থেকে ২১ বছরের মধ্যে হাড়ের বৃদ্ধি সমাপ্ত হয়ে যায় ও লম্বা হাড়ের বাড়ন্ত অংশ ফিউজ হয়ে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়। তাই এই বয়সের পর আর লম্বায় বড় হওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৩১ বছর। র‍্যান্ডম সুগার ৮.১ মিলিমোল পেয়েছি। আমার কি ডায়াবেটিস আছে?

উত্তর ঃ র‍্যান্ডম সুগার দিয়ে সব সময় ডায়াবেটিস ও প্রি-ডায়াবেটিসের পার্থক্য করা যায় না। প্রথমবার নির্ভুলভাবে ডায়াবেটিস নির্ণয় করার জন্য আপনার ল্যাবরেটরিতে গিয়ে খালি পেটে এবং ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাবার দুই ঘণ্টা পর রক্তে শর্করা নির্ণয় করতে হবে। এতে আপনার সত্যি ডায়াবেটিস হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হতে পারবেন।

দ্বিতীয় মোবাইলের সন্ধানে হন্যে সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৬ এপ্রিল ঃ জীবনকৃষ্ণ সাহার দ্বিতীয় মোবাইল মিলছে না। অনেক কষ্টে প্রথমটি উদ্ধার হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার বড়ঞা ব্লকের সাবলদহ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সাধন প্রামাণিকের নেতৃত্বে প্রায় ১০ জন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থক বিধায়কের দ্বিতীয় মোবাইল ফোন তল্লাশির জন্য পুকুরে নেমে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেন। দ্বিতীয় মোবাইল ফোন খুঁজতে ডেকে পাঠানো হয় সাবলদহ অঞ্চলের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সাধন প্রামাণিককে। এদিকে ওই অঞ্চল সভাপতির দাবি, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসাররা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। বিধায়কের দ্বিতীয় মোবাইল ফোনটি খুঁজে দেওয়ার জন্য আর্জি জানিয়েছিল। তাই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসারদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। তবে শাসকদলের অঞ্চল সভাপতি হয়েও শাসকদলের বিধায়কের এই মোবাইল উদ্ধারের ঘটনায় যুক্ত হওয়া নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। টানা ৩৬ ঘণ্টা তল্লাশির পর একটি মোবাইল ফোন মিললেও দ্বিতীয়টি মিলছে না। কাদা জলের মধ্যে পড়ে থাকলে সেখান থেকে আদৌ কোনও তথ্য বের করা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। তাই অঞ্চল সভাপতির সাহায্য নেওয়া হয়। তাই রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ মোবাইল খোঁজার জন্য ডাকা হয় অঞ্চল সভাপতি সাধন প্রামাণিককে। তার আগে প্রথম মোবাইল ফোন পেতেই জীবনকৃষ্ণকে দিয়ে পুনর্নির্মাণ করানো হয়। আর সেটা ভিডিয়ো রেকর্ডিং করেন সিবিআই অফিসাররা। তার পরই অঞ্চল সভাপতির নেতৃত্বেই দ্বিতীয় মোবাইল খোঁজার কাজ শুরু হয়। ৭ জন শ্রমিক মোবাইল ফোন খুঁজতে পুকুরে নামেন। বালতি করে পাক কাদা তুলে সেই কাদা ঘেঁটে দেখা হচ্ছে মোবাইল আছে কিনা দেখা হয়। ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু অপেক্ষা করা হচ্ছে হাতে দ্বিতীয় মোবাইল ফোনটি পাওয়ার জন্য। সেটি পেলেই জীবনকৃষ্ণের বাড়িতে এই তদন্তের কাজ শেষ হবে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। উল্লেখ্য, বড়ঞা এলাকাটি বীরভূমের সীমান্ত লাগোয়া। তাই এখান দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে বলে মনে করছেন সিবিআই অফিসাররা। আর এই ভৌগোলিক অবস্থার জন্য বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁদের

মধ্যে কী কী কাজ হয়েছিল? এখন জানতে চান তদন্তকারীরা। তাই দফায় দফায় টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তাঁকে। তিনি ছাদ থেকে কোথায় মোবাইল দু'টি ছুড়ে ফেলেছিলেন? এই প্রশ্ন করতেই তিনি পুকুরের ঠিক জায়গায় আঙুল দেখান। আর তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় মোবাইলটি খোঁজার তোড়জোড় শুরু হয়। উল্লেখ্য, তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার স্ত্রীর গয়নার বাক্স থেকে ২টি পেনড্রাইভ উদ্ধার হয়েছে। বাড়ি লাগোয়া ঝোপ থেকে মিলেছে ৫টি ব্যাগ। ৩০০ র বেশি নিয়োগপ্রার্থীদের ছবিসহ অ্যাডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন নথি মিলেছে। উদ্ধার হয়েছে চাকরির জন্য দেওয়া টাকাও। আরও বড় তথ্য, নিয়োগ দুর্নীতিতে ৩০০ কোটি লেনদেনের হিসাবের নথি মিলেছে। পাঁচটি ব্যাগে ঠাসা ছিল নিয়োগ প্রার্থীদের নথি। সূত্রের খবর, পাঁচটি ব্যাগ থেকে তিন হাজারেরও বেশি চাকরিপ্রার্থীর নথি পাওয়া গিয়েছে। ছবি দেওয়া অ্যাডমিট কার্ড উদ্ধার হয়েছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, তিন হাজারেরও বেশি চাকরিপ্রার্থী মাথা পিছু ৬-১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দিয়েছেন। প্রাথমিকে ৬ লক্ষ টাকা, আর উচ্চ প্রাথমিকের ক্ষেত্রে ১৫ লক্ষ টাকা মাথা পিছু প্রার্থীদের থেকে নেওয়া হয়েছে। এই গোটা টাকার অঙ্কটা একটা গড় হিসাব করলে বিষয়টা ৩০০ কোটির কাছাকাছিই দাঁড়াচ্ছে। গোয়েন্দারা মনে করছেন, কেবলমাত্র এই বিধায়কের মাধ্যমেই ৩০০ কোটি টাকা তোলা হয়েছে।

সিবিআই কর্তাদের নজরে এবার জীবনকৃষ্ণের শ্যালক ও ছায়াসঙ্গী

দুরন্ত বার্তা, বড়ঞা, ১৬ এপ্রিল ঃ নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে এবার নজরে বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার শ্যালক নিতাই সাহা। তিনি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে শিক্ষকতা করেন। কীভাবে নিতাই সাহার চাকরি প্রাপ্তি, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে কতটা তাঁর প্রভাব, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি সিবিআইয়ের নজর রয়েছে আন্দির বাসিন্দা জীবনের ছায়াসঙ্গী নির্বাণ দত্তর উপরও। ২০২২ সালের মার্চ মাসে স্কুলে যোগ দেন জীবনকৃষ্ণ সাহার শ্যালক নিতাই সাহা। কীভাবে নিতাই সাহার চাকরি প্রাপ্তি, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে কতটা তাঁর প্রভাব, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সবথেকে উল্লেখযোগ্য, নিমাই যে সময়ে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন, অর্থাৎ ২০২২ সালের মার্চ মাস, তখন কোনও নিয়োগপ্রক্রিয়া সে অর্থে চলছিল না। তিনি কোন সালে টেট পরীক্ষা দিয়েছিলেন, সেটাও স্পষ্ট নয়। পাশাপাশি এটাও জানা গিয়েছে, যে স্কুল নিয়ে শিক্ষকতা করতেন, সেখানে কোনও শূন্যপদও ছিল না। কারণ স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরাও শূন্যপদের বিষয়ে কিছু জানতেন না। নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়ির পাশাপাশি তাঁর শ্বশুর বাড়িতেও তল্লাশি চালায় সিবিআই। এদিকে, নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেছেন আন্দির বাসিন্দা জীবনের ছায়াসঙ্গী নির্বাণ দত্ত। কোথাও গেলে জীবনকৃষ্ণ তাঁকেই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। আন্দিতে তাঁর একটি জেরক্সের দোকানও রয়েছে। জীবন সাহা সমস্ত জেরক্স করাতেন তাঁর দোকন থেকেই। চাকরির জন্য অনেকেই যে জীবনের কাছে আসতেন, তা স্বীকার করেছেন নির্বাণ। তিনি বলেন, আমাকে ছোট থেকেই ভালবাসত। ছোটবেলায় পাড়ার সরস্বতী পুজোর সময় থেকেই চিনতাম। বিধায়ক হওয়ার আগে সম্পর্ক ছিল। ভোটের সময়ে অনেক কাগজপত্র জেরক্স করেছেন। সিবিআই সূত্রে খবর জীবনকৃষ্ণ সাহার বিপুল সম্পত্তির খোঁজ পাওয়া গেছে। তিনি পেশায় স্কুল শিক্ষক। তবে স্কুল শিক্ষকতার আয়ে এত বিপুল সম্পত্তির মালিকানা আদৌ কি সম্ভব, সে প্রশ্ন সকলেরই। মহম্মদবাজার বহরমপুর রাজ্য সড়কের পাশে আন্দি বাজারের প্রাণকেন্দ্রে তাঁর প্রায় এক বিঘা জমির উপর বাড়ি। বাড়িতে ডিজাইনের কারুকাজ নেই ঠিকই, তবে বেশ বড়সড়। উঁচু পাঁচিলের চৌহদ্দির মধ্যেই রেশন সামগ্রী মজুত করার বিশাল গোডাউন রয়েছে বলেও স্থানীয় সূত্রে খবর। সূত্র বলছে, ওই গোডাউন থেকেই বড়ঞা ব্লকের সবকটি রেশন দোকানে রেশন সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই রাখার ব্যবস্থা রয়েছে বিধায়কের একাধিক লরি ও বিভিন্ন আকারের চার চাকার গাড়ির। বাড়ির পিছনে রয়েছে পুকুর। সেই পুকুর, সিবিআইয়ের হাত থেকে বাঁচতে যেখানে সর্বক্ষণের সঙ্গী মোবাইল দু'টি ছুড়ে ফেলেছিলেন তিনি। যদিও পুকুরের পাঁক ছেঁচে একটি তুলে এনেছেন সিবিআইয়ের লোকজন। পুকুরের পাশেই বিধায়কের ১৫ বিঘা জমি রয়েছে। উর্বর মাটি, তাই এ জমির দরও যথেষ্ট চড়া। তবে বিধায়ক ঘনিষ্ঠদের দাবি, এসব জীবনকৃষ্ণের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি। এর বাইরেও জীবনকৃষ্ণের নামে বেনামে বিপুল পরিমাণে সম্পত্তি রয়েছে বলে সূত্রের খবর। যদিও সেই সম্পত্তির একটা বড় অংশই বীরভূম জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। সূত্রের খবর সেই বিপুল সম্পত্তির পরিমাণ ঠিক কতটা তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

গাছে ঝুলছে কঙ্কাল

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৬ এপ্রিল ঃ জঙ্গলের ভিতরে গাছ, আর সেই গাছের ডাল থেকেই গলায় দড়ি বাধা অবস্থায় ঝুলছে, না দেহ নয়, আস্ত মানব কঙ্কাল! আসানসোলের কুলটি থানার শাঁকতোড়িয়া ফাঁড়ির ঝালবাগান এলাকায় রবিবার দুপুরে এমন দৃশ্যই দেখা গেছে, যা নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। কঙ্কালটি উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেছেন তদন্তকারীরা। সোমবার সকালে সেটির ময়নাতদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। কঙ্কালটির সঙ্গেই একটি নীল রঙের ফুল প্যান্টও পাওয়া গেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এটি মধ্যবয়সী কোনও পুরুষের কঙ্কাল। তদন্তকারীরা আরও জানিয়েছেন, তাঁদের অনুমান অন্তত কুড়ি দিন আগে ঝালবাগান এলাকার ইসিএল কোয়ার্টারের পিছনে জঙ্গলের মধ্যে গাছ থেকে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছিলেন কেউ। ওই এলাকায় বিশেষ কারও যাতায়াত না থাকায় মৃতদেহ কারও চোখে পড়েনি। সেই কারণেই সেটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থাতেই ছিল। এই প্রবল গরমে দেহটি পচে গলে যায় এবং কঙ্কালে পরিণত হয়। রবিবার সকালে এক ব্যক্তি ইসিএল কোয়ার্টারের পিছনে জঙ্গলের মধ্যে গিয়েছিলেন। তাঁরই চোখে পড়ে কঙ্কালটি। এরপরেই খবর দেওয়া হয় থানায়। ঘটনায় ইতিমধ্যেই একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত করতে শুরু করেছে পুলিশ।

তোর্সা থেকে উদ্ধার ছাত্রের দেহ

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ১৬ এপ্রিল ঃ নববর্ষের দিন বন্ধুদের সঙ্গে তোর্সা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র সম্রাট ঘোষ (১৯)। দীর্ঘ তল্লাশির পর অবশেষে তোর্সা নদী থেকে উদ্ধার হল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিটেক প্রথম বর্ষের ছাত্রের দেহ। রবিবার সকালের ফের তল্লাশির পর তোর্সা নদী থেকে উদ্ধার হয় সম্রাট ঘোষের দেহ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার তোর্সা নদীতে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে নেমেছিলেন সম্রাট। কিছুক্ষণ পর থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। বন্ধুদের দাবি, স্নান করতে নেমেছিলেন তাঁরা। হঠাৎ সম্রাট তাঁর সঙ্গে আরও তিন জনও তলিয়ে গিয়েছিলেন বলে খবর। শনিবার ৩ ছাত্রকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করেন। কিন্তু খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না সম্রাটের। শনিবার স্থানীয় বাসিন্দারা খোঁজ চালান, ডুবুরি নামিয়েও চলে তল্লাশি। দীর্ঘক্ষণ খোঁজার পরও ব্যর্থ হন উদ্ধারকারীরা। সন্ধ্যা নেমে যাওয়ায় উদ্ধারকার্য বন্ধ করে দেন তাঁরা। রবিবার সকাল থেকেই ফের শুরু হয় তোর্সা নদীতে তল্লাশি। স্পিড বোট নামিয়ে শেষে উদ্ধার হয় সম্রাটের দেহ। গোটা ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সম্রাটের মামা সঞ্জিত গোপ। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বললে, তাঁরা কিছু বলতে চাননি। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা বললেন, পায়ে কি শিকল বেঁধে রাখব ওদের? এই কথাটা অত্যন্ত আপত্তিকর। তবে ডিন তাঁর অধঃস্তন কর্মীদের বলেছেন পরিকাঠামো ঠিকঠাক দেখার জন্য। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফে যদিও কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে আজ সকালে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার রায় এবং এনবিএসটিসি চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়।

ঐক্যমত্যের সুর

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৬ এপ্রিল ঃ অধিকাংশ কাউন্সিলরের গরহাজিরাতে বৃহস্পতিবার মাল পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলরদের বৈঠক ভেস্তে যায়। আর এই ঘটনাতেই মালবাজারে তৃণমূলের অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জল্পনা নিয়ে তুমুল জল্পনা শুরু হয়। এরপর তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে যাবতীয় বিরোধ ধামাচাপা দিয়ে আপাতত একসঙ্গে চলার বার্তা দিল তৃণমূল। সম্প্রতি বোর্ড অফ কাউন্সিলরদের বৈঠক ভুণ্ডুল হওয়ার পর পুরপ্রধান স্বপন সাহার বিরুদ্ধে বোর্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিযোগ তুলে মুখ খোলেন উপ পুরপ্রধান সহ কয়েকজন কাউন্সিলর। এরপরই এদিন মাল পর্যটক আবাসে কাউন্সিলরদের বৈঠক হয়। পুরসভায় তৃণমূলের ১৪ কাউন্সিলরের মধ্যে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের দোলা সিনহা অসুস্থতার জন্য ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর লীলা পুষ্পা টোপ্পো বাইরে থাকায় বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি। বৈঠকের পর পুরপ্রধান স্বপন সাহা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, সামান্য ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছিল তা মিটে গেছে। উপ পুরপ্রধান উৎপল ভাদুড়িও জানিয়েছেন, ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়েছে, সকলে একসঙ্গে কাজ করবেন।

পারিবারিক সংঘর্ষ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৬ এপ্রিল ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুরুতর জখম বেশ কয়েকজন। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার রাজপোখর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে একেই গ্রামে মতিবুর রহমান ছেলের সাথে কুশমুদ্দিনের মেয়ের সাথে কয়েক বছর আগে বিয়ে হয়। শনিবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা হয়। আর সেই ঝামেলা থেকেই রবিবার সকালে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। চলে বচসা। বচসা চলাকালীন দুই পক্ষের মধ্যে লোহার রড, বাঁশ দিয়ে দিয়ে শুরু হয় সংঘর্ষ। আর সেই সংঘর্ষে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন জখম হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় মতিবুর রহমানের পরিবারের সদস্যরা ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশদের ছাতা ও সানগ্লাস প্রদান জেলা পুলিশের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৬ এপ্রিল ঃ ট্রাফিকে কর্মরত পুলিশ কর্মীদের ছাতা এবং সানগ্লাস প্রদান করা হলো পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে রবিবার। রোদের জ্বালায় গায়ে ফোস্কা পড়ার জোগাড়! দিন দুপুরে রাস্তায় বেরিয়ে অসুস্থবোধ করছেন মানুষ। আপাতত গরমের এই দহন কমা তো দূর অস্ত্, আগামী শুক্রবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহ বন্ধ হওয়ারই কোনও সুযোগ নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। ফলে গা জ্বালানো গরম আরও প্রায় এক সপ্তাহ সইতে হবে দক্ষিণবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গিয়েছে। গরমে রীতিমতো ওষ্ঠাগত প্রাণ। বাইরের পরিস্থিতি এবং আবহাওয়া যতই খারাপ হোক না কেন ছুটি নেই পুলিশ কর্মীদের। বিশেষ করে ট্রাফিকে যারা কাজ করেন অর্থাৎ ট্রাফিক পুলিশ সিভিক ভলেন্টিয়ার কনস্টেবলদের তীব্র রোদের মধ্যেও দাঁড়িয়ে তাদের কর্তব্য পালন করে যেতে হয় সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য। তাই তাদের একটু স্বস্তি দিতে এই তাপপ্রবাহের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ছাতা এবং সানগ্লাস প্রদান করা হলো পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। যাতে কিছুটা হলেও তারা সুরক্ষিত থাকে তাই এই ব্যবস্থা। খণ্ডঘোষ রায়না এবং মাধবডিহি এই তিনটি থানাজুড়েই ওসি ট্রাফিকের উদ্যোগে চলছে এই কর্মসূচি। আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী, সিআইসি সুব্রত ঘোষ, রায়না থানার ওসি সৈকত মন্ডল, খণ্ডঘোষ থানার ওসি সুব্রত ঘোষ, মাধবডিহি থানার ওসি উত্তাল সামন্ত, সেহারা বাজার ফাঁড়ির ওসি প্রীতম বিশ্বাস ও সেহারাবাজার ট্রাফিক গার্ডের ওসি প্রদীপ কুমার পাল সহ পুলিশ কর্মীরা।

ট্রেনে কাটা পড়ে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৬ এপ্রিল ঃ ট্রেনে কেটে এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাটি রবিবার গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া এলাকায় ঘটেছে। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া এলাকায় রেললাইনে এক মহিলার মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ট্রেনে কেটে পড়ে থাকা এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে রেল পুলিশ। পাশাপাশি কি কারনে ওই মহিলা আত্মঘাতী হয়েছে সেবিষয়ে কিছুই জানা যায়নি। মৃত ওই মহিলার পরিবার ও নাম পরিচয় জানতে খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ।

পথ দুর্ঘটনায়

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল ঃ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত বেশ কয়েকজন। আলিপুরদুয়ার ফালাকাটা জাতীয় সড়কের পলাশবাড়ী সঞ্জয় নদী এলাকায় একটি যাত্রীবাহী সাফারি ভ্যান ফালাকাটার দিকে যাচ্ছিল হঠাৎ এই ডাইভিশনের দিকে নামতে সামনে অন্য গাড়ি চলে আসায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচে পাল্টি খেয়ে পড়ে। গাড়ির চালক সহ বেশ কয়েকজন আহত হয় স্থানীয়রা তড়িঘড়ি করে আহতদের উদ্ধার করে শিলবাড়িহাট সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠায়। সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বীরভূমের বাঘের জন্য মনকষ্ট সোহমের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ এপ্রিল ঃ অনুব্রত মণ্ডলকে বীরভূমের বাঘ বলে অভিহিত করেছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তবে সেই বাঘ এখন তিহার জেলে। এদিন সেই কেষ্টহীন বীরভূমে সভা করলেন ফিরহাদ হাকিম। আর সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরের তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী। অনেকেই বলছেন বীরভূমে শুক্রবার সভা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তারই পালটা সভা এদিন করেছে তৃণমূল। তবে এবার সেই সভায় কথায় কথায় উঠে এল অবধারিতভাবে কেষ্ট মণ্ডলের প্রসঙ্গ। আর সেই কেষ্ট মণ্ডলের কথা বলতে গেলে কার্যত আবেগে ভাসলেন সোহম চক্রবর্তী। গরু পাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত কেষ্ট মণ্ডলকে একেবারে আক্ষরিক অর্থেই মিস করছেন সোহম। এমনকী এনিয়ে নাকি তাঁর মন খারাপও হচ্ছে। এদিন সভায় দাঁড়িয়ে সোহম জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীসভা ডাকলে তা জনসভা হয়ে যায়। আর জনসভা ডাকলে তা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। কিন্তু আজ মনটা একটু খারাপ। বীরভূমের মাটিতে পা রাখব আর কেষ্টদাকে দেখব না এটা অনেকটা সুন্দরবনে গিয়ে রয়াল বেঙ্গল না দেখার মতো। মনটা খারাপ। কেষ্টদাকে মিস করছি। যদিও আমরা জানি উনি রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। আপনাদের সকলের ভালোবাসায় দোয়া আশীর্বাদে কেষ্টদা আবার আপনাদের মধ্যে ফিরে আসবেন। বীরভূমের অভিভাবক হয়ে এই জেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তবে এবারই প্রথম নয়। এর আগেই অনুব্রত মণ্ডলকে বাঘের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন ফিরহাদ হাকিম। তা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। এমনকী তার জেরে অনুব্রতর সঙ্গে প্রভাবশালী তকমাও জুটে গিয়েছিল। ফের সেই অনুব্রতকে কার্যত বাঘের সঙ্গে তুলনা করলেন অভিনেতা, বিধায়ক সোহম। তবে এর আগে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, জেল থেকে বের হলে অনুব্রত মণ্ডলকে যেন বীরের সম্মান জানানো হয়। তবে স্থানীয়দের দাবি, এর আগে পুলিশকে বোম মারার নিদান দিতেন অনুব্রত। এমনকী বিরোধীদের গুড় বাতাসা খাওয়ানো, চড়াম চড়াম দেওয়ার নানা পরামর্শও দেওয়া হত। বীরভূমে তাঁর ভয়াবহ রক্তচক্ষুর জেরে মাথা তোলার সাহস ছিল না বিরোধীদের। সেই বীরভূমের বাঘ এখন তিহাড় জেলে। বিরোধীরা তার এই অবস্থানকে ঘিরে নানা কটাক্ষ করছে। তবে সোহমের দাবি, আবার ফিরে এসে কেষ্ট মণ্ডল বীরভূমের অভিভাবক হয়ে জেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

সাইকেলে পাখা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল ঃ ছোট্টো মাথায় মেধা খাটিয়ে তীব্র গরমের দাবদাহ থেকে বাঁচতে নিজের স্কুল যাতায়াতের সাইকেলে ডায়নামো চালিত পাখা তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিলো চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র প্রিয়াংশু সরকার। আলিপুরদুয়ারের জটেশ্বরের তিন নম্বর অতিরিক্ত প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র প্রিয়াংশু। ছোটো থেকেই কারিগরি বিদ্যার প্রতি প্রচুর ঝোঁক ওই খুদে পড়ুয়ার। ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময় নিজের মাথা খাটিয়েই একটি রিমোট চালিত খেলনা গাড়ি তৈরি করে ফেলেছিল প্রিয়াংশু। বাবা টিভি মেকানিক, মা গৃহবধূ আর দিদি আইআইটির ছাত্রী। এবারের কর্মশিক্ষা পরীক্ষায় ওই ফ্যান লাগানো অভিনব সাইকেল প্রিয়াংশু জমা করেছিল স্কুলে। একদিন মায়ের সঙ্গে কেনাকাটা করতে বেরিয়ে একটি সাইকেল সারাইয়ের দোকানে ডায়নামোর মাধ্যমে আলো জ্বলতে লক্ষ্য করেছিল সে। তখনই তার মাথায় বুদ্ধি খেলে যায় যে, সাইকেলের ডায়নামোতে যদি আলো জ্বলতে পারে, তবে পাখা কেনো ঘুরবে না? ব্যাস তখন থেকেই ডায়নামোর খোঁজে বায়না জুড়ে দেয় বাবার কাছে। বাবাও ছেলেকে উৎসাহ দিতে জুটিয়ে দেন একটি সাইকেলের ডায়নামো। তারপরেই সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় প্রিয়াংশু তৈরি করে ফেলে নিজের পছন্দের সাইকেলের জন্য ডায়নামো চালিত ফ্যান। স্কুলে যাতায়াতের পথে প্রখর রোদ থেকে ওই মেধাবী পড়ুয়াকে খানিকটা হলেও স্বস্তি জোগায় ওই পাখা। তার ওই উদ্ভাবনী শক্তির কথা পৌঁছে যায় আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মণের কাছে। ছুটির দিন হলেও তিনি আলিপুরদুয়ার থেকে ছুটে আসেন ওই খুদে পড়ুয়ার কারিগরি দেখতে। তাকে ফুলের তোড়া ও মিষ্টিমুখে তারিফ করেন পরিতোষ বাবু।

বিজেপি নেতাকে বেধড়ক মারধর

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৬ এপ্রিল ঃ এক বিজেপি নেতাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূলের দিকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পটাশপুর। শনিবার গভীর রাতে আত্মীয় বাড়ি থেকে ফেরার পথে বিজেপি নেতা তাপস মাজি-সহ এক বিজেপি কর্মীকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। এমনকী মারের পর তাঁদের ধানক্ষেতে ফেলে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয় বলেও অভিযোগ। পরে তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং পরে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। যদিও অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে শাসকদল। তাদের বক্তব্য, বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই এই ঘটনা। এমনকী তৃণমূলের দাবি, পঞ্চায়েতের টিকিট নিয়ে ঝামেলা এই ঘটনার নেপথ্যে থাকতে পারে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর-১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি তাপস মাজি। পটাশপুর-১ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন তিনি। একুশের বিধানসভা ভোটের আগে শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের পর একে একে তাঁর বহু অনুগামী ফুল বদল করেন। তাপসকে সে সময় তৃণমূলের ব্লক সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেন তাপস। এই তাপস শনিবার রাতে আরেক বিজেপি নেতা দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর সঙ্গে দিদির বাড়ি থেকে ফিরছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বড়হাট এলাকায় স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা দলবল নিয়ে তাপসের রাস্তা আটকায় বলে অভিযোগ। বাইক থেকে নামিয়ে তাপস ও ওই বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। লোহার রড, শাবল ও কাঠের বাটাম দিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে। এমনকী তাপস অচৈতন্য হয়ে পড়লে তাঁকে পাশের ধানক্ষেতে ফেলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। বিজেপি নেতার গলায় থাকা সোনার হার, মোবাইল ও টাকা লুঠ করে নিয়ে দুষ্কৃতীরা পালায় বলে অভিযোগ। এরপর খবর যান তাপসের দিদির বাড়ি। লোকজন এসে দু'জনকে উদ্ধার করে প্রথমে গোনাড়া ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে রবিবার সকালে কলকাতা স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাপস মাজির কথায়, তৃণমূলের লোকজন পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছে। আমি কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যাইনি। দিদির বাড়ি থেকে বাইকে ফিরছিলাম। আমার সঙ্গে দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী ছিলেন। ওনাকেও মেরেছে। পটাশপুর-১ ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পীযূষ পণ্ডা ও তৃণমূল নেতা বিনয় পট্টনায়কের নির্দেশে এই ঘটনা ঘটেছে। কাঁথি সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সহ সভাপতি অসীম মিশ্র বলেন, দিনের পর দিন তৃণমূলের পায়ের তলায় মাটি সরছে। এভাবে আমাদের উপর হামলা চালাচ্ছে। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ এদের ঘর ঢুকিয়ে দেবে। যদিও তৃণমূল নেতা পীযূষ পণ্ডা বলেন, ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস কোনভাবেই যুক্ত নয়। বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলের কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে। পটাশপুরে এখন আদি ও নব্য বিজেপির পঞ্চায়েতের টিকিট নিয়ে গন্ডগোল শুরু হয়েছে। সেখানে একটি মদের আসর বসেছিল, সেখান থেকে গোলমাল হতে পারে। পুলিশকে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। পটাশপুর থানার ওসি রাজু কুণ্ডু বলেন, এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সেখানে কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি।

কান্দিতে ৩০ কোটির পানীয় জল প্রকল্প

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ১৬ এপ্রিল ঃ কয়েক সপ্তাহ বাকি, তারপর বেজে যাবে পঞ্চায়েতের ঘন্টা। কিন্তু তার আগে দুয়ারে জল প্রকল্প চালু করতে চাইছে সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের অধীনে কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত উদয়চাঁদপুর এবং ভাটপাড়া এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ শিলান্যাস করা হয় রবিবার। দুয়ারে সরকার প্রকল্পের একাধিক সামাজিক প্রকল্পের ন্যায় এবারে দুয়ারে অর্থাৎ ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের অধীনে কান্দি বিধানসভায় প্রায় ৩০ কোটি টাকার পানীয় জল প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে বলে জানিয়েছেন। রবিবার কান্দি থানার মহলন্দী ২ অঞ্চলে উদয়চাঁদপুর এবং ভাটপাড়া দুটি জায়গায় এই জল প্রকল্পের শুভ শিলান্যাস করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার, কান্দির পৌরপিতা জয়দেব ঘটক, কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কাকলী রাজবংশী, সহসভাপতি পার্থ প্রতীম সরকার, কান্দি জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বাগবুল হোসেন প্রমুখ। পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, লক্ষীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসাথীর মত ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দিতে পানীয় জল প্রকল্প চালু করা হয়েছে। কান্দি বিধানসভায় এই প্রকল্পে আপাতত ৩০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মিডিয়া সরকারের ভাল কিছু দেখায় না শুধু খারাপ কিছু যেগুলো সরকারের বদনাম করা যায় সেগুলো বেশি করে দেখায়। জানা গিয়েছে উদয়চাঁদপুরে পানীয় জল প্রকল্পে খরচ প্রায় ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা, ভাটপাড়ায় পানীয় জল প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা । মহলন্দী ২ অঞ্চলের মানুষের প্রশ্ন উদয়চাঁদপুর বড় এলাকা জনসংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ৩ কোটি কিন্তু ভাটপাড়া ছোট্ট গ্রাম জনসংখ্যা কম হওয়া সত্তেও প্রায় ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে উদয়চাঁদপুর বঞ্চিত করা হয়েছে। যদিও কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ওখানে আর একটি জল প্রকল্পের স্কিম দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বাম নেতা সফিউর রহমান বলেন, পঞ্চায়েত ভোটের আগে কিছুই হবে না, কেবমাত্র মানুকে ভুল বোঝাতে এই শিলান্যাস।

রেলপথে নন্দীগ্রামকে যুক্ত করার উদ্যোগ রেলের

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৬ এপ্রিল ঃ নতুন করে শুরু হতে চলেছে দেশপ্রাণ (বাজকুল) থেকে নন্দীগ্রামের নতুন রেল লাইন পাতার কাজ। এব্যাপারে রেলমন্ত্রকের তরফে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে চিঠি দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলকে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ইউপিএ জমানায় দেশপ্রাণ থেকে নন্দীগ্রাম রেল প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। ২০১০ সালের জানুয়ারিতে ১৭.২ কিমি রেলপথের শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় জমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে রেললাইন বসানো এবং স্টেশন তৈরির কাজ কিছুটা এগোয়। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব ছাড়তেই সেই প্রকল্প কার্যত লাটে উঠে যায়। তৃণমূল দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার ছাড়তেই এই প্রকল্পের কাজ গতি হারায়। অন্যদিকে ২০১৪তে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই প্রকল্পের কাজও এগোয়নি বলে অভিযোগ ছিল। বছরের পর বছর রেল বাজেটে দেশপ্রাণ-নন্দীগ্রাম প্রকল্প স্থান পায়নি বলেও অভিযোগ। অন্যদিকে যাঁরা জমি দিয়েছিলেন, তাঁদের চাকরি না পাওয়ার অভিযোগ এবং অধিগৃহীত জমি চাষের অযোগ্য হওয়ার অভিযোগও উঠেছিল। ২০২১এ শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম থেকে জয়ী হওয়ার পরে দিল্লিতে দরবার শুরু করেন। অশ্বিনী বৈষ্ণব রেলমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রকল্পের রূপায়ন নিয়ে তাঁকে চিঠি দেওয়া থেকে শুরু করে তাঁর সঙ্গে দেখাও করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারীও এই প্রকল্পের জন্য দরবার করেছেন। নিজের এলাকার প্রকল্প নতুন করে আলো দেখায় সাংসদ হিসেবে তিনি রেলবোর্ডকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ধন্যবাদ জানিয়েছে রেলমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারকেও। তিনি বলেছেন, এই রেলপথ চালু হলে এলাকার উন্নয়ন হবে এবং কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ আরও উন্নত হবে। এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে রাজ্য সরকারের কাছেও সাহায্যের আবেদন করেছেন তিনি। রেলমন্ত্রক দক্ষিণ-পূর্ব রেলকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করতে চিঠি দেওয়ার খবর এলাকায় পৌঁছতেই ফের একবার আশায় স্থানীয় বাসিন্দারা। শুধু কলকাতা কিংবা হাওড়ার সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের যোগাযোগের উন্নতিই নয়, এলাকার অর্থনীতিরও উন্নয়ন হবে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা। নন্দীগ্রামে রেল প্রকল্পের রূপায়ন নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে দাবি ও পাল্টা দাবি রয়েছে। নন্দীগ্রামে রেলপ্রকল্প নিয়ে আসারক কৃতিত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কাজ বন্ধ হওয়ার জন্য তারা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে দায়ী করছে। অন্যদিকে বিজেপির দাবি, নন্দীগ্রামে রেলপ্রকল্প নিয়ে উদ্যোগী শুভেন্দু অধিকারীই। তিনিই ফের কাজ শুরু করার জন্য দরবার করেছেন। এবার সেই চেষ্টাই সফল হল। এখন কত দিনে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয় এখন সেটাই দেখার।

Name Change

I KARAN SAMPAT S/O MANISH SAMPAT R/O 13 POLLOCK STREET,2ND FLOOR,RADHA BAZAR,KOLKATA-700001 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KARAN MANISH SAMPAT VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/04/2023.

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting E-Tender No.: 03/2023-2024,
Memo No. 394/CH/15 th FC-Untied/2023

The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites eTender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents from **13/04/2023 from 6.30 pm up to 20/04/2023 at 6.30 pm.** Last date of submission of Bid(online) **20/04/2023 up to 6.30 pm.** Date of opening of Tender on **24/04/2023 from 11.00 am.** For details please visit office of the undersigned and website **https://wbtender.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

KOL RMS/422/2023-2025 RNI No. 64730/95

ঋত্বিকের বাজিমাত

তিরুবন্তপুরম, ১৬ এপ্রিল ঃ এবারের ফুটবলে মরশুমের শুরুতে খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স ছিল না জামশেদপুর এফসির। খেলোয়াড়দের বোঝাপড়ার অভাবেই আইএসএলের মতো টুর্নামেন্টে এবার মুখ পুড়েছে বুথরয়েডের ছেলেদের। যারফলে পয়েন্ট তালিকায় ইস্টবেঙ্গলের থেকে একধাপ নিচে অর্থাৎ ১০ নম্বরে শেষ করতে হয়েছে তাদের। তবে একক ভাবে সকলের নজর কেড়েছেন আসানসোলের মিডফিল্ডার ঋত্বিক দাস। দলের পারফরম্যান্স খারাপ থাকলেও টুর্নামেন্টের হেভিওয়েট দলগুলির বিপক্ষে যথেষ্ট সক্রিয় থেকেছেন তিনি। যারফলে আইএসএল মরশুম শেষ হওয়ার আগেই তার সাথে কথা শুরু করে অন্যান্য দলগুলি। তবে খুব একটা কাজে দেয়নি সেই প্রচেষ্টা। সুযোগ বুঝে তার সাথে আরও দুই বছরের চুক্তি বাড়ায় জামশেদপুর ম্যানেজমেন্ট। সেই ছেলে এবার ফুল ফোটাচ্ছে সুপার কাপের মতো দেশের সর্বাধিক কাপ টুর্নামেন্টে। উল্লেখ্য, এবারের আইএসএলে দলের পারফরম্যান্স খারাপ থাকলেও সুপার কাপে যেন একেবারে অন্যভাবে ধরা দিয়েছে জামশেদপুর। প্রথম ম্যাচে এফসি গোয়ার মতো হেভিওয়েট দলকে ৫ গোল দেয় জামশেদপুর। তবে এখানেই শেষ নয়। এবারের আইএসএল চ্যাম্পিয়ন এটিকে মোহনবাগানকে ৩-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দেয় তারা। ভাবতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। এবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে গোকুলাম কেরালা এফসির মুখোমুখি হবে জামশেদপুর। সেই ম্যাচ জিতলে বাড়তি অক্সিজেন পাবে দল। কারন আগের দুই ম্যাচ জিতে অতি সহজেই সেমির রাস্তা পাকা করে ফেলেছে বুথরয়েড ব্রিগেড। এদিকে এখনই জামশেদপুর ছেড়ে অন্য ক্লাবের কথা ভাবছেন না বাংলার ছেলে ঋত্বিক। তিনি বলেন, আপাতত জামশেদপুরের সাথে খেলছি এবং টুর্নামেন্ট জেতার কথাই ভাবছি। আমার সমস্ত ভাবনা এখন জামশেদপুরকে নিয়ে। তাই এখনই কলকাতার কোনও প্রধানে খেলার বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না এই তরকা মিডফিল্ডার। উল্লেখ্য, এবার শুধু আইএসএল নয়, দেশের জার্সিতেও ত্রিদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলেছেন আসানসোলের এই তারকা। পাশাপাশি সকলের নজরেও এসেছেন তিনি। তবে এই ঘরের ছেলে আদৌ ঘরে ফেরে কিনা সেই উত্তর দেবে সময়।

মহিলাদের সম্মানে

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল ঃ রবিবার ওয়াংখেড়েতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মুখোমুখি হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এই ম্যাচ দেখতে ওয়াংখেড়ের গ্যালারিতে ৩৬টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মোট ১৯ হাজার তরুণী এবং ২০০ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিশুরা উপস্থিত হন। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের এডুকেশন ফর অল (ইএসএ) উদ্যোগ মারফৎ প্রতি বছরই ওয়াংখেড়েতে মুম্বইয়ের একটি ম্যাচ দেখতে শিশুদের আহ্বান জানানো হয়। আজও এমনটাই হয়েছে। এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মেন্টর শচিন তেন্ডুলকর। ইএসএ-র মাধ্যমে সমাজের সব স্তরের শিশুদের খেলাধুলো ও শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়াটাই মূল লক্ষ্য। আজকের ম্যাচটি মহিলা শিশুদের উৎসর্গ করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রে মহিলাদের অবদানকেও এই ম্যাচের মাধ্যমে সেলিব্রেট করা হয়েছে। এই উদ্যোগের জন্য আজ ম্যাচে সূর্য কুমার যাদবরা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মহিলা দলের জার্সি পরে মাঠে খেলতে নেমেছেন।

চোট নিয়েও শতরান ভেঙ্কটেশের

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল ঃ রবিবার ওয়াংখেড়ে মাতিয়ে দিলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। ১৫ বছর পর কোনও নাইট রাইডার্স ব্যাটসম্যান আইপিএলে শতরান করলেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে আইপিএলে অরেঞ্জ ক্যাপের আপাতত মালিক হলেন কেকেআর ব্যাটসম্যান। শিখর ধাওয়ানকে টপকে ৫ ম্যাচে ২৩৪ রান করলেন ভেঙ্কটেশ। এবারের ঘরোয়া মরশুমে খুব একটা ছন্দে ছিলেন না মধ্যপ্রদেশের এই ব্যাটসম্যান। এমনকি প্রথম দিকে নাইটদের হয়ে ব্যাট হাতে ঝড় তুলতেও পারছিলেন না আইয়ার। রবিবার আরব সাগরের তীরে সব কিছুর যেন জবাব দিলেন কেকেআরের এই ব্যাটসম্যান। মালিক শাহরুখ খান উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু সুহানা আব্রামদের সামনেই জ্বলে উঠলেন ভেঙ্কটেশ। প্রথম দিকে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল কেকেআর। কিন্তু ভেঙ্কটেশ নামতেই বদলে গেল নাইট ব্যাটিংয়ের হাল। ৫১ বলে ১০৪ রানের তার ইনিংস সাজানো ছিল ৬টি চার এবং ৯টি ছক্কা দিয়ে। খেলতে গিয়ে চোট পান, কিন্তু হাঁটুতে চোট নিয়েও সেঞ্চুরি করলেন। একেই বলে জোশ। শতরানের পর সম্প্রচারকারী চ্যানেলে আইয়ার বলেন, এই শতরান খুব স্পেশ্যাল আমার কাছে। দলগতভাবেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রানটা। আশা করছি এই রানটা আমাদের বোলাররা রক্ষা করতে পারবে। আজ ভেঙ্কটেশের স্ট্রাইকরেট ছিল ২০৩.৯২। বাকী সমবেত কেকেআর ব্যাটসম্যানদের স্ট্রাইকরেট ৯৭.১। একইসঙ্গে নাইট ব্যাটসম্যান বলেন, আমি দলের প্রয়োজন অনুযায়ী খেলতে পছন্দ করি। দল আমার থেকে যেটা চায় সেই অনুযায়ী পারফরম্যান্স করি। আজ আমি ৬ ওভার বা ১৬ ওভারে ব্যাট করার সময় আলাদা করে কিছু ভাবিনি। প্রতিটি ওভার অনুযায়ী প্ল্যানিং করেছি। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ের রেকর্ড বরাবরই ভালো ভেঙ্কটেশের। ৪ ম্যাচে তার ব্যাট থেকে এসেছে ২৫০ রান। এরমধ্যে রয়েছে একটি শতরান, একটি অর্ধশতরান। স্ট্রাইকরেট ১৭১.২৩। মেরেছেন ১৯টি চার, ১৭টি ছক্কা। এবারের আইপিএলে খুব একটা ছন্দে পাওয়া যাচ্ছিল না তাঁকে। তবে শতরান করেই ভেঙ্কটেশ কৃতিত্ব দিলেন দলের ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ারকে। তাঁর কথায়, গোটা দল আমার পাশে ছিল। তবে আলাদা করে বলতেই হবে অভিষেক নায়ারের কথা। ও আমাকে নিয়ে অনেক বেশী কাজ করেছে। তারই হয়তো ফল পেলাম আজ। পাশাপাশি দলের সাপোর্ট স্টাফদেরও ধন্যবাদ। এই মঞ্চ থেকেই তার মাথায় উঠে অরেঞ্জ ক্যাপ। আইপিএলে আপাতত অরেঞ্জ ক্যাপের মালিক হয়ে খুশি নাইট ব্যাটসম্যান। এর আগে ২০০৮ সালে ম্যাকালাম নাইট জার্সিতে একমাত্র শতরানের মালিক ছিলেন। সেই কৃতিত্বে এবার ভাগ বসালেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। ২০০৮ সালের পর থেকে কেউই আর কেকেআর জার্সিতে শতরান করতে পারেননি। অবশেষে আইয়ারের ব্যাটে আক্ষেপ ঘুচল। ব্যাট হাতে ঝড় তুললেও বল করতে নামতে পারলেন না ভেঙ্কটেশ। কেকেআর ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার হিসাবে তার পরিবর্তে নামাল সুযশ শর্মাকে। ব্যাট করেও ফিল্ডিং করা হল না আইয়ারের। ভাগ্য বোধহয় একেই বলে।

ফের মুম্বইয়ের কাছে হারল কলকাতা

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল ঃ আইপিএলে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আরও একবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে পরাস্ত কলকাতা নাইট রাইডার্স। ইডেনে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচের পর এদিনও নীতীশ রানার দলকে ডোবাল বোলিং। অধিনায়ক হিসেবে নেমে চেনা ছন্দে ফিরলেন সূর্যকুমার যাদব। রোহিত শর্মার পেটের অসুস্থতার কারণে ফিল্ডিংয়ের সময় মাঠে ছিলেন না। যদিও ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে ওপেন করতে নামেন। বড় রান না পেলেও আইপিএলে গড়লেন নয়া নজির। জয়ের জন্য ১৮৬ রানের টার্গেট তাড়া করতে নামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। রোহিত শর্মা একটি চার ও ২টি ছয়ের সাহায্যে করলেন ১৩ বলে ২০। এই ইনিংস খেলার ফাঁকে আইপিএলে কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রান করার নজিরটি নিজের দখলে নিলেন। কেকেআরের বিরুদ্ধে তাঁর মোট রান ১০৪০। রোহিত টপকে গেলেন চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে শিখর ধাওয়ানের ১০২৯ রানের রেকর্ড। কেকেআরের বিরুদ্ধে ডেভিড ওয়ার্নার ১০১৮ রান করেছেন, পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ওয়ার্নারের রয়েছে ১০05 রান। ওপেনিং জুটিতে ৪.৫ ওভারে ওঠে ৬৫ রান। পাওয়ার-প্লের ৬ ওভারে স্কোর ছিল ১ উইকেটে ৭২। রোহিতকে ফেরান সুযশ শর্মা। রোহিত ও ঈশান কিষাণ ৫০ রানের পার্টনারশিপ গড়েছিলেন ২৩ বলে। কিষাণ ২১ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। ৭.৩ ওভারে তিনি আউট হন দলের ৮৭ রানের মাথায়। পাঁচটি করে চার ও ছয়ের সাহায্যে ২৫ বলে ৫৮ রান করে বরুণ চক্রবর্তীর বলে বোল্ড হন ঈশান। মুম্বইয়ের ১০০ রান পূর্ণ হয় ৯.১ ওভারে। এরপর আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট করতে থাকেন তিলক বর্মা ও সূর্যকুমার যাদব। ১৩.৫ ওভারে তিলক বর্মা বোল্ড হন সুযশ শর্মার বলে। তিনটি চার ও একটি ছয়ের সাহায্যে তিনি করেন ২৫ বলে ৩০। মুম্বইয়ের স্কোর দাঁড়ায় তিন উইকেটে ১৪৭। ১৬.৩ ওভারে ১৭৬ রানে পড়ে চতুর্থ উইকেট। শার্দুল ঠাকুরের শিকার সূর্য। চারটি চার ও তিনটি ছয়ের সাহায্যে তিনি করলেন ২৫ বলে ৪৩। ১৭.২ ওভারে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পঞ্চম উইকেটের পতন। নেহাল ওয়াধেরা ৪ বলে ৬ রান করে লকি ফার্গুসনের বলে কট বিহাইন্ড। ১৭.৪ ওভারের মাথায় পাঁচ উইকেটে জয় ছিনিয়ে নেয় আইপিএলের সফলতম দল। ১৪ বল বাকি থাকতেই। ১টি চার ও ২টি ছয়ের সাহায্যে ১৩ বলে ২৪ রানে অপরাজিত থাকেন টিম ডেভিড। গ্রিন ১ বলে ১ রানে নট আউট। এর আগে, টস হেরে ব্যাট করতে নেমে কেকেআর ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৫ রান তোলে। ৬টি চার ও ৯টি ছয়ের সাহায্যে ৫১ বলে ১০৪ রান করেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। তাঁর পরিবর্তে বোলিংয়ের সময় ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামেন সুযশ। রিঙ্কু সিং ১৮, শার্দুল ঠাকুর ১৩ রান করেন। ১১ বলে ২১ রানে অপরাজিত থাকেন আন্দ্রে রাসেল। আইপিএল অভিষেকে তিনি ২ ওভারে ১৭ রান দিলেন। তাঁর বোলিংয়ের প্রশংসা করেছেন এস শ্রীসন্থ। হৃতিক শোকিন ৩৪ রান দিয়ে ২টি উইকেট নেন। মার্কো জানসেনের ভাই ডুয়ান জানসেন আইপিএল অভিষেকে ৪ ওভারে ৫৩ রান দিয়ে পেলেন ১ উইকেট। ক্যামেরম গ্রিন, পীযূষ চাওলা ও রাইলে মেয়ারডিথ একটি করে উইকেট নেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স টানা দুটি ম্যাচে জিতল, কেকেআর হারল টানা ২টি ম্যাচে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে নাইটদের পরবর্তী ম্যাচ। মঙ্গলবার হায়দরাবাদে সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে নামবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। কেকেআর ৫ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে পাঁচে। ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে মুম্বইয়ের অবস্থান আটে।

আজ ইস্টবেঙ্গলের সামনে আইজল

তিরুবন্তপুরম, ১৬ এপ্রিল ঃ বিগত কয়েক বছর ধরেই নিজেদের পুরোনো ছন্দে নেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। বছর বছর খেলোয়াড় ও কোচ বদল করলেও অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। এবারের আইএসএলে শুরুটা ভালো মতো হলেও ম্যাচ এগোনোর সাথে সাথে পয়েন্ট টেবিলের একেবারে তলানিতে চলে যায় লাল-হলুদ ব্রিগেড। যার ফলে, লিগ টেবিলের ৯ নম্বরে থেকেই এবারের যাত্রা শেষ করতে হয়েছে নাওরেম-ক্লেটনদের। যা দেখে হতাশ সকলেই। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সুপার কাপে ভালো ফল করার লক্ষ্য ছিল ইমামি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের। সেখান থেকেও সমর্থকদের জুটল একরাশ হতাশা। বর্তমানে এই কাপ টুর্নামেন্ট থেকে প্রায় ছিটকে যাওয়ার মুখে স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের ছেলেরা। সেখান থেকেই এবার ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা তাদের। উল্লেখ্য, এবারের এই সুপার কাপের প্রথম ম্যাচেই ওড়িশা এফসির বিপক্ষে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল শিবির। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচ শেষ হওয়ার মাত্র ১১ মিনিট আগেই নন্দকুমারের করা গোলে সমতায় ফেরে ওড়িশা। যারফলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হয় দুই দলকে। পরবর্তী ম্যাচে মানানো মার্কুইজের হায়দরাবাদের বিপক্ষে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও ম্যাচের রাশ টেনে নিয়ে যায় আকাশ মিশ্রারা। সেই জেতা ম্যাচ ও মাঠে ফেলেই আসতে হয় তাদের। যারফলে বর্তমানে দুই ম্যাচ খেলে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট সংখ্যা মাত্র দুই। তবে এবার সোমবার আইজল এফসির বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় পেতে চায় ক্লেটনরা। সেইমতো অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনুশীলন করতে দেখা গেল ইস্টবেঙ্গল দলকে। বলাবাহুল্য, এই মুহূর্তে গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলের যা অবস্থা, তাতে আইজল ম্যাচে ৪-০ গোলে জিততে হবে স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের ছেলেদের। তবে সেখানেই শেষ নয়। সেই সোমবার রাতেই মাঞ্জেরীর পায়ানাদ স্টেডিয়ামে ওড়িশা এফসির মুখোমুখি হবে ওগবেচের হায়দরাবাদ। সেই ম্যাচ যদি অমীমাংসিত থাকে ও লাল-হলুদ ৪ গোলে ম্যাচ জেতে তাহলেই একমাত্র সেমিতে যাবে মশাল বাহিনী। তবে ওড়িশা ও হায়দরাবাদ ম্যাচের মধ্যে যদি কেউ জিতে যায় তাহলেই তারা চলে যাবে পরের রাউন্ডে। এখন শেষ পর্যন্ত কি হয় সেটাই দেখার।

আকাশে নজর

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ এবারের ফুটবল মরশুমে যথেষ্ট ভালো পারফরম্যান্স করেছে এটিকে মোহনবাগান। শুরুটা খুব একটা ভালো না হলেও দ্বিতীয় লেগ থেকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী থেকেছে দলের ফুটবলাররা। যার ফলে, আদ্রিয়ান লুনার কেরালা থেকে শুরু করে ইস্টবেঙ্গল, ওড়িশা ও হায়দরাবাদের মতো দলগুলিকে হেলায় হারিয়ে লিগের ফাইনালে ওঠে মোহনবাগান। সেখানে বেঙ্গালুরু এফসিকে পরাজিত করে কাপ জয়। তবে সুপার কাপ জিতে এএফসি কাপের ছাড়পত্র পাওয়ার স্বপ্ন থাকলেও গত ম্যাচে জামশেদপুরের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে সেই আশা পুরোপুরি নিরাশায় পরিনত হয়েছে হুয়ান ফেরেন্দোর। এখন আগামী মরশুমের দিকেই নজর দিতে চান তিনি। সেইমতো এখন থেকেই নিজেদের ঘর আরও মজবুত করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে এটিকে ম্যানেজমেন্ট। কিছুদিন আগেই শোনা যাচ্ছিল, অজি ফরোয়ার্ড জেসন কামিন্সকে নাকি বড় অঙ্কের চুক্তিতে দলে আনতে চায় এটিকে মোহনবাগান। যদিও সেই নিয়ে এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। তবে এবার শোনা যাচ্ছে, হায়দরাবাদ এফসির এক তরুণ ডিফেন্ডারকে দলে আনতে মরিয়া এটিকে মোহনবাগান। তিনি আকাশ মিশ্রা। এবারের আইএসএলে যথেষ্ট দায়িত্বের সাথে হায়দরাবাদের রক্ষন সামলে ছিলেন তিনি। এবার নাকি ১৫ কোটি টাকার বিনিময়ে তাকে সবুজ-মেরুন জার্সি পরাতে মরিয়া সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। শুনতে অবাক লাগলেও এমনটাই মনে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে নাকি মোট ৪ বছরের চুক্তিতে তাকে আনতে চাইছে দল। প্রতি বছর তিনি পাবেন প্রায় ৩ কোটি টাকা। তাহলে দাঁড়ায় মোট ১২ কোটি। পাশাপাশি ৩ কোটি টাকা ট্রান্সফার ফি দেওয়া হবে হায়দরাবাদকে। গত কয়েক মরশুম ধরেই তাকে দলে নিতে চেষ্টা করে গিয়েছে মোহনবাগান।

সুযোগ পেয়ে সৌরভকে কটাক্ষ শাস্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ বিরাট কোহলির সঙ্গে রবি শাস্ত্রীর বহু বছরের সম্পর্ক। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে খাটো করে দেখানোর প্রয়াসে সেই শাস্ত্রী যে কোহলির বড় দোসর তার প্রমাণ ফের মিলল। দিল্লি ক্যাপিটালস চলতি আইপিএলে টানা পাঁচটি ম্যাচে পরাস্ত হয়েছে। সৌরভ দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট। দিল্লি দলের সঙ্গেই থাকছেন। শনিবার খেলার শেষে বিরাট কোহলি ঔদ্ধত্য দেখিয়ে সৌরভের সঙ্গে করমর্দন সারেননি। সেই বিতর্কের মধ্যেই চর্চা শাস্ত্রীর ফোড়ন কেটে সৌরভকে কটাক্ষ করা নিয়ে। দিল্লি ক্যাপিটালস চিন্নাস্বামীতে ১৭৫ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে ২৩ রানে হেরেছে। ৩০ রানের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল চার উইকেট। রবি শাস্ত্রী ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে দিল্লি ক্যাপিটালসকে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, যেভাবে দিল্লি ক্যাপিটালস টানা হেরেই চলেছে তাতে তাদের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন। শাস্ত্রীর সঙ্গে ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন সাইমন ডুল। তিনি বলেন, দিল্লির ডাগআউটে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হারতে পছন্দ করেন না। রিকি পন্টিং একজন। ডেভিড ওয়ার্নারও রয়েছেন। দিল্লি যে পঞ্চম ম্যাচ হারছে সেখানে মনেই হচ্ছে না তারা জিততে পারে। ক্লোজ ম্যাচ একরকম বিষয়। কিন্তু প্রতিপক্ষরা উড়িয়ে দিচ্ছে। যা সুখকর নয়। এরপরই শাস্ত্রী তীব্র কটাক্ষ করেন সৌরভকে। তিনি বলেন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিসিসিআইয়ের সভাপতি ছিলেন। তিনিও নিশ্চয়ই ভাবছেন ক্রিকেট প্রশাসনে থাকলেই ভালো হতো। রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অম্লমধুর সম্পর্ক এর আগেও সামনে এসেছে। সৌরভকে সহ্য করতে পারেন না শাস্ত্রী। সৌরভের দলের বিপর্যয়ে সেই শাস্ত্রী দাঁত-নখ বের করলেন। শাস্ত্রী এই কথার মধ্যে সৌরভের কোচিং দক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন। যদিও তিনি ভুলে গিয়েছেন কীভাবে সৌরভের হাত ধরে দিল্লি ক্যাপিটালস ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। তখন সৌরভ বোর্ড সভাপতি হননি। দিল্লি দলের মেন্টরের ভূমিকা পালন করেছিলেন। সৌরভের গাইডেন্সে দিল্লি ক্যাপিটালসের ব্র্যান্ড ভ্যালুও অনেকটাই বেড়ে যায়। টানা পাঁচটি ম্যাচ হেরে যাওয়ায় দিল্লি ক্যাপিটালসের প্লে-অফে যাওয়ার আশা কার্যত শেষ হয়ে গেল। সব ম্যাচই ডু অর ডাই হয়ে দাঁড়াল। কিংবা অন্তত ৭-৮টি ম্যাচ জিতলেও তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য দলের দিকে। দিল্লি ক্যাপিটালসের পঞ্চম পরাজয়ের পর কোনও টুইট করেননি পার্থ জিন্দাল। দলের কর্ণধার আগের ম্যাচেই ক্যাপিটালসের লড়াইয়ের প্রশংসা করেছিলেন। গতকাল ম্যাচ চলাকালীন বিরাট কোহলি হাফ সেঞ্চুরির পর যে অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন তা সৌরভকে উদ্দেশ করেই, এটা বোঝা গিয়েছে। ডাগআউটে বসা সৌরভের দিকে উদ্ধত কোহলির তাকানোর ছবিও ভাইরাল হয়েছে। ম্যাচের শেষে তিনি সৌরভের সঙ্গে হাত মেলাননি। বিরাটকে পন্টিংয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখে সৌরভও অপেক্ষা করেননি।

কোচের নাম ঘোষনার আগে জটিলতা

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ আশা ছিল বৈশাখের প্রথম দিনই নতুন কোচের নাম ঘোষণা করবে ইস্টবেঙ্গল। বৈশাখের প্রথম সকালে ক্লাবের রীতি মেনে বার পুজো হলো। মন্ত্রী, প্রাক্তন ফুটবলার, সমর্থকদের আনাগোনাও ছিল। উপস্থিত ছিলেন ইমামি এবং ক্লাবের শীর্ষকর্তারা। কিন্তু দিন শেষে কোচ নিয়ে কোন ঘোষণা করতে পারল না ইস্টবেঙ্গল। সের্জিও লোবেরা আর ইস্টবেঙ্গলের চুক্তি যেন হয়েও হচ্ছে না। দল বদলের বাজারের শুরুতেই হাইপ্রোফাইলল কোচকে পছন্দ করাই শুধু নয়, তার সম্মতিও আদায় করে ফেলেছে লাল-হলুদ। স্প্যানিশ কোচকে চূড়ান্ত করেও কেন তার নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করতে পারছে না ইস্টবেঙ্গল? তার কারণ অনুসন্ধানে উঠে আসছে নতুন তথ্য। বর্তমানে চীনের একটি ক্লাবে কোচিং করান লোবেরা। চীনে ক্লাব থেকে কোনভাবেই এনওসি জোগাড় করতে পারছেন না সের্জিও লোবেরা। বর্তমানে যে ক্লাবটিতে কোচিং করান লোবেরা সেখান থেকে এনওসি না পেলে ইস্টবেঙ্গলের পাঠানো চুক্তিপত্রে সই করা টেকনিক্যালি সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, আইএসএলের সবথেকে সফল কোচকেই আমরা এবার দলের দায়িত্ব দেবো এটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। লোবেরা আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চান বলে জানিয়েও দিয়েছেন। তাহলে আটকে কোথায়? দেবব্রত সরকারের বক্তব্য, লোবেরা চীনের ক্লাবটি থেকে এনওসি না পেলে আমরা চূড়ান্ত কোন কিছু ঘোষণা করতে পারছি না। আমাদের দল গঠনের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা কোচের এজেন্টের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। আশা করছি খুব দ্রুতই সব কিছু চূড়ান্ত হয়ে যাবে। একান্ত লোবেরা না হলে প্ল্যান বি কী আছে? দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, ক্যালেন্ডারের পাতায় আরও একটা নতুন বাংলা বছরের সূচনা হয়ে গেল। অথচ কোচ নিয়ে এখনও চূড়ান্ত ঘোষণা করতে পারল না ইস্টবেঙ্গল। এরপর শুরু হবে দল গঠন। কোচ চূড়ান্ত করতেই এতটা সময় লাগলে, কবেই বা দল গঠনে নামবে ইস্টবেঙ্গল। এমনিতেই দল বদলের বাজারে খুব একটা ভালো ফুটবলার নেই। তার উপর সময় চলে গেলে যাদের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে তারাও জাল কেটে বেরিয়ে যাবে। গত তিন বছর ধরেই ব্যর্থতার জন্য দল গঠনের সমস্যাকে দায়ী করেছেন কর্তারা। এবার কিন্তু শুরু থেকেই সময় পাচ্ছেন। তাই ভালো দল গঠন না হলে, এবার কিন্তু সময়কে ঢাল করতে পারবেন না।

এগিয়ে দিলেন এমবাপে - দলকে জেতালেন মেসি

প্যারিস, ১৬ এপ্রিল ঃ লিওনেল মেসির দুর্দান্ত গোলে শনিবার লেন্সের বিপক্ষে লিগ ওয়ানে ঘরের মাঠে ৩-১ ব্যবধানের জয় তুলে নিয়েছে পিএসজি। প্রথমার্ধের তিন গোলে পিএসজির জয় নিশ্চিত হয়। টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা লেন্স পিএসজির থেকে ছয় পয়েন্টে পিছিয়ে থেকে ম্যাচ শুরু করেছিল। ১৯ মিনিটে মরোক্কান তারকা আশরাফ হাকিমিকে বিপদজনক ভাবে ট্যাকেলের অপরাধে ঘানা মিডফিল্ডার সালিম আব্দুল সামেদকে লাল কার্ড দেখানো হলে বাকি সময়টা লেন্সকে ১০ জন নিয়েই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়েছে। আর ঐ ঘটনাই পুরো ম্যাচের চিত্র পাল্টে দেয়। বিরতির আগে ১০ মিনিটের ব্যবধানে কিলিয়ান এমবাপে, ভিটিনহা ও মেসির গোলে বড় লিড পায় পিএসজি। ৬০ মিনিটে পেনাল্টি স্পট থেকে লেন্সের পক্ষে এক গোল পরিশোধ করেন প্রিজিমিস্ল ফ্রাঙ্কোভস্কি। ৩১ মিনিটে ভিটিনহার সহায়তায় এমবাপে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। ৩৭ মিনিটে দুর পাল্লার শটে ব্যবধান দ্বিগুন করেন ভিটিনহা। দুটি গোলই ছিল দেখার মত। কিন্তু আর্জেন্টাইন সুপারস্টারের গোলটি আগের দুই গোলকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। গোল এরিয়ার বাইরে এমবাপের দিকে বল বাড়িয়ে দিয়ে পুনরায় ফরাসি স্ট্রাইকারের ব্যাকহিলে বল পেলে গোলরক্ষক ব্রিস সাম্বাকে কোনাকুনি শটে পরাস্ত করেন মেসি। এই জয়ে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা নয় পয়েন্টের সুস্পষ্ট ব্যবধানে এগিয়ে গেছে, লিগ শেষ হতে হাতে রয়েছে আর মাত্র সাত ম্যাচ। অর্থাৎ ১১তম লিগ খেতাব জয় নিশ্চিত করা পিএসজির কাছে এখন সময়ের ব্যপার। পিএসজি কোচ ক্রিস্টোফে গাল্টিয়ার বলেছেন, আমাদের ধরে নিলে চলবে না কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমাদের অবশ্যই মনোযোগ ধরে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। লিড ধরে রাখতে হবে এবং প্রতিপক্ষকে কোন ধরনের প্রত্যাশার সুযোগ দেওয়া যাবে না। গত মাসে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে পড়ার পর কোচ গাল্টিয়ারের উপর যে চাপ এসেছিল তা এই জয়ে কিছুটা হলেও প্রশমিত হবে। এছাড়া মাঠের বাইরে কিছু ইস্যু নিয়ে কয়েকদিন ধরে গাল্টিয়ার চাপে রয়েছেন। তবে এই মুহূর্তে সবকিছুকে পিছনে ফেলে শুধুমাত্র মাঠের মধ্যেই নিজেকে ধরে রাখতে চান পিএসজি বস। এ কারনে ম্যাচের আগে বলেছিলেন খেলোয়াড়দের মতই আমি শুধুমাত্র ম্যাচের উপরই বেশী মনোযোগ দিতে চাই। এই ম্যাচটা আমাদের জন্য সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। সে কারনেই ফলাফলটাও গুরুত্বপূর্ণ। টেবিলের শীর্ষে থাকা পিএসজির এই সমস্যার সুযোগ নেওয়ার আশা করেছিল লেন্স। একইসাথে জয়ের ধারা চার ম্যাচ থেকে আরও বাড়িতে নিতে চেয়েছিল। ১৯৯৮ সালের পর প্রথমবারের মত লিগ জয়ের স্বপ্নেও বিভোর ছিল লেন্স সমর্থকরা। জানুয়ারিতে সর্বশেষ যখন দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল তখন লেন্স ৩-১ গোলে জয়ী হয়েছিল। পার্ক ডি প্রিন্সেসে কাল তাদের শুরুটাও ভাল হয়েছিল। একের পর এক সুযোগ তৈরী করেও কাঙ্খিত গোলের দেখা পায়নি সফরকারীরা। তার উপর ১৯ মিনিটে হাকিমিকে ট্যাকেলের অপরাধে আব্দুল সামেদ মাঠ ছাড়তে বাধ্য হলে তখনই কার্যত লেন্স ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছিল। ৩১ মিনিটে ভিটিনহার পাস থেকে এমবাপ্পে জোরালো শটে এগিয়ে যায় পিএসজি। মরশুমে এটি এমবাপে ২০তম লিগ গোল। এরপর পিএসজির জার্সি গায়ে ভিটিনহার প্রথম গোলে ব্যবধান দ্বিগুন হয়। ৪০ মিনিটে মেসি যে গোল দিয়ে ব্যবধান ৩-০'তে নিয়ে গেছেন তা সম্ভবত ফ্রান্সের দুই বছরের কেরিয়ারে আর্জেন্টাইন সুপারস্টারের সেরা গোল। এবারের মরশুমে এটি মেসির ২০তম ক্লাব গোল। দ্বিতীয়ার্ধে আরও কিছুটা সংঘবদ্ধ হয়ে মাঠে নামে লেন্স। ফাবিয়ান রুইজের হ্যান্ডবল থেকে ফ্রাঙ্কোভস্কি এক গোল পরিশোধ করলেও পরবর্তীতে গোলটি আর কোন কাজে আসেনি। লেন্সের সামনে এখন একটি একটাই লক্ষ্য টেবিলের শীর্ষ তিনে টিকে থেকে আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা। লেন্স ম্যানেজার ফ্রাঙ্ক হেইস বলেছেন, আজ আমরা পয়েন্টের ব্যবধান কমানোর লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমেছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতি দারুন কঠিন ছিল। অবশ্যই এবারও ট্রফিটা প্যারিসেই থাকছে, এনিয়ে কোন সন্দেহ নেই।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615